নীলকমিশনরদিগের

রিপোর্ট, ১৮৬০

নীল কমিসনরদিগের রিপোর্ট

সন ১৮৬০ সালের ১১ আইনের হুকুমানুসারে নীল সম্বন্ধে যে কমিস্যনর্ সাহেবানেরা নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাহাদের তদারক সমাধানান্তে বাঙ্গাল গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী এ মনি সাহেবকে ঐ বিষয়ে তাহাদের অভিপ্রায় সংযুক্ত যে রিপোর্ট অর্থাৎ এত্তেলা করিয়াছেন তাহার সার-সংগ্রহ।

১ দফা। উক্ত আইনানুসারে নীল আবাদের বর্ত্তমান প্রথা এবং নীলকরের সহিত প্রজাবর্গের ও জমিদারানের সম্বন্ধ বিষয় তদারক করণ জন্য গত ১০ মে তারিখে আমরা মোকরর হইয়া তদারক সমাপ্ত করিয়া তদ্বিষয়ে আমাদের যে অভিপ্রায় তাহা এইক্ষণে বাঙ্গালা প্রদেশের মান্যবর শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব বাহাদুরের দৃষ্টার্থে এবং বিবেচনার জন্য আমরা দাখিল করিতেছি।

২ দফা। প্রথমে ১৪ ও ১৬ মে এই দুই তারিখে আমাদের গোপনে বৈঠক হয় তাহাতে আমাদের কি প্রকার কর্ম্ম করিতে হইবে ও কোন্২ ব্যক্তির শাক্ষ্য বাক্য শুনিতে হইবে এবং পাটনা ও গাজিপুর প্রদেশে কি প্রকারে আফিম প্রস্তুত হয় তাহা জানিবার জন্য আফিমের এজেন্ট সাহেবদিগকে চিঠী লেখা ইত্যাদি বিষয় স্থির করিয়াছিলাম পরে ১৮ মে অবধি ৪ আগষ্ট পর্য্যন্ত আমরা প্রকাশ্য বৈঠক করিয়াছিলাম।

৩ দফা। প্রকাশ্য স্থানে এবং সাধারণের সম্মুখে তাবৎ সাক্ষির জবানবন্দী আমরা লইয়াছি আমাদের কাছারীর দ্বার খোলা থাকিত, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করিয়াছে সেই ব্যক্তি আসিতে

করিয়াছে এবং তাবৎ শাক্ষির জবানবন্দী প্রত্যেক বৈঠকের পর দিবসে খবরের কাগজে ছাপা হইয়াছে।

৪ দফা। ১৩৪ ব্যক্তির জবানবন্দী লওয়া হইয়াছে তন্মধ্যে সিবিল ও অন্যান্য গবর্ণমেন্টের কর্ম্মচারী ১৫ জন, নীলকর ২১ জন, পাদ্রি সাহেব ৮ জন, জমীদার ও তালুকদার ১৩ জন, রাইয়ত গাঁতিদার প্রভৃতি অন্যান্য ৭৭ জন। তাবত শাক্ষিরা হলপ্ করিয়া জবানবন্দী দিয়াছে।

৫ দফা। আমরা জেলা নদীয়ার সদর স্থান কৃষ্ণনগরে ১৫ দিবস বৈঠক করিয়াছিলাম তদ্‌ভিন্ন আর বক্রী কাল কলিকাতায় ছিলাম অধিকাংশ বড়২ কর্ম্মচারী ও নীলকর সাহেব ও বাঙ্গালি জমিদারদিগের কলিকাতায় জবানবন্দী দেওয়া সুবিধা ছিল এবং রাজধানী বিধায় এখান হইতে সর্ব্বত্রে আমাদের কর্ম্ম প্রচার উত্তমরূপে হইবে এই কারণে কলিকাতায় বৈঠক হইয়াছিল কিন্তু যে সকল গরীব প্রজা কলিকাতায় আসিতে অশক্ত, তাহাদের জন্য আমরা কৃষ্ণনগর গিয়াছিলাম—কৃষ্ণনগর বারাসত, যশোহর ও পাব্‌না হইতে বিস্তর প্রজা আসিয়াছিল কিন্তু সকলের জবানবন্দী লইতে অশক্ত হইয়া তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকের জাতি ও বাসস্থান ও নীলকুঠীর এলাকা ও প্রজাদিগের বুদ্ধি ও অবস্থা বিবেচনা করিয়া আমরা বাছাই করিয়া জবানবন্দী লইয়াছি—কেহ২ কহেন যে এই সকল প্রজা শাক্ষিদিগকে শাক্ষি দিবার জন্য অন্যান্য ব্যক্তিরা তালিম করিয়া পাঠাইয়াছিলেন কিন্তু আমরা তাহা বিশ্বাস করি না বরং আমাদের বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে যে শাক্ষিরা সকলেই সত্য কথা কহিয়াছে কিন্তু ইহাও হইতে পারে যে কোন২ শাক্ষি আপন২ দুঃখের বিষয় বর্ণন করিতে কিঞ্চিৎ বাড়াইয়া কহিয়াছে।

৬ দফা। কয়েক জন নীলকর সেই সময়ে তাহাদের কুঠী ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিতে অশক্ত ছিলেন তাহাদের অনুরোধে এবং বাঙ্গালি জমীদারদিগের জবানবন্দী লওন জন্য এবং কৃষ্ণনগরে নীল সম্বন্ধে অধিক বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে আমরা কৃষ্ণনগর গিয়াছিলাম এবং ৬ জুলাই তারিখ অবধি ঐ মাসের ১৯ তারিখ পর্য্যন্ত আমরা কলিকাতায় অনুপস্থিত ছিলাম।

৭ দফা। কৃষ্ণনগর গমন করিবার পূর্ব্বে আমাদের কেহ২ সাবধান করিয়াছিলেন যে আমরা তথায় উপস্থিত হইলে নীল-করদিগের প্রতি প্রজাদিগের বিরুদ্ধাচরণ বৃদ্ধি হইয়া নীলকর-দিগের অধিক মন্দ ঘটিবে এবং সাধারণ লোকেরা আমাদের কৃষ্ণনগর যাইবার যথার্থ কারণ ছাপাইয়া মিথ্যা জনরব রটনা করিবে।

৮ দফা। কিন্তু উপরোক্ত কল্পিত বিষয় কিছু ঘটনা হয় নাই শুনিয়া লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব সন্তুষ্ট হইবেন।

৯ দফা। কৃষ্ণনগরে যদ্যপি ও আমরা নূতন কিছুই শুনিতে পাইলাম না তথাপি অনেক ভাল এবং বিশ্বাসজনক জবানবন্দী গ্রহণ করিয়াছি আমরা কৃষ্ণনগরের জেহেলখানায় গিয়া নূতন ১১ আইনের মর্ম্মানুসারে নীলের চুক্তি ভঙ্গ করণীয়া প্রায় ৬০ সাটি জন কএদীদের সহিত কথোপকথন করিয়াছিলাম এবং কি জন্যে তাহারা নীল বুনিতে স্বীকার করা অপেক্ষা কএদ খাটিতে প্রস্তুত হইয়াছে তাহা জানিবার জন্য তন্মধ্যে ৮ জনের জবানবন্দী লইয়াছিলাম।

১০ দফা। আমারদিগের মধ্যে তিন জন কমিস্যনর মহাশয় অতি অল্প কালের জন্য কুঠী বাঁস বেড়িয়া, নিশ্চিন্দিপুর ও খাল বোয়ালিয়াতে গিয়াছিলেন তাঁহাদের নিকট মফঃসলের বৃত্তান্ত যে রূপ অবগত হইলাম তাঁহাতে আমরা মফঃসলে গেলে কোন নূতন কথা শুনিতে পাইব এমন বোধ হইল না বিশেষ সেই সময়ে মজুর লোকেরা কুঠীওয়ালাদিগের নিকট অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর অধিক মজুরি চাহিতে ছিল আমরা মফঃসল গেলে পরে আরো অধিক চাহিবার সম্ভব, এবং যে সকল জমীদারদিগের জবানবন্দী লইতে বাকী ছিল তাহাদিগের আমাদিগের সহিত মফঃসলে যাইতে হইলে অনেক কষ্ট পাইতে হইত আর আমাদেরও মফঃসলে গেলে স্থানাভাবে নীলকুঠীতে থাকিতে হইত তাহাতে প্রজারা আমাদিগের উপর বিরক্ত হইবার সম্ভব, এই সমুদয় কারণ জন্য আমরা সকলে একত্র হইয়া মফঃসলে যাই নাই।

১১ দফা। অনেক কুঠির খাতা বহি প্রভৃতি আমাদের নিকট দাখিল হইয়াছিল এবং খোলা আদালতের ঘরে

আমরা বৈঠক করিতাম সে স্থানে সকলে আসিতে ক্ষমবান ছিল এবং প্রত্যহ অত্যন্ত ভিঁড় হইত।

১২ দফা। যে সকল শাক্ষিরা ইংরাজীতে জবানবন্দী দেয় নাই তাহাদের এই কমিসানের সভাপতী অথবা পাদ্‌রী সেল সাহেব অথবা চন্দ্রমোহন বাবু বাঙ্গালা ভাষাতে সওয়াল করিতেন এবং তাহার জবাব তৎক্ষণাৎ ইংরাজীতে তরজমা হইয়া কেরানির দ্বারা লিখিত হইত—বাঙ্গালা হইতে ইংরাজী তরজমা সভাপতির দ্বারা হইত, এবং বক্রী দুই জন কমিস্যনর সাহেবদিগের তাহা বুঝিতে কখন কোন ব্যাঘাত হয় নাই।

১৩ দফা। এই প্রকারে ভারতবর্ষের এই অর্থাৎ পূর্ব্ব খণ্ডে কি প্রনালিতে নীলের চাস আবাদ হয়, নীলকরের সহিত জমীদার ও প্রজার কি সম্বন্ধ আছে, এই দেশস্থ ছোট বড় লোকেদের নীলের প্রতি কি শ্রদ্ধা ও অভিপ্রায়, নীলের চাসে প্রজাদিগের লাভ কি নোকসান হয়, আফিমের চাস এবং অন্যান্য সকল ফসলের চাষ কি প্রকারে হয়, পুলিশ এবং অন্যান্য আমলার চরিত্র কি, ভুমি সংক্রান্ত খাজানা এবং ভুমি ক্রয় বিক্রয় কি রূপে হয় আইন সকল কি প্রকার চলিত আছে, এবং দেশের কি অবস্থা এবং প্রজাদিগের শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি হইতেছে কি না— এই সকল বিষয়ে অনেক জবানবন্দী পাওয়া গিয়াছে।

১৪ দফা।—ইহা কখনো ভরসা করা যায় নাই যে সমুদয় সাক্ষির জবানবন্দী সকল বিষয়ে ঐক্য হইবে, কিন্তু এমন কোন জবানবন্দী নাই যাহাতে কোন দরকারী বিশেষ কথা প্রকাশ হয় নাই—সে যাহা হউক নীচের লিখিত মহাশয় ব্যক্তিদিগের জবানবন্দী আমরা বিশেষ মনোযোগের সহিত গ্রহণ করিয়াছি যে হেতুক তাহাতে অনেক বড় মূল্য সংবাদ প্রকাশ হইয়াছে—নীলকরের আপন জমীতে নীলের চাষের বিষয়ে রোজ ও সেজ ও সয়ার্শ সাহেবানের জবানবন্দী—রাইয়তের দ্বারা নীলের চাসের বিষয়ে পারদর্শি লারমেরি ও ফারলং ও নন্দনপুরের সিবগু নীলকর সাহেবানের জবানবন্দী——নীল কুঠির মূল; অর্থাৎ কি প্রকারে নীলকুঠি সকল বিক্রয় ও হস্তান্তর হয় এবং তিরহুটে কি প্রকারে নীলের চাস আবাদ হয় এই বিষয়ে মোরেন সাহেবের ও উক্ত জিলার মাজিষ্ট্র এবং

কালেক্টর ডেম্পিয়ার সাহেবের জবানবন্দী———পশ্চিম এবং আলাহাবাদ অঞ্চলে যে প্রকারে নীল আবাদ হয় তদ্বিষয়ে সণ্ডার সাহেবের জবানবন্দী—বারাসত অঞ্চলে কি প্রকারে নীলের চাস হয় এবং কি কারণে প্রজারা বর্ত্তমান সনে নীল আবাদ করিতে অনিচ্ছুক হইয়াছে তদ্বিষয়ের বারাসতের পূর্ব্ব মাজিষ্ট্রেট মান্যবর ইডেন সাহেবের জবানবন্দী——নীলকরের অত্যাচার যাহা তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন এবং অতি অপক্ষপাতি ও উত্তমরূপে বর্ণনা করিয়াছেন তদ্বিষয়ে কাপাসডাঙ্গার গিরজার শ্রীযুত পাদরী স্থর সাহেবের জবানবন্দী——বাঙ্গালা ভাষায় খবরের কাগজ প্রচারের বিষয়ে শ্রীযুত পাদরী লং সাহেবের জবানবন্দী——সাহেবানেরা আপন ধন ব্যয় করিয়া ও নিজে পরিশ্রম করিয়া এদেশের কত উন্নতি বৃদ্ধি ও প্রজাদিগকে সুখি রাখিতে পারেন তৎসম্বন্ধে মোরেলগঞ্জের মোরেল সাহেব—১৫ বৎসর আগে কি প্রকারে যশোহর-প্রদেশে নীল আবাদ হইত এবং বর্ত্তমান সময়ে কি প্রকারে খাজানা আদায় হয় তদ্বিষয়ে সুন্দরবনের কমিস্যানর রিলি সাহেব—আফিমের চাষের বিষয়ে গয়ার আফিমের এজেন্ট হলিং সাহেবের জবানবন্দী—জেলা নদীয়ার বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় হারসেল সাহেব———নীলের চাষ আবাদ করিতে কি জন্যে প্রজারা বিরূপ হইয়াছে এবং কি কারণে ভূম্যধিকারীরা তাহাদের ভূমি নীলকরদিগকে পত্তনি ও ইজারা দেয় তদ্বিষয়ে জমীদারান মুনসি লতাফত হোসেন, রানাঘাটের বাবু শ্রীগোপাল পালচৌধুরী, বীরনগরের বাবুসম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরিরায়, বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর যিনি অত্যন্ত ক্ষমতাপন্ন ও বিদ্যান উকীল ছিলেন এবং ইদানিং ব্যবস্থাপক কৌন্সেলে নিযুক্ত আছেন, যশোহরের জমীদার বাবু হরনাথ রায়, হুগলি জেলার উত্তর পাড়ার বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়দিগের জবানবন্দী এবং তদ্পরে হাসিয়ার লিখিত প্রজা ও গাতিদার প্রভৃতির জবানবন্দী যাহাতে তাহারা কি জন্যে নীলকরের বিরুদ্ধ হইয়াছে এবং কি ২ প্রকারে অত্যাচারগ্রস্থ হইয়াছে প্রকাশ করিয়াছে; এই সকল জবানবন্দী আমরা পছন্দ করিয়া পাঠ করিয়াছি কারণ সাক্ষিরা উত্তমরূপে

এবং বুদ্ধির সহিত আমাদের জিজ্ঞাস্য বিষয়ে উত্তর করিয়াছে এবং যথার্থ সত্য কথা কহিয়াছে।

১৫ দফা। নীল কি প্রকারে তৈয়ার হয় তদ্বিষয়ে আমাদের অভিপ্রায় প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে উভয় পক্ষের অর্থাৎ নীলকরের পক্ষ ও তাহাদের বিপক্ষ লোকেরা যে২ প্রকার তর্ক করিয়াছে তাহা ব্যক্ত করা কর্ত্তব্য হয়।

১৬ দফা। প্রথমতঃ—নীলকরের বিপক্ষ বাদিরা কহে যে প্রজারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দাদন লয় না—বলপূর্ব্বক তাহাদের উপর দাদন গছাইয়া দেয়, প্রথম দুই এক বৎসর পরে প্রজারা দাদনের টাকা কিছুই পায় না এবং যদ্যপি ও পায় তবে সে অতি অল্প পরিমানে পায় কিন্তু তথাপি ও প্রতি বৎসর তাহাদের নীলের জন্য চাষ ও বুনানি ও নিড়ানি ও কাটানি এবং ঢোলাই করিতে হয় এবং এই সকল কর্ম্ম এমন সময়ে করিতে হয় যৎকালে স্বাধিন থাকিলে তাহারা নীল হইতে অধিক লাভের ফসলের চাস করিতে পারে, প্রজারা যে সকল উত্তম উর্ব্বরা জমী ধান এবং অন্যান্য লাভের ফসলের জন্য অত্যন্ত পরিশ্রম দ্বারা চাস করিয়া আবাদের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে অথবা তাহাদের অন্য উৎকৃষ্ট জমি এমন সকল জমি নীলকরেরা বলপূর্ব্বক নীলের জন্য মারকা দেয়—এবং মধ্যে২ যে সকল জমিতে অন্যান্য ফসলের বিচ ছড়ান হইয়াছে তাহা নাঙ্গল দিয়া নষ্ট করিয়া নীলের বিচ রোপন করে এই কারণের জন্য নীলের চাষের প্রতি প্রজাদিগের বিরক্ত জন্মে বিশেষ নীল পাত সকল বৎসরে সমান জন্মেনা তাহাতে নীলকরেরা প্রজাদিগের যথার্থ পাওনা না দেওয়াতে তাহাদের হিসাবে প্রজাদিগের অধিক দেনা হয় এবং তজ্জন্য এক ব্যক্তি এক বৎসর নীল করিতে স্বীকার হইয়া দাদন গ্রহণ করিলে কুঠির দেনা হইতে পুরুষানুক্রমে মুক্ত হইতে পারে না অর্থাৎ পিতায় দাদন লইলে অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্রেরা ও সে ঋণ পরিশোধ করিতে পারে না—এবং যদ্যপি ও কোন ব্যক্তি কোন উপায়ের দ্বারা দাদনের ঋণ পরিশোধ করিতে চেষ্টা করে তাহা হইলে নীলকরেরা তাহাকে ও তাহার পরিবারদিগকে তাহা করিতে দেয় না—এই বলপূর্ব্বক দাদন দেওয়া ও কুঠির ঋণ হইতে মুক্ত হইতে না দেওয়ার উপরে ও অধিকন্তু

কুঠির আমলারা নানা প্রকার অত্যাচার করিয়া প্রজারা যে কিছু টাকা পায় তাহা হইতে ভাগ লয় এবং কুঠির ছোট ও নীচ চাকরেরা প্রজাদিগের নিকট হইতে টাকা আদায় করিবার জন্য বলপূর্ব্বক এবং বিনা মূল্যে প্রজাদিগের বাঁস ও খড় ও বাগানের ফল অপহরণ করে, নাঙ্গলের বেগার ধরে এবং প্রজার গরুতে নীল তছ্রুপ করিয়াছে এই অছিলা করিয়া জরীমানা করে—প্রজারা নীলকরের অবাধ্য না হয় তজ্জন্য তাহাদের উপর বিপুল অত্যাচার ঘটনা হয় এবং এমন২ ঘটনা হইয়াছে যাহাতে ঐ অভিপ্রায়ে নীলকর এবং তাহার চাকরেরা প্রজার ঘর জ্বালাইয়া দিয়াছে ভিটা মাটি উচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে, হাট বাজার লুটিয়া লইয়াছে, ভদ্রাভদ্র লোকদিগকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া গুম করিয়াছে, এবং তাহাদের মাসাবধি অন্ধকার ঘরে লুকাইয়া রাখিয়াছে, এবং পুলিসের ভয়ে এক কুঠী হইতে অন্য কুঠীতে এই প্রকারে নানা স্থানে লইয়া বেড়াইয়াছে, এবং মধ্যে২ দিন দুই প্রহরে এবং প্রকাশ্য রূপে প্রজাদিগের স্ত্রীলোকের আব্রু ও জাতী নষ্ট করিয়াছে—এই সকল কারণের জন্য সাহেবদিগের প্রতি রাইয়তের ঘৃণা জন্মিয়াছে—তদ্ভিন্ন নীলকরেরা জমিদারদিগের জমিদারির উপর হস্তক্ষেপণ করেন এবং তজ্জন্য প্রকাণ্ড দাঙ্গা হেঙ্গামা ও সর্ব্বদা বিবাদ ঘটিয়া আদালত ও ফৌজদারীতে অসংখ্য মোকদ্দমা ও নালিশ উপস্থিত হইবার কারণ হয়—বেএলাকার প্রজার উপর অত্যাচার করিয়া অথবা অন্য কোন তুচ্ছ অছিলায় জমীদারদিগের সহিত নীলকরেরা বিবাদ করিতে প্রস্তুত হয়—শুদ্ধ জমিদারের নিকট হইতে তাহার বিষয় পত্তনি বা ইজারা পাইবার মানষে এই সকল ভাক্তজনক বিবাদ উপস্থিত করেন কারণ নীলকরেরা জানেন যে নীল আবাদ করনীয় চাষি প্রজাদিগের উপর তাহাদের জমিদারী ক্ষমতা না থাকিলে এক দিনের জন্যে ও এত নীল করিতে পারে না——এ দেশস্থ পুলিশ অর্থাৎ ফৌজদারী থানার আমলারা অকর্ম্মনীয়, অত্যাচারগ্রস্থ ব্যক্তিদিগকে অত্যাচার হইতে তাহারা রক্ষা করিতে পারে না অথবা করে না এবং জিলার মেজেষ্টর ও জজ্ প্রভৃতি হাকীমান সাহেবেরা নীলকর ও বাঙ্গালীর মধ্যে মোকদ্দমা উপস্থিত

হইলে দোষ গুণ বিচার না করিয়া নীলকরের পক্ষে পক্ষপাত করেন অর্থাৎ নীলকরে দোষ করিলে সে শাস্তা পায় না কিন্তু সে ব্যক্তি যদি কোন বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে নালিশ করে তবে বাঙ্গালিকে শাস্তি দিবার জন্য বহুবিধ উপায় চেষ্টা করেন ——কাজে২ জমিদারেরা নীলকর সাহেবের সহিত বিবাদে পরাস্ত হইয়া তাহাদের জমিদারী ইজারা ও পত্তনি দিতে বাধ্য হইয়াছে কখন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দেয় না—এবং এই জন্যে এই দেশের অধিকাংশ জমিদারী সাহেবদিগের হস্তগত হইয়াছে—যে সকল প্রজারা এই লভ্যহীন নীলের চাষে প্রবর্ত্ত আছে তাহাদের অবস্থা হইতে যে সকল স্থানে নীলের চাষ নাই সে সকল প্রজাদিগের অবস্থা উত্তম আছে——বঙ্গদেশের প্রজাদিগের অত্যন্ত সহ্য ও ধৈর্য্য গুণ, তাহারা বহু কাল পর্য্যন্ত এই সকল অত্যাচার নিস্তব্ধে সহ্য করিয়া আসিয়াছে কিন্তু ক্রমশ অত্যাচার বৃদ্ধি হওয়াতে তাহারা আর সহ্য করিতে না পারিয়া বর্ত্তমান বৎসরে এক কালে প্রকাশ্যরূপে নীলকরের বিরুদ্ধ আচরণ করিতে প্রবর্ত্ত হইয়াছে——এই সকল অত্যাচারের কথা এবং প্রজারা যে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নীল করে না তাহা জেলার হাকীমানেরা, অপরাপর সাহেবানেরা ও বাঙ্গালি ভদ্র ও বিদ্যান ব্যক্তিরা অবগত ছিলেন এবং এ বিষয় মধ্যে২ গবর্ণমেন্টকে ও তাহারা পত্রের দ্বারা জ্ঞাত করিয়াছেন, আর তাহারা কহে যে যদ্যপি জমীদারদিগের ইজারা পত্তনি দেওয়া না দেওয়া এবং প্রজাদিগের দাদন লওয়া না লওয়া আপন২ স্বেচ্ছাধীন হইত তবে যে তারিখ হইতে তাহারা স্বেচ্ছাধীনরূপে কর্ম্ম করিতে ক্ষমবান হইত সেই তারিখ হইতে নীলের চাষ অনেক কম হইত——অতএব উপরোক্ত কারণ জন্য বর্ত্তমান নীলচাসের প্রথা ধর্ম্ম বিরুদ্ধ লাভ ও কর্ম্মের হানিকর এবং অত্যন্ত অপকৃষ্ট বলিতে হইবে।

১৭ দফা। উপরের অর্থাৎ ১৬ দফায় নীলকরের বিপক্ষ লোকেরা যে প্রকার তর্ক করেন তাহা লেখা হইল এই দফাতে তাহাদের পক্ষলোকেরা যে সকল হেতুবাদে তর্ক করেন তাহা লিখিতে হইবে——নীলকর এবং তাহার বন্ধুরা কহেন যে নীলকর সাহেবেরা জমিদার হইয়া প্রজার প্রতি যে ক্ষমতা প্রকাশ করেন তাহা বাঙ্গালি জমিদার হইতে, অনেক নরম

ও ঠাণ্ডা——সাহেবেরা সুদ্ধ নীল আবাদের সুবিধার জন্য জমীদারী ক্রয় করে, জমীদার হইবার জন্যে নহে—নীলকরেরা কহে যে প্রজারা তাহাদের নিকট স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দাদন গ্রহণ করে——এ অবস্থায় যদ্যপি নীলকরেরা নিশ্চয় জানিতে পারে যে প্রজারা দাদন লইয়া তাহাদের সহিত প্রবঞ্চনা না করিয়া যথার্থরূপে কর্ম্ম করিবে তাহা হইলে তাহাদের জমীদারী ইজারা অথবা পত্তনী লওয়ার কোন আবশ্যক নাই; কিন্তু তাহা হয় না যে হেতুক বাঙ্গালি জমীদারদিগের কুমন্ত্রনায় প্রজারা বশীভূত হইয়া তাহাদের নীল আবাদের প্রতি এত ব্যাঘাত ও হানি করে যে তাহারা কাযেই প্রজাদি-গের জমীদার হইয়া তাহাদের আপন কায়দায় রাখিতে বাধ্য হয়; জমীদারেরা ইহা জানিয়া নীলকরের সহিত প্রজার বিবাদ ঘটাইয়া দেয় কারণ জমীদারেরা বিলক্ষণ বুঝিতে পারে যে প্রজার সহিত এই প্রকার নীলকরের বিবাদ উপস্থিত হইলে নীলকর তাহাদের নিকট পরামর্শ ও শহায়তা যাচঞা করিতে আসিবে এবং অতিরিক্ত পন এবং পেস্‌গি দিয়া পত্তনি অথবা ইজারা লইতে স্বীকার করিবে——যদ্যপি ও সাহেবেরা ইহা অবগত আছে যে যে জমায় জমীদারের নিকট হইতে ইজারা পত্তনি লইবেন তাহা কোন প্রকারে প্রজাদিগের কাছে আদায় হইবে না তথাপি নীলের সুবিধার জন্য নোক্‌সান স্বীকার করিয়া তালুক করিতে বাধ্য হয়—নীলকরদিগের ধন বৃদ্ধি হওয়াতে তাহাদের প্রতি গবর্ণমেন্টের সিবিল কর্ম্মচারিদিগেয় হিংসা জন্মিয়াছে এবং তজ্জন্য তাঁহারা অর্থাৎ হাকীমান সাহেবেরা তাহাদের কর্ম্মের অনেক ক্ষতি করেন—তাহার কারণ এই যে নীলকর সাহেবেরা মফঃসলে উপস্থিত থাকাতে হাকীমানেরা যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারেন না, নীলকরদিগকে ভয় করিরা চলিতে হয় এই জন্য গবর্ণমেন্ট এবং তাহার কর্ম্মচারিরা নীলকরদিগকে সর্ব্বদা তচ্ছু তাচ্ছল্য করেন এবং তাহাদের এ দেশ হইতে তাড়াইয়া দিতে যত্নবান হএন—নীলকরদিগের বিরুদ্ধে এই সকল ব্যাঘাত থাকাতে ও তাহারা জমীদার ও নীলকর হওয়া বিধায় দেশের যে, উপকার হইয়াছে তাহা সকল লোকে স্বীকার করে—নীলকরেরজন্য প্রজাদিগের উপর

পুলিশ আমলা ও মহাজনেরা দৌরাত্ম ও জমীদারেরা বাজে আদায় করিতে পারে না——প্রজাদিগের প্রতি দাতব্যতা প্রকাশ করিয়া নীলকরেরা পাঠশালা ও ইস্কুল ও দাওয়াই-খানা স্থাপন করিয়াছে——যদ্যপি ও শত্রু পক্ষের লোকেরা কহে যে নীল আবাদ করিয়া প্রজাদিগের কিছু মাত্র লাভ হয় না বরং নোক্সান হয় সে কেবল রাইয়তের স্বভাব সিদ্ধ আলস্য প্রযুক্ত হয়, কারণ তাহারা পরিশ্রম করিতে চাহে না, সময় শীরে লাঙ্গল দেয় না ও নিড়ানি এবং অন্য২ আবশ্যকীয় কর্ম্ম করে না তদ্ভিন্ন এবং কখন বৎসরের দোষে নীল অজন্মা হইয়া প্রজাদিগের লোকসান হয়—বিশেষ সকল দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে কিন্তু দুভাগ্যক্রমে নীলপাতের দাম পূর্ব্ব অবস্থায় আছে—জমিদার তাহার প্রজাদের খাজানা বৃদ্ধি করিতেছে কিন্তু নীলকরের প্রজারা পূর্ব্বমত অল্প খাজানা আদায় করে, তদ্ভিন্ন প্রজাদিগের গরু মরিয়া গেলে নূতন গরু ক্রয় করিতে এবং ঘর জ্বলিয়া গেলে নূতন ঘর তুলিতে ও এই প্রকার দায়ের কালে নীলকরেরা প্রজাদিগকে বিনা সুদে টাকা ধার দেয়—— নীলকর যখন ঘোড়ায় চড়িয়া মাঠ দেখিতে গমন করে অথবা আপন বাটীতে কাছারী করে তখন ছোট বড় সকল প্রজারা তাহার সহিত দেখা ও কথোপকথন করিতে পারে এবং কাহারো কোন নালিশ থাকিলে বিনা খরচে শীঘ্র ও যথার্থ বিচার পাইয়া থাকে———নীলকরের পরিশ্রমের দ্বারা দেশের জঙ্গল পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে ও প্রজা বৃদ্ধি হইয়াছে এবং প্রজাদিগের পূর্ব্ব হইতে এইক্ষণে বড়২ বাটী ও ভাল কাপড় এবং অধিক গরু ইত্যাদি পশু হইয়াছে এই সকল কারণে প্রজাদিগের উন্নতি হইয়াছে এবং অপরাপর লোক সুখে ও নিরুদ্বেগে আছে—তবে নীলকরের যে কিঞ্চিৎ দোষ আছে বলিয়া লোকে কহে তাহা কেবল ঠেঁসায় পড়িয়া হইয়াছে, এদেশের পুলিশ আমলারা অসত ও আদালতের ঘর দূর, এবং আইনের প্রণালী বড় পেচাও এবং শীঘ্র বিচার সমাধা হয় না, জমিদারেরা পর ধন হরা এবং অত্যাচারি, এবং প্রজাদিগের প্রতি সাঁহেবেরা বহুবিধ অনুগ্রহ প্রকাশ করা স্বত্বে তাহারা ও অলস এবং অবিশ্বাসী ও পরিশ্রম করিতে নারাজ এবং তাঁহাদের আলস্য প্রযুক্ত সাহেবেরা নিজে

ঘোড়ায় চড়িয়া মাঠে২ বহুবিধ ক্লেশ করিয়া চাস আবাদ তদারক করিয়া থাকেন—যদ্যপিও ইতিপূর্ব্বে অত্যন্ত দাঙ্গা হেঙ্গামা সর্ব্বদা হইত কিন্তু তাহা এইক্ষণে অনেক কম হইয়াছে এবং কোন২ জেলায় এককালে ক্ষন্ত হইয়া গিয়াছে—কোন২ আদালতে প্রজা অথবা জমীদার কর্ত্তৃক নীলকরের বিরুদ্ধে নালিশ হওয়ার প্রথা এক কালে উঠিয়া গিয়াছে———নীলকরের মধ্যে যদ্যপি ও দুই এক জন ব্যক্তি কোন গর্হিত কর্ম্ম করিয়া থাকে তথাপি ইহা অবশ্যই কহিতে হইবে যে অধিকাংশ নীলকর বড় স্বাধীন এবং অনেক টাকা ব্যয় করে—তাহারা পাপ কর্ম্ম দমন করে ও সভ্যতা প্রচার করে—এবং তাহারা মফঃসলে থাকাতে রাজবিদ্রোহিতাচরণ ক্ষন্ত হইবে গবর্ণমেন্টর বল এবং দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইবে।

১৮ দফা।—উভয়পক্ষের কথা আমরা বিশেষ করিয়া উপরে লিখিলাম পরে এই দুই পক্ষের কথায় কতদুঃর বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য তাহা আমরা পশ্চাৎ লিখিলাম।

১৯ দফা।—সম্প্রতি এই স্থলে শ্রীযুত গবর্নর সাহেবের জ্ঞাতার্থে নীলের আবাদ কি২ প্রকারে হয় তাহা লিখিলাম।

২০ দফা।—নীল দুই প্রকারে আবাদ হয়, নিজ আবাদ ও রাইয়তী—যে সকল জমিতে কুঠির দখলী স্বত্ব আছে সেই সকল জমিতে কুঠির নিজ লাঙ্গল ও গরু ও চাকরানের দ্বারা যে চাষ হয় তাহাকে নিজ আবাদ কহে—মধ্যে২ কুঠির লাঙ্গলে কর্ম্ম সমাধা না হইলে প্রজাদিগের লাঙ্গল ও মজুর বাজার দরে ভাড়া করিয়া আনিয়া থাকে——নিজ আবাদ দুই প্রকার জমীতে হইয়া থাকে, চরের জমি ও উঁচা ভিটা জমি৷

২১ দফা।—রাইয়তী চাষে প্রজারা কুঠি হইতে দাদন লইয়া আপন২ জমিতে ও আপন২ খরচে নীল আবাদ করে—রাইয়তী চাষের মধ্যে ও দুই প্রকার আছে তর্থাৎ এলাকা ও বেএলাকা।

২২ দফা।—নিজ আবাদ ওরাই য়তি চাষের পরিমাণ সকল কুঠিতে সমান নহে—আমরা ঠিক করিয়াছি যে কোন২ কুঠিতে ২০০০ বিঘা নিজ আবাদ কিন্তু ১০০০০। ১২০০০ বিঘা রাইয়তী এবং কোন২ কুঠিতে ১২ আনা জমি নিজ

আবাদে চলে—এমন কুঠিও আছে যাহাতে রাইয়তী ও দাদনী চাষ এককালে নাই সুদ্ধ নিজ আবাদে নীল জন্মে।

২৩ দফা।—নিজ আবাদ চাষ করিতে গেলে যে জমিতে নিজ আবাদ করিতে হইবে তাহা কুঠির নিজ দখলে থাকা আবশ্যক, এবং জমী নিজ দখলে রাখার নানা উপায় আছে যথা জমিদারের নিকটে মৌরুসি অথবা মেয়াদি পাট্টা দ্বারা জমি লওয়া যাইতে পারে, কিম্বা জমিদারি স্বত্ব ক্রয় করিলে তালু-কের খাস ও লোকসান জমি পাওয়া যায় অথবা প্রজার নিকট তাহার জোত জমা ভাড়া বা খরীদ করা যায়—পুষ্করণীর পাড় ও যে সমস্ত নদীর ধার বন্যায় ডুবে না এবং প্রজার পলাতকা ভিটা জমী, এই সকল স্থানে নিজ আবাদ হয়, কিন্তু বড় নদীর ধারে অথবা তাহার মধ্যস্থলে যে প্রকাণ্ড পয়স্তী চড়া থাকে তাহাতেই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম নিজ আবাদ চলে—নদীয়াজেলায় এবং বাঙ্গালার উত্তর পূর্ব্ব প্রদেশে বড় নদীতে বড়২ চড়া আছে।

২৪ দফা। যে কুঠিতে যথেষ্ট বলদ ও লাঙ্গল ও বুনা মজুরের সংগ্রহ আছে তথায় নিজ আবাদ চাষ স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহ হয়—কার্ত্তিক মাসে নদীর জল নাবিয়া গেলে ভিজা ও নরম চরের পলি মাটিতে মজুরেরা হাতে করিয়া বিচ্ ছড়াইয়া দেয়, এবং তাহাতে চারা একবার বাহির হইলে কাটার সময় পর্য্যন্ত কোন যত্ন এবং কারকীত আবশ্যক করে না—এই প্রকার চাষকে ছিটানি বলিয়া থাকে—কুঠির নিজের বলদ লাঙ্গল ও মজুর না থাকিলে ভাড়া করিয়া লইতে হয় এবং তজ্জন্য প্রজা-দিগের সহিত কখনো২ বিবাদ উপস্থিত হয়, কিন্তু চৈত্র মাসের বুনানির সময় প্রজারা আপন২ চাষের হানি করিয়া নীলকরকে লাঙ্গল দিতে যে রূপ নারাজ হয় কার্ত্তিকমাসে তদ্রূপ অনিচ্ছুক হয় না—কার্ত্তিক মাসে প্রজারা খন্দের ও ধানের চাষ করে।

২৫ দফা। লাঙ্গল ভাড়া লওয়া ভিন্ন নিজ আবাদ চাসে আর কোন আপত্ত জন্মে না—জমি অথবা জমির সীমানা লইয়া যে কিছু বিবাদ উপস্থিত হয় তাহা নীলের সহিত সম্পর্ক রাখে না—এই নিজ আবাদ চাসে দাদন দেওয়া লওয়ার প্রথা নাই এবং প্রজাদিগের চাষ কর্ম্ম তদারক করিবার আবশ্যক

করে না—এবং এই চাষে ফসল কম হউক বা বেসি হউক তাহার লাভ নোকসানে নীলকর ভিন্ন প্রজার কোন সম্বন্ধ নাই।

২৬ দফা।—রাইয়তি চাষে সর্ব্বদা বিবাদ হয় বিধায় তাহা পরিত্যাগ করিয়া এই বিবাদ শুন্য নিজ আবাদ চাস সকল নীলকরকে করিতে আমরা অনুরোধ করিতাম কিন্তু নীচের লিখিত কারণ জন্য তাহা হইতে পারে না।

২৭ দফা।—বারাশত নদীয়া ও যশোহর প্রভৃতি জেলায় অধিক লোকের বসতি আছে তজ্জন্য এই সকল স্থানে অধিক পতিত জমী পাওয়ার সম্ভব নহে—যে সকল চড়া আছে তাহার মালিক আছে কাজেই তাহা পাওয়া কঠিন এবং উচ্চ জমী এক চাদরে না পাইলে তাহাতে আপন লাঙ্গল দ্বারা চাষ করিতে হইলে লাভ হয় না—বহুকালের চেষ্টায় এক জন নীলকর গ্রামের চতুস্পার্শে অনেক জমী নিজ আবাদের জন্য ক্রয় করিতে পারে কিন্তু যদ্যপি ১০,০০০ কি ১২,০০০ বিঘা জমী এক চাদরে না হইয়া স্বতন্ত্র খণ্ড অর্থাৎ এক মাঠে ১০ অন্য মাঠে ৫০ উত্তরে ১০০ পুর্ব্ব দিগে ৫০০ এই প্রকার স্থানে২ বিস্তীর্ণ হইয়া থাকে তবে তাহাতে চৈত্র মাসে নিজ আবাদ বুনানি করা অসাধ্য হয়, কারণ বৃষ্টি সকল সময়ে হয় না এবং উপযুক্ত বৃষ্টি হইলে পর তাহার তিন চারি দিবসের মধ্যে বুনানি সমাধা না করিলে নয়, কিন্তু এই অল্প কালের মধ্যে ১০ । ১২ হাজার বিঘা খণ্ড জমীর বুনানি শেষ করিতে যে পরিমাণে লাঙ্গল গরু ও মজুর আবশ্যক হয় তাহা এক ব্যক্তির থাকা সম্ভব নহে, প্রজারা আপন২ জমী আবাদ করে, অবগত হওয়া গিয়াছে যে মোলাহাটি কানসারণে দুই তিন বৃষ্টিতে এই প্রকারে ২৫ হাজার বিঘা জমী বুনানি হইয়া যায়——ত্রিহুট অঞ্চলে সীতকালে সমুদয় মাটি নরম ও চাসের উপযুক্ত থাকে এই জন্যে তথায় বৃষ্টি না হইলে ও ফাল্গুণ চৈত্র মাসে অনায়াসে বুনানি করিতে পারে বরং সে সময় বৃষ্টি হইলে চারার প্রতি ব্যাঘাত হয়——পশ্চিম অঞ্চলে বৃষ্টির আবশ্যক রাখে না যে হেতুক তাহারা মাঠে ঢেঁচা জল আনিতে পারে।

২৮ দফা।—আমরা অবগত হইয়াছি যে ১০ । ১২

হাজার বিঘা জমীর চাস আবাদ ও তাহাতে যে নীলের গাচ হয় তাহার নীল তৈয়ারিতে ৫০।৬০ হাজার টাকা ব্যয় হইয়া প্রায় দুই লক্ষ টাকার মাল জন্মে।

২৮ দফা।—নীল কাটা হইয়াগেলে পর সেই সকল জমীতে যদ্যপি খন্দ বুনানি না হয় তবে নিজ আবাদের সকল খরচ মায় জমির খাজানা নীলের উপর পড়তা হয়—কিন্তু প্রজারা খন্দ বুনানি করিলে তাহারা জমির খাজানার ভাগ দেয়।

৩০ দফা।—জেলা বর্দ্ধমানের কালনার কুঠী ও মুরসিদাবাদের রামনগরের কুঠীতে যে পরিমাণে নিজ আবাদের চাস আছে অন্য স্থানে তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই—বাঙ্গালা প্রদেশের পূর্ব্ব অঞ্চলে জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া যত ইচ্ছা জমী পাওয়া যাইতে পারে কিন্তু মজুরের অভাবে সে সকল স্থানে নিজ আবাদের সুবিদা হয় না।

৩১ দফা।—নিজ আবাদের বিষয় উপরে লিখিত হইল এইক্ষণে রাইয়তি চাসের বিষয় বিচার করিতে হইবে—বাঙ্গালাদেশে খোদখাস্তা ও পাইখাস্তা এই দুই প্রকার প্রজা আছে—নীল চাষ করিবার জন্য প্রজারা ১ বৎসর বা ৩ ও ৫ অথবা ১০ বৎসরের জন্যে চুক্তি করে—কুঠীর লোকেরা যে জমী পছন্দ করিবে সেই জমিতে চাস প্রস্তুত করিয়া নীল বিচ বুনানি করিয়া দিবে ও নীলের চারা বাহির হইলে সেই জমী নিড়ানি ও নীলের গাছ কাটিয়া কুঠীতে ঢোলাই করিয়া দেওন জন্য ফি বিঘাতে ২ টাকার হিসাবে আক্‌টোবর ও নবেম্বর মাসে প্রজারা দাদন লইয়া থাকে—প্রজারা কুঠিতে নীলের গাচ লইয়া গেলে কতকগুলী গাচ একত্র করিয়া ৪ হাত লম্বা এক সিকলের দ্বারা মাপ হইয়া থাকে, তাহাকে বাণ্ডিল বলে এবং প্রত্যেক প্রজা এই মাপে কত বাণ্ডিল দাখিল করিলেক তাহার এক রসীদ পায়—নীল তৈয়ারী সমাপ্ত হইলে পর আগষ্ট অথবা সেপ্তেম্বর মাসে কুঠীতে হিসাব তৈয়ার হইলে আক্‌টোবর মাসে প্রজারা কুঠীতে উপস্থিত হইয়া দেনা পাওয়ানা মোকাবেলা করিয়া নিষ্পত্ত করে—২ টাকার হিসাবে প্রজা যত টাকা দাদন পায় তাহা ও যে ইষ্টাম্প কাগজে চুক্তিনামা লেখা হয় তাহার মূল্য এবং ফি বিঘায় ।০ চারি আনা

হিসাবে নীল বিচের দাম, ও মাঠ হইতে কুঠিতে নীল ঢোলাই করিতে যে গাড়ি ভাড়া ব্যয় হয় তাহা এবং প্রজার পূর্ব্ব বৎসরের যে টাকা লহনা বাকী এই সকল একত্র করিয়া প্রজার নামে খরচ লেখা যায়—এবং প্রজা যে কয় বাণ্ডিল নীল পাত দাখিল করিয়া থাকে তাহা হিসাব করিয়া সেই মূল্য তাহার নামে জমা হয়—এই জমা খরচ মিলাইয়া যদ্যপি প্রজার ফাজিল পাওয়ানা হয় তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে নগদ টাকা দেওয়া হয়, কিন্তু প্রজা হিসাবে দেনদার হইলে আগামী বৎসরের চাসের জন্য যে আগম দাদন পাইবে তাহা তাহার দেনা হইতে পরিশোধ হয় যথা পাচ বিঘার চাষ থাকিলে যদ্যপি প্রজা ৪ টাকা দেনদার হয় তবে তবে সে বৎসর সে ব্যক্তি ৬ ছয় টাকার অধিক পায় না—— যে প্রজার হিসাবে অধিক দেনা থাকে সে ব্যক্তি নূতন দাদন স্বরূপ টাকা পায় না কিন্তু কখন২ নীলকরেরা এমন দায়গ্রস্থ প্রজার প্রতি কৃপা করিয়া স্বতন্ত্র কর্জ্জ বাবদে কিছু টাকা দেয় অথবা তাহার দেনার কিয়দংশ অথবা সমুচয় মাফ করে —কোন২ স্থানে নীলকর সাহেবেরদের মেজাজের বিভিন্নতায় উপরোক্ত প্রথার কিছু ইতর বিশেষ হয় কিন্তু প্রায় সকল স্থানেই উল্লিখিত প্রণালিত রাইয়তি চাস চলিয়া থাকে—— গড় পড়তা হিসাবে ১ বিঘা জমীতে ১০। ১২ বাণ্ডিল নীল জন্মে এবং এক হাজার বাণ্ডিলে ৫ পাচ মোন মাল হয়।

৩২ দফা।—কোন২ সাক্ষির জবানবন্দীতে প্রকাশ হইয়াছে যে সখের দাদন নামক নীল আবাদের আর এক প্রকার প্রথা আছে—এই প্রথানুসারে প্রজাতে দাদন পায় কিন্তু বিচের দাম ও কাটাই ও ঢোলাই খরচ তাহাকে দিতে হয় না—— প্রজা কেবল মাত্র চাস ও বুনানি করিয়া দেয় এবং ফি টাকায় ৪ অথবা ৬ বাণ্ডিল পাতির হিসাবে মজুরা পায়——তদ্‌ভিন্ন আর এক প্রকার আছে যাহাতে প্রজা এক কালে দাদন লয় না কিন্তু কুঠি হইতে বিঘায় ।০ চারি আনা হিসাবে নীলের কিচ ক্রয় করিয়া লইয়া যায় এবং আপন খরচে চাস আবাদ করে— কিন্তু এই দুই প্রথা অতি অল্প পরিমাণে চলিত আছে।

৩৩ দফা।—সাক্ষিদিগের জবানবন্দীতে ইহাও প্রকাশ হইয়াছে যে রঙ্গপুর জেলাতে প্রজারা অন্যান্য বাণিজ্য ও চাসের

ন্যায় নীল পাত জন্মাইয়া পূর্ব্বে কুঠির সহিত কোণ চুক্তি না করিয়া বাজার দামে পাতি কুঠিতে বিক্রয় করে—এই প্রকারে লক্ষ২ বাণ্ডিল নীল ৪ বাণ্ডিলের হিসাবে প্রতি বৎসর বিক্রয় হয়—এস্থলে দাদন দেওয়ার সুবিদা নাই কারণ এক প্রজা এক কুঠির দাদন লইয়া নীলপাত তৈয়ার হইলে পর অন্য কুঠিতে অনায়াসে বিক্রয় করিতে পারে।

৩৪ দফা।—ত্রিহট্ট অঞ্চলে স্বতন্ত্র প্রথায় নীলের চাস আবাদ হয়—এ প্রদেশের তিন বিঘা জমীতে তথাকার এক বিঘা মাপ হয় এবং প্রজারা ঐ মাপের প্রত্যেক বিঘা জমীতে নীলআবাদ করিবার জন্য ৩ তিন টাকা করিয়া দাদন পায় তন্মধ্যে বরিষা কালে দুই টাকা এবং বুনানির সময় এক টাকা পায়—বঙ্গদেশের ন্যায় ত্রিহট্টে কুঠির লোকেরা জমী পছন্দ ও চাষ তদারক করিয়া লইয়া থাকে, কিন্তু প্রজারা এখানে দাদনের হিসাবে যে প্রকার কুঠির খাতায় ঋণগ্রস্থ হয় তথায় তাহা হয় না—ত্রিহট্টে প্রত্যেক প্রজার মোট ফসলের উপরে দাম ধার্য্য হয়—যদাপি বিচ বুনা হইলে পর এক কালে অজন্মা হয় তবে প্রজা তাহার মেহনতের দাম ও জমির খাজানা-স্বরূপ আর এক টাকা পায় কিন্তু ফসল হইলে দাদন ভিন্ন মোট তিন টাকা ছয় আনার অধিক পায় না অতএব ইহার দ্বারা বোধ হইতেছে যে ত্রিহট্টের প্রজারা কোন প্রকারে কুঠির হিসাবে ঋণ গ্রস্থ হয় না কারণ প্রজার জমীতে একটি নীলের গাচ না হইলে ও ৪ টাকার কম পায় না কিন্তু উৎকৃষ্ট ফসল হইলে ৬৸৵ ছয় টাকা দশ আনার অধিক পায় না—আমরা জ্ঞাত হইলাম যে এবৎসর সে দেশে কুঠিওয়ালারা নীলপাতের দাম বৃদ্ধি করিয়াছেন।

* ৩৫ দফা।—আলাহাবাদ এবং উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে যে প্রকারে নীলের চাষ হব তাহা সণ্ডর্স সাহেবের জবানবন্দীতে বিলক্ষণরূপে ব্যক্ত হইয়াছে—ইংরাজদিগের রাজ্য হইবায় পূর্ব্ব অবধি আলিগড় মথুরা এবং ফরাক্কাবাদ প্রভৃতি প্রদেশে নীল তৈয়ার হইত কিন্তু তাহাতে ভাল মাল জন্মিত না—জমীদার এবং ধনাড্য চাসি ব্যক্তিরা কুঠি হইতে নীলপাতের কন্ট্রাক্ট লইয়া আপনারা ছোট২ চাষার দ্বারা পাত জন্মাইয়া

কুঠিতে দাখিল করিয়া দিত ইহাতে কুঠিওয়ালাদিগের চাষ কিম্বা অন্যান্য বিষয় তদারক করিতে হইত না।

৩৬ দফা।—অতি সত্যবাদী সাক্ষিদিগের সাক্ষ বাক্যের প্রতি নির্ভর করিয়া ভারতবর্ষে যে কয় প্রকারে নীলের চাষ আবাদ হয় তাহা আমরা লিখিলাম।

৩৭ দফা।—এই তদারক সম্বন্ধে নানা ব্যক্তিরদাখিলি যে সকল দলীল পাওয়া গিয়াছে তন্মধ্যে কয়েকখানা গবরনর সাহেবের পাঠার্থে দাখিল করিতেছি।

৩৮ দফা।—সাক্ষিদিগের জবানবন্দী ও দলীল দৃষ্টে যে সকল বিষয়ের উপর বিবেচনা করিয়া আমাদের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে হইবে তাহা নীচের লিখিত তিন ভাগে বিভক্ত করিলাম।

১ প্রথম নীলকর এবং তাহারা যে প্রথায় নীল তৈয়ার করেন সেই প্রথার প্রতি যে সকল তহমৎ দেওয়া হইয়াছে তাহা সত্য কি মিথ্যা—

২ দ্বিতীয়। নীলকর এবং প্রজার যে বর্ত্তমান সম্বন্ধ আছে তাহা নীলকুঠির অধ্যক্ষদিগের দ্বারা যে প্রকারে পরিবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য—

তৃতীয়। গবর্ণমেন্টের কর্ম্মচারিদিগের দ্বারা আইন ও রাজসাষনের যে কিছু নিয়ম পরিবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য—

৩৯ দফা।—উক্ত তিন বিষয়ের মধ্যে নীলকরদিগের চরিত্রের কথা আমরা প্রথমে বিবেচনা করিব কিন্তু আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত দেখিতেছি যে নীলকর এবং তাহার বিপক্ষ দলেরা উভয়ে অনর্থক রাগান্ধ হইয়াছেন এবং উভয়কে উভয় মন্দ কহিয়াছেন—এস্থলে আমরা এই ভরসা করি যে আমাদের পরিশ্রমের দ্বারা উভয়ের আপত্ত মীমাংশা হইলে ইংরাজ ও বাঙ্গালির মধ্যে জাত্যাভিমানের কারণে যে বিপুল বিবাদ ঘটনা হইয়া থাকে তাহার অনেক হ্রাষ হইবে—৩৮ দফার প্রস্তাব আমরা তিন ভাগ করিয়াছি তাহার প্রথম ভাগ অর্থাৎ নীলকরের উপর যে তহমত হইয়াছে তাহার সত্যাসত্যের বিষয় বিবেচনা করিতে নীচের লিখিত কয়েক বিষয় বিবেচনা করিতে হইবেক।

১ প্রথম। দেশস্থ জমীদারদিগের সহিত নীলকরের কি ব্যবহার এবং তাহারা কি প্রকারে ভূম্যাধিকারী হয়।

২ দ্বিতীয়। নীলকর সাহেবেরা নীল তৈয়ারকারক ও জমীদার হইয়া প্রজার চাষ ও খাজানা সম্পর্কে কি প্রকার ব্যবহার করে।

৩ তৃতীয়। নীলকর ও তাহার চাকরদিগের দ্বারা কুকর্ম্ম ও অত্যাচারের বিষয়।

৪ চতুর্থ। পুলীষ আমলা ও হাকীমানেরা নীলকরের প্রতি যে রূপ ব্যবহার করে।

৫ পঞ্চম। পাদরিদিগের ব্যবহার এবং বর্ত্তমান বৎসরে প্রজারা যে নীল বিদ্রোহী হইয়াছে তাহার কারণ।

৪০ দফা।—জমীদারদিগের সহিত নীলকরের ব্যবহারের কথা লিখিতে হইলে ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে নীলকরেরা ক্রমশ জমীদারি ও তালুকদারি ও পত্তনিদারি ও করিএক মিয়াদের ইজারদারী স্বত্ব অধিকার করিয়াছেন— প্রায় সকল কুঠিতে প্রথমে বেএলাকার রাইয়তের দ্বারা চাস হইত অর্থাৎ ভিন্ন জমীদারির প্রজাদিগকে দাদন দিয়া নীলের কর্ম্ম আরম্ভ হইয়াছিল ইহাতে আমরা কোন আপত্ত এবং দোষ দেখি না কারণ যে কোন প্রজা হউক তাহার সহিত আপন কর্ম্মের জন্য চুক্তি এবং বন্দোবস্ত করিতে অপরাপর ব্যক্তির ন্যায় নীলকরের সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে এবং আইনে অথবা দেশের চলিত প্রথায় এমন কোন নিয়ম নাই যে প্রজার সহিত চাষ আবাদ অথবা অন্য প্রকার কর্ম্মের চুক্তি করিতে হইলে তাহার জমীদারকে তৃতীয় ব্যক্তির ন্যায় মধ্যবর্ত্তি রাখিতে হইবে এবং জমিদারের ও এমন কোন স্বত্ব অথবা ক্ষমতা নাই যে প্রজারা স্বেচ্ছাধীন এবং যথার্থপক্ষে কোন এক লাভের কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইলে তাহারা অর্থাৎ জমীদারে তদ্বিষয়ে কোন প্রকারে হস্তক্ষেপন করিতে কিম্বা লাভের ভাগী হইতে পারেন— সামান্যত যে পর্য্যন্ত জমীদার তাহার প্রজার নিকটে যথার্থ খাজানা পান সে পর্য্যন্ত প্রজায় তাহার জমীতে কি ফসলের চাষ করে তদ্বিষয়ে তিনি লক্ষ এবং হস্তক্ষেপন করেন না, এবং তাহা করাও উচিত হয় না, কিন্তু আমরা জানি যে যে সকল জমীতে অতিরিক্ত লাভের ফসল জন্মে

তাহার খাজানা জমীদারেরা অন্য জমী অপেক্ষা অধিক করিয়া লইয়া থাকেন এবং প্রজারা ও বিনা ওজরে তাহা আদায় করে।

৪১ দফা।—কিন্তু যাহারা মফঃসলে বাস করেন তাহারা অবশ্যই ইহা বুঝিতে পারেন যে নীলকর ও প্রজাতে যে বন্দোবস্ত হয় তাহাতে বিবাদের একটি বিলক্ষণ কারণ ঘটিয়া থাকে—কারণ জমীদারের অনুমতি না লইয়া তাহার প্রজার সহিত কারবার করিতে প্রবর্ত্ত হইলে জমীদার আপন ক্ষমতা ও পদের অহঙ্কারে মত্ত হইয়া নীলকরের উপরে নারাজ হইতে পারে অথবা কোন কারণবসত নীলকরের চাকরের হস্তে জমীদারের চাকরেরা অত্যাচারগ্রস্থ বিবেচনা করিয়া স্বভাবত আপন জমীদারের সহায়তা এবং আশ্রয় লইতে যায়—অথবা প্রজা এবং নীলকরে বিবাদ উপস্থিত হইলে প্রজাকে জমীদার রক্ষা করিবে এই ভরসায় প্রজা দাদন লইবার সময় কোন আপত্ত না করিয়া বুনানির কালে বুনানি করিতে অস্বীকার ও নারাজ হইতে পারে—ও জমীদার চক্রান্ত করিয়া নীলকরকে ইজারা লইতে বাধ্য করিতে ইচ্ছা করেন এবং নীলকর ও এমন বিবেচনা করিতে পারে যে প্রজার উপরে তাহার তালুকদারী অথবা জমীদারী ক্ষমতা না হইলে তাহার আর উপায় নাই কারণ প্রজারা দাদন লইয়া কর্ম্ম না করিলে যদ্যপি আদালতে মোকদ্দমা করিয়া বহুকাল পরে ডিক্রী পাইতে পারেন তথাপি তাহাতে তাহার নীলের কোন উপকার হয় না—এই সকল কারণের মধ্যে যে কোন কারণ উপস্থিত হউক তাহা মীমাংসা করিবার কেবল এক মাত্র উপায় আছে।

৪২ দফা।—এই অবস্থায় নীলকর ও জমীদার উভয়ে আপশ নিষ্পত্তির প্রস্তাব আরম্ভ করেন, তাহাতে জমীদার পত্তনির জন্যে যে পন অথবা ইজারদারির জন্যে যে পেষগি চাহেন তাহা নীলকর দিতে ক্ষমবান হইবেন কি না এবং জমীদারকে যে খাজানা দিতে হইবে তাহা প্রজাদিগের নিকট আদায় করিতে পারিবেন কি না এই দুই বিষয় বিবেচনা ভিন্ন নীলকরের পক্ষে আর কিছুই কঠিন দেখা যায় না।

৪৩ দফা।—নীলকর ও অন্যান্য সাহেব ধনীদিগকে বাঙ্গালি জমীদারেরা বাধা দেয় এবং তাহাদের কর্ম্মের প্রতি হানি

করে বলিয়া অনেকে উল্লেখ করিয়াছে কিন্তু এ বিষয়ে আমরা যে সাক্ষ্য বাক্য পাইয়াছি তাহাতে স্পষ্ট প্রকাশ হইতেছে যে কেবল টাকার বিষয় নিষ্পত্ত করিবার গোলযোগ ভিন্ন জমীদার এবং নীলকরের মধ্যে আর কোন প্রকারে আপত্ত জন্মে না—এক জন অত্যন্ত পারদর্শি জমীদার শ্রীযুত বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাহার জবানবন্দীতে প্রকাশ করিয়াছেন যে তিনি তাহার জমীদারী ইজারা অথবা পত্তনি দিতে অত্যন্ত নারাজ কিন্তু তাহার কারণ এই যে তিনি তাঁহার জমীদারির কর্ম্ম স্বয়ং নির্ব্বাহ করিতে অত্যন্ত ভাল বাসেন এবং বিশেষ তাহার জমীদারীতে অতি অল্প নীল জন্মে—বিখ্যাত প্রসন্নকুমার ঠাকুর বাবু ও ঐ প্রকার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু তিনি বিবেচনা করেন যে অনেক বাঙ্গালি জমীদারেরা আলশ্য ও অজ্ঞতাপ্রযুক্ত এবং কখনো২ ঋণগ্রস্ত হইয়া তাহাদের বিনয় ইজারা ও পত্তনি দিয়া নিশ্চিন্ত এবং কর্ম্ম কার্জের ঝঞ্ঝাট হইতে অবশর হইয়া বান্ধা আয়ের দ্বারা কলিকাতা অথবা অন্য কোন সহরে স্বচ্ছন্দেকালযাপন করিতে ভাল বাসেন কিন্তু আর এক জন জমীদার কহিয়াছেন যে নীলকর তাহার নিকট ইজারা লইবে এই মানসে তাহার সহিত প্রথমে বিবাদ উপস্থিত করিয়াছিলেন ও তাহার কারবারের প্রতি বাধা দিয়া ছিলেন—বাবু শ্রীগোপাল পালচৌধুরী, হরনাথ রায়, প্রাণকৃষ্ণ পাল এবং অন্যান্য জমীদারে প্রকাশ করিয়াছেন যে যদ্যপি ইজারা অথবা পত্তনি দিতে তাহাদের মানস ছিল না তথাপি বিবাদ ও হাকীমদিগকে নারাজ করিবার ভয়ে ও অন্যান্যরূপে অপমান হওয়ার আশঙ্কায় নাচার হইয়া ইজারা পত্তনি দিয়াছেন—জমীদার মুনসী লতাফত হোসেন বিলক্ষণরূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে তাঁহার সহিত এক জন নীলকুঠির মালিকের সর্ব্বদা বিবাদ হওয়াতে মাজেষ্ট্রেট সাহেব সন ১৮৫১ সালে তাহার প্রতি একটি হুকুমনামা জারী করেন তদ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে জমীদারকে নীলকরের সহিত আপস নিষ্পত্তি করিতে তিনি ভয় দর্শাইয়া পরামর্শ দিয়া ছিলেন।

৪৪ দফা।—বিজয়গোবিন্দ চৌধুরী নামক পাবনার এক জন জমীদার কহিয়াছেন যে তিনি নীলকরদিগকে যে তিন বার

ইজারা দিয়াছিলেন তন্মধ্যে এক ইজারা তাহার স্বেচ্ছাধীন দেওয়া হইয়াছিল—ঢাকাপ্রদেশের নীলকর ওয়াইজ্ সাহেব সাক্ষ্য দিয়াছেন যে জমীদারেরা তাহার প্রতি অধিক দৌরাত্ম্য করে নাই—তিনি তাহাদের সহিত সদ্ভাব রাখিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করেন,এবং অনেক বিষয়ে তাহাদের নিকট উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন—ফারলাং ও লারমোর টেশ্‌শ্‌গি এবং অন্যান্য নীলকর সাহেবেরা কহিয়াছেন যে জমীদারেরা যে মুল্য চাহে তাহা দিতে পারিলে তাহাদের দ্বারা আর কোন ব্যাঘাত জন্মে না।

৪৫ দফা।—তথাপি মধ্যে২ যে ব্যাঘাত জমীদারেরা করে এবং ইজারার জন্য অতিরিক্ত জমা চাহে এবং অন্যান্য প্রকারে আপত্ত উপস্থিত করে তাঁহা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না কোবরণ সাহেব আমাদের জ্ঞাত করিয়াছেন যে একখানা গ্রামের চারি অংশীদার ছিল তন্মধ্যে তিনি তিন জনের নিকট হইতে ইজারা পাইয়াও চতুর্থ ব্যক্তির আপত্তির জন্য তিনি তাহার তিন ইজারার অংশ দখল করিতে পারেন নাই—কাটগড়া কানসারা-ণেরমাসিক ঐ কানসারানের জন্য ৫০০০ টাকা বার্ষিক জমা নোকসান স্বীকার করিয়া এক ইজারা লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন —ফরলাং সাহেব প্রকাশ করিয়াছেন যে ১২,৮০০ হাজার টাকার একমহালে তিনি ৮ আট হাজার টাকা পেসগীও ১৫৮০ টাকা জমা নোকসান স্বীকার করিয়া ইজারা লইয়াছেন—নীলকরেরা কহে যে নীল তৈয়ারিতে তাহাদের আসল লভ্য হয় কিন্তু তাহারা যে জমীদারী স্বত্ব ক্রয় করে তাহা জমীদার হওন মানসে করেন না সুদ্ধ নীল তৈয়ারির কর্ম্মে কেহ ব্যাঘাত না করিতে পারে এই অভিপ্রায় ইজারা পত্তনি লইয়া থাকেন —কিন্তু নীলকরেরা কহেন যে তাহারা খাজানা বৃদ্ধি অথবা ইজারদারি আবাব আদায় করেন না অতএব প্রজারা জমা বৃদ্ধি ও বাজে আবওআব হইতে মাপ পায়—যদ্যপিও আমাদের সন্দেহ নাই যে অনেক স্থানে প্রজাদিগের এই প্রকার সুবিধা আছে—কিন্তু একথা আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারি না কারণলার-মোর সাহেব স্বীকার করিয়াছেন যে পত্তনী লইয়া তিনি জরীপ জমাবন্দী করিয়া থাকেন এবং আমাদের ২০০১ সংখ্যার ছওয়ালের জবাবে তিনি কহিয়াছেন যে ফিটাকার উপরে এক

আনা এবং কোন২ স্থানে আদ আনার হিসাবে প্রজাদিগের নিকটে ইজারদারী বাব আদায় করিয়াছেন।

৪৬ দফা।—নীলকরদিগের দ্বারা যে সকল কাগজপত্র দাখিল হইয়াছে তাহা এবং তাহাদের জবানবন্দী দৃষ্টে এই এক কথা আমাদের নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে যে নীলকর অধিক কাল কৌশল ব্যবহার এবং টাকা ব্যয় করিতে পারিয়াছেন সেই ব্যক্তি অধিক জমীদারী ক্রয় করিতে ক্ষমবান হইয়াছেন।

৪৭ দফা। কখনো এমন অবস্থাও ঘটিয়াছে যে জমীদার অলশপ্রযুক্ত অথবা ঋণগ্রস্থ হইয়া টাকা পাইবার আশায় অথবা শরিকী বিবাদে বিপক্ষদিগকে পরাস্ত করিবার জন্য নীলকর সাহেবের সহায়তা পাইবার মানষে জমীদারী ইজারা ও পত্তনি দিয়াছেন—যে২ জমীদার ইজারা পত্তনি দিতে নারাজ আছেন তাহারা নীলের ব্যাঘাত করিবার মানসে যে অনিচ্ছুক হয়েন এমত নহে সুদ্ধ ইজারা দিলে প্রজা ফেরার হইয়া জমীদারীর ক্ষতি হইবে এই আশঙ্কায় আপন বিষয় হস্তান্তর করেন না—কিন্তু যে কোন কারণবসত হউক সচরাচর ইহা দেখা যায় যে পরিনামে জমীদার নীলকরকে ইজারা পত্তনি দিতে সম্মত হইয়া থাকেন।

৪৮ দফা।—যে সকল স্থানে নীলকরের হস্তে জমীদারী ক্ষমতা আছে, তথাকার প্রজাদিগের স্বেচ্ছাধীন কর্ম্ম করিতে ক্ষমতা থাকে না এমত স্থলে আমরা বিবেচনা করি যে প্রজার প্রতি কোন অত্যাচার না হইলে ও তাহারা আপন জমীদারকে খুসি করিবার জন্য ১০ কাঠা অথবা এক বিঘা নীল করিয়া দিতে স্বীকার হয়—প্রজারা জমীদারদিগকে ভূস্বামী বলিয়া মান্য করে এবং স্বেচ্ছা অথবা অনিচ্ছাপূর্ব্বক হউক প্রজারা জমীদারের অবাধ্য হইয়া কর্ম্ম করিতে আশঙ্কা করে তদ্‌ভিন্ন শারিরিক ও অন্যান্য প্রকার অত্যাচারের ভয়ে ও প্রজারা জমীদারের বিরুদ্ধ আচরণ করিতে অশক্ত হয়—বাঙ্গালী জমীদার মহাশয়েরা স্বীকার করিয়াছেন যে যদ্যপিও প্রজাদিগের নীলের চাসে লাভ হয় না তথাপি তাহারা জমীদারের নিমিত্ত একবিঘা আদ বিঘা করিয়া নীল বুনিয়া দেয়—প্রজাদিগের এবং অন্যান্যের জবানবন্দীতে প্রকাশ হইয়াছে যে ইহার পূর্ব্বে প্রজারা

স্বেচ্ছাপূর্ব্বক লইত এবং দাদন নীলের চাসেহইত এবং তন্নিমিত্ত ভাল প্রজারা দাদন লইতে এইক্ষণকার ন্যায় এত অনিচ্ছুক ছিল না—লারমোর সাহেব কহিয়াছেন যে মোল্লাহাটি কুঠির এলাকায় গত তিন বৎসরের মধ্যে প্রত্যেক বৎসরে ৫০০ শত করিয়া নীলের চাষি বৃদ্ধি হইয়াছে কিন্তু ইহা ও প্রকাশ হইয়াছে যে পূর্ব্বে তথায় ৪৩০০০ হাজার বিঘা নীলের চাষ হইত কিন্তু এইক্ষণে ২৩০০০ বিঘার অধিক নহে—১৮৫১ সাল হইতে কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইয়াছে—প্রজা নীল করিতে স্বীকার হইলে ৵০ দুই আনা দামেরইষ্টাম্প কাগজে এক খানা চুক্তিপত্র লেখা হয়—কথিত হইয়াছে যে এই প্রকার চুক্তি ১। ২। ৩। ৫। ১০ বৎসরের নিমিত্ত হইয়া থাকে এবং তদ্দৃষ্টে বোধ হয় যে ঐ কএক বৎসরের জন্য প্রজা নীল করিতে বাধ্য হয় কিন্তু আমাদের ভদারকে এক অতি চমৎকার ব্যাপার প্রকাশ হইয়াছে—ওয়াট্‌সন সাহেব-দিগের কানসারাণ ভিন্ন আর প্রায় তাবত কুঠিতে প্রতি বৎসর এই সকল চুক্তি নূতন করিয়া হইয়া থাকে—অর্থাৎ যে ব্যক্তি ১০ দশ বৎসরের জন্যে ১৮৫০ সালে চুক্তি করিয়াছে সে ব্যক্তি ১৮৬০ সাল পর্য্যন্ত নীল করিবে ইহার মধ্যে তাহার সহিত আর কোন নূতন বন্দোবস্ত অথবা লেখা পড়া হওয়ার আবশ্যক নাই কিন্তু কুঠির কাগজপত্রে প্রকাশ হইয়াছে যে প্রতি বৎসরে সেই প্রজার নামে চুক্তিপত্রের ইষ্টাম্প খরচ ও অন্যান্য বিষয় লিখিত হইয়া থাকে।

৪৯ দফা।—প্রজার সহিত কুঠির হিসাব দোরস্ত করিবার সময় প্রতি বৎসর প্রজার নামে ৵০ আনা খরচ লেখা যায় এবং প্রত্যেক প্রজা এক খানা সাদা ইষ্টাম্প কাগজে আপন নাম দস্তখৎ করিয়া দেয় কিন্তু কোন২ কুঠিতে কখন সে কাগজের উপরে মখন লেখা হয় না—অতএব যে স্থলে চুক্তি সকল নাম মাত্র তিন অথবা পাঁচ বৎসরেজন্য উল্লেখ হইয়া প্রতি বৎসরে নূতন লেখাপড়া হয় তাহাতে স্পষ্ট বোধ হয় যে এমন সকল চুক্তি যথার্থ পক্ষে এক বৎসরের অধিক কালের জন্য কাএম হয় না অর্থাৎ এই চুক্তির দ্বারা প্রতি বৎসর চাষিকে নীলের চাষ করিতে বদ্ধ করে।

৫০ দফা।—আর এক অন্যায় এই যে গড়পড়তার হিসাবে

এক বিঘা জমীতে ১০ বাণ্ডিল নীলপাত জন্মে এবং ১০ বাণ্ডিলে ২ সের মাল তৈয়ার হয়—২০০ টাকার হিসাবে নীলের মোন বিক্রয় হইলে ২ সেরের দাম ১০ টাকা হইবে—কিন্তু ঐ দশ বাণ্ডিল নীল পাতের দাম ৪ বাণ্ডিলের হিসাবে প্রজা লোক ২॥০ আড়াই টাকার অধিক পায় না।

৫১ দফা।—অতএব নীলকর প্রজার সহিত যে চুক্তি করে তাহাতে তিনি প্রজার চতুর্গুণ লাভ করেন।

৫২ দফা।—কেহ২ নীলকরের বিরুদ্ধে এই কথা কহে যে চুক্তিপত্রের অছিলায় সাদা ইষ্টাম্প কাগজে প্রজাকে দিয়া তাহাদের যে নাম দস্তখৎ করিয়া রাখেন পরে ঐ প্রজা কুঠির কোন প্রকার বিরুদ্ধাচরণ করিলে তাহার দস্তখতী সাদা কাগজে কর্জ্জা টাকার খত লিখিয়া আদালতে নালিশ করিয়া তাহার নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিয়া ডিক্রী প্রাপ্ত হএন কিন্তু আমরা এই কথা বিশ্বাস করি না যে হেতুক নীলকরেরা কখনো আপন প্রজার বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করে না—তবে সাক্ষিদিগের সাক্ষ্য বাক্যে আমাদের নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে প্রজা কুঠির অবাধ্য না হইতে পারে এবং কুঠির নীলের চাস হইতে অব্যাহতি না পায় এই মানসে চুক্তি পত্র প্রতি বৎসরে ঐ প্রকারে লিখিত হইয়া থাকে—এই প্রথা যে চলিত আছে ইহাতে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম কারণ যদ্যপিও আমরা নিশ্চয় জানি যে এই বিষয়ে নীলকরদিগের হস্তে প্রজাদিগের কোন আশংক্কা নাই তথাপি ইহা সকলে অবগত আছে যে মফঃসলে দস্তখতী সাদা ইষ্টাম্প কাগজে মিথ্যা দলীল প্রস্তুত হইয়া অনেকের ক্ষতিদায়ক হয়—আমরা আরো দুঃখিত হইয়া অবগত হইলাম যে কোন২ সময়ে ইষ্টাম্পের বাবতে ৵০ দুই আনার অধিক খরচ লেখা হয় অর্থাৎ দেওয়ানী আদালতের মোকদ্দমার ইষ্টাম্প কাগজ খরচ বাবতে এত অধিক টাকা খরচ লেখা হয় যে সে টাকা হইলে প্রজার কুঠির দেনা সমুদয় পরিশোধ হইতে পারে—যাহা হউক কখনো কস্মিনকালে প্রজার বিরুদ্ধে যদ্যপি নালিশ করিতে হয় তজ্জন্য অগ্রে তাহার নিকটে মোকদ্দমার আবশ্যকীয় ইষ্টাম্পের পুরা মূল্য কাটিয়া রাখার যে প্রথা আছে তাহা বড় আশ্চর্য্য—আমরা দেখিয়াছি যে এক জন নীলকর এক জন প্রজার নিকটে ॥০

জানেন যে ঐ প্রজা অথবা অন্য কোন প্রজার বিরুদ্ধে তিনি কখনো নালিশ করিবেন না—যাহাতে আদালতে নালিশ না করিতে হয় তদ্বিষয়ে নীলকরেরা বিলক্ষণ চেষ্টা করেন কিন্তু কি জানি যদ্যপি কখনো কোন প্রজার নামে নালিশ করিতে হয় তজ্জন্য মধ্যে২ ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া অগ্রেই ইষ্টাম্পের মূল্য আদায় করেন নচেৎ কেবল দুই আনা করিয়া প্রজার নামে লেখার প্রথা আছে—আর বলিবার আবশ্যক করে না যে ঐ প্রকারে অধিক কালের জন্য যে চুক্তি করার প্রথা আছে তাহা অত্যন্ত অধর্ম্মসুচক ও মন্দ—এবং ইহাতে বোধ হয় যে যথার্থ হিসাব নিষ্পত্তিকরণ জন্য এই প্রকার চুক্তি করা হয় না সুদ্ধ প্রজারা নীলের চাস হইতে মুক্ত না হইতে পারে এই মানযে এই ব্যাপার ঘটনা হইয়া থাকে।

৫৩ দফা।—নীলকর ও প্রজাতে যে চুক্তি হয় তাহাতে প্রজা নীলের জন্য চাস, ও বুনানি, এবং সময় শীরে নিড়ানি এবং গরুর তছ্রুপাতি হইতে চারা সকল রক্ষা ও কাটাই ও কুঠিতে ঢোলাই করিতে বাধ্য হয়—স্বভাবত এই চুক্তি এমন করিয়া লেখা হয় যে সে বিষয়ে আমরা অনেক আপত্ত ও অনৈক্য সাক্ষ বাক্য প্রাপ্ত হইয়াছি।

৫৪ দফা।—আমরা ইহা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করি যে নীল করেরা অধিক পন ও পেসগি দিয়া পত্তনি ও ইজারা লইয়া থাকেন এবং যে অতিরিক্ত খাজনা দেন তাহা প্রজাদিগের নিকট হইতে কখনো আদায় হয় না অতএব ঐ টাকা তাহাদের নীল কারবারের টাকা হইতে খরচ করিতে হয়—ইহাতে অবশ্যই বিচার সংযুক্ত কহিতে হইবে যে প্রজাদিগের অধিক টাকা দিতে পারেন না কাযেই নীলের চাস করণীয় ব্যক্তিদিগের নোকসান হয়—নীলকরেরা স্বীকার করেন যে ভুম্যধিকারী না হইলে তাহাদের আসল অর্থাৎ নীলকর্ম্ম কোন মতে চলে না অতএব এমন স্থলে আমাদের অবশ্যই স্বীকারকরিতে হইবে যে জমীদারেরা তাহাদের আপন২ বিষয় ও ক্ষমতা বিক্রয় করিতে যে ইচ্ছা সে দাম চাহিতে ও লইতে পারেন—যে ব্যাপারে তাহাদের লাভ আছে বাঙ্গালি জমীদারকে সে কর্ম্ম করিতে কখন বারণ করা হইতে পারে না—যদ্যপি নীলকরেরা আপন ইষ্ট সিদ্ধ নিমিত্ত একটা বিত্ত ক্রয় করিতে আকিঞ্চন

করেন তবে জমীদারেরা কি অন্য লোকে সেই বিত্তের জন্য কি জন্য যে আপন ইচ্ছানুসারে অধিক মূল্য চাহিবে না ইহা আমরা বুঝিতে পারি না—ক্রয় বিক্রয়ের বিষয়ে সমুদায় পৃথিবীতে এই প্রথা আছে।

৫৫ দফা। অতএব তদারক করিয়া আমরা দেখিলাম যে নীলের চাসের প্রতি অথবা সাহেব লোকেদের অন্য কোন ব্যবসার প্রতি বাঙ্গালি জমীদারে শত্রুতা ব্যবহার অথবা ব্যাঘাতের কোন কর্ম্ম করে না—সাহেবেরা পত্তনি তালুক করিতে অত্যন্ত ভাল বাসেন এবং তাহাতে ও তাহাদের অনেক সুবিদা হইয়াছে—পূর্ব্বে জমীদারী নীলাম হইয়া গেলে পত্তনির স্বত্ব লোপ হইত ১৮৫৯ সালের ১১ আইনানুযায়ীক রেজেষ্টরী করিয়া রাখিলে পত্তনির স্বত্বের কোন ব্যাঘাত হয় না অতএব এইক্ষণে নীলকরেরা উক্ত আইনানুসারে পত্তনি ক্রয় করিলে স্বচ্ছন্দে নীলের চাস ও প্রজার উপর জমীদারী ক্ষমতা জারী করিতে পারেন কারণ পত্তনি দিলে সে তালুকের সহিত জমীদারের কোন সম্বন্ধ থাকে না।

৫৬ দফা।—নীলকর প্রজার সহিত যে ব্যবহার করেন এই দুই বিষয় বিশেষ করিয়া তদারক করিয়াছি এবং তদ্বিষয় বর্ণনা করিতে অধিক লিখিতে হইবে।

৫৭ দফা।—কি প্রকারে প্রজায় প্রথমে দাদন লইয়াছিলো তাহা জানিবার জন্য আমরা অনেক চেষ্টা ও যত্ন করাতেও সফল হই নাই কারণ আমরা যে সকল সাক্ষিদিগের জবানবন্দী লইয়াছি তাহারা কেহ এ বিষয়ের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারে নাই তাহারা কহে যে তাহাদের বাল্যকালে তাহাদের পিতা অথবা পিতামহ দাদন লইয়াছিল—নীলকরের সাক্ষ্যবাক্যে প্রকাশ হইয়াছে যে প্রজারা কেহ ঋণগ্রস্থ হইয়া কেহ অপব্যায় করিবার জন্য কেহ দুর্গাপূজার খরচের জন্য কেহ খাজানা পরিশোধ করিবার জন্য এবং বিনা সুঁদে টাকা পাইবার লোভে দাদন গ্রহণ করে—যাহা হউক প্রজারা কহে এবং নীলকরেরা ও স্বীকার করিয়াছেন যে প্রজারা হিসাবের দেনা পরিষ্কার করিতে পারে না এবং পৈতৃক চাসার ন্যায় পুরাতন দাদনের দায়ে দায়ীক থাকিয়া কর্ম্ম করিতে হয়—আসল কথা এই যে বর্ত্তমান নীল চাসের প্রনালীতে পিতার

দেনায় বদ্ধ আছে এই কথা বিশ্বাস করিয়া পুত্র নীল বুনানি করে এবং অধিকাংশ চাসি ব্যক্তিরা পুরাতন দাদনের দায়ে নীল চাস করে—অতি অল্প নূতন লোকে দাদন লইয়াছে—আমরা বিবেচনাকরি যে চাসি ব্যক্তির মধ্যে এমন সংস্কার আছে যে যেমন পিতার তেজ্য জমা জমীতে উত্তরাধিকারী হইলে তাহার ঋণ পরিশোধ করিতে পুত্র দায়ীক হয় সেই প্রকার পিতা কোন কর্ম্ম করিবার চুক্তি করিলে পুত্র সেই চুক্তির কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে দাইক হইবে এবং এই সংস্কারের জন্য পিতার দাদনের চাস পুত্র ও করিতেছে।

৫৮ দফা।—আমরা এ কথা কহিতে ইচ্ছা করি না যে নীলকরেরা প্রজাদিগকে যে দাদন দিয়াছেন তাহা সকল জবরদস্তী দ্বারা দেওয়া হইয়াছে—বেএলাকার প্রজাদিগকে জবরদস্তী দ্বারা দাদন দিতে চেষ্টা করিলে হেঙ্গামা হওয়ার সম্ভাবনা আছে স্পষ্ট দেখা এাইতেছে—বোধ হয় যে বেএলাকার প্রজারা নগদ টাকা পাইবার লোভে প্রথমে দাদন লয় এবং কখনো এমন হয় যে জমীদারের সহিত ভাব প্রণয় থাকিলে তাহার লওয়ানো ও অনুরোধক্রমে প্রজারা দাদন লয়।

৫৯ দফা।—সকল নীলকরেরা কহেন যে বাঙ্গালি জাতির আলশ্য ও বিশ্বাসঘাতক ও কর্ম্মে অপুটস্বভাবপ্রযুক্ত সাহেবরা স্বয়ং এবং চাকরের দ্বারা প্রজার কর্ম্ম ও নীলের চাস সর্ব্বদা তদারক করিতে বাধ্য হএন নচেৎ প্রজাতে সময়শারে চাস ও বুনানি ও নিড়ানি ও কাটাই করে না কিন্তু তাহারা কহেন যে এই তদারকে প্রজাদিগের অন্যান্য চাস কর্ম্মের ব্যাঘাত হয় না—ধানের মহাজনেরা ও গবর্ণমেন্টের আফিমের কর্ম্মচারিরা এই প্রকার তদারক করিয়া থাকেন কিন্তু নীলকর সাহেবেরা যে পরিমাণে তদারক করেন তাহা হইতে মহাজনের ও আফিমের তদারক অনেক ন্যুন হইয়া থাকে—যে সকল প্রজারা আমাদের নিকট সাক্ষ্য দিয়াছে তাহারা নালিশ করিয়াছে যে নীলকরেরা যে প্রকার তদারক করেন তাহাতে তাহাদের অত্যন্ত জ্বালাতন ও তক্ত বোধ ও হানিকর হয়—তাহারা কহে যে সাহেবেরা তাহাদের বারম্বার চাস দিতে ও ঢেলা বাছাই করিতে ও নীলের গোড়া উপড়াইতে

ও ভূমি সমান করিতে কহে এবং তাহারা যে সময় আজ্ঞা করিবেন ঠিক সেই সময় বুনানি করিতে হয় এজন্যে প্রজার সময় ও পরিশ্রম তাহার আপন স্বাধীন থাকে না অর্থাৎ আপন স্বেচ্ছাধীন নিজের কোন কর্ম্ম করিতে ক্ষমবান হয় না এবং তাহাদের ধানের জমী বিনা চাসে অথবা অর্দ্ধেক চাসে পড়িয়া থাকে তদসেওয়ায় তাহাদের সর্ব্বদা কুব্যবহার ও অপমান ও অত্যাচার ভোগ করিতে হয় কিন্তু এই সকল ক্লেশ ও অচ্যাচার সহ্য করিয়া যে নীল উৎপত্তি করে তাহার বাণ্ডিল যথার্থরূপ মাপ করিয়া লয় না—এই বিষয়ের প্রমাণের জন্য আমরা প্রার্থনা করিতেছি যে গবর্নর সাহেব অনুগ্রহ করিয়া প্রজার ও নীলকরের জবানবন্দী পাঠ করিবেন—এই বিষয়ে অধিক জবানবন্দী লওয়া হইয়াছে এবং তজ্জন্য আমরা তাহা প্রত্যেকে বর্ণন করিতে স্বাবকাশ পাইলাম না।

৬০ দফা।—এই বিষয়ে যে সকল জবানবন্দী উভয় পক্ষ হইতে লওয়া হইয়াছে তন্মধ্যে এক কথা এই স্থান অবধি স্মরণ করিয়া রাখিতে হইবে যে যে প্রনালীতে এইক্ষণে নীলের চাস চলিতেছে তাহাতে প্রজার কিছুমাত্র লাভ হয় না— গবর্নর সাহেবকে আমরা জানাইতেছি যে সুদ্ধ প্রজাদিগের সাক্ষ্য বাক্যে অথবা তাহাদের পক্ষের লোকের জবানবন্দীতে প্রকাশ হইয়াছে এমত নহে নীলকরদিগেরা স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে নীলের চাসে প্রজার লাভ হয় না।

৬১ দফা।—জে, পি, আইজ্ নামক এক জন নীলকর স্বীকার করিয়াছেন যে অন্যান্য ফসলের ন্যায় নীলে প্রজার লাভ না হওয়া প্রযুক্ত তাহারা নীলের চাসে ততি অল্প যত্ন করে— এক জন মাজিষ্ট্রেট যিনি এক বড় নীলের জেলায় অনেক কাল ব্যয় করিয়াছেন কহেন যে নীলের চাসে নোকসান হয় এবং নীলকরেরা ঐ ফসল জন্মা ও জন্মার লাভ নোকসানের দায় প্রজার উপরে রাখেন আপনারা দায়ীক হএন না—এক জন অত্যন্ত পারদর্শী নীলকর প্রকাশ করিয়াছেন যে নোকসানের দায়ীক প্রজা একং নীলের ফসলে প্রজার দাদন পরিশোধ হয় না—এক জন ভদ্র লোক যিনি পূর্ব্বে নীলকর ছিলেন সাক্ষ্য দিয়াছেন যে লোকে নীলের চাস ভাল না বাসিবার কারণ যে নোকসানের সকলদায় প্রজাকে ভোগ করিতে হয়—একজন

নীলকর কহেন যে অসন্তুষ্ট প্রজা অপেক্ষা (যাহাদের জন্য নীলকরের অনেক পরিশ্রম ও টাকা ব্যয় করিতে হয়) নিজ আবাদের চাসে অনেক লাভ আছে—তিনি ইহাও প্রকাশ করিয়াছেন যে যদ্যপি এক বিঘা ধান অপেক্ষা এক বিঘা নীলে প্রজার অধিক লাভ হয় তথাপি প্রজা নীল ত্যাগ করিয়া ধান বুনিতে ইচ্ছা করিবে—লারমোর সাহেব সাক্ষি দিয়াছেন কোন২ স্থানে নীলে লাভ না হইলে ও হইতে পারে—খাল বোয়ালিয়ার ক্লার্ক সাহেব কহিয়াছেন যে যদ্যপিও নীলেতে কিছু লাভ হয় না তথাপি জমীদারকে খুসি করিবার জন্য প্রজারা কিঞ্চিৎ নীল বুনিয়া দিতে স্বীকার করে—প্রায় সকল পারদর্শী নীলকর ও জমীদারে সাক্ষিদিয়াছেন যে নীলের চাসে প্রজার লাভ নাই—কিন্তু বৎসরের গুণ ও আহারিয় দ্রব্যাদি মাহাগ হওয়াতে ও নীল সকল বৎসর সমান জন্মে না এই কএক কারণ বসত কেহ২ কহে যে নীলের চাসে প্রজার লভ্য হয় না—এবং ইহাও কথিত হইয়াছে যে নীলের চাসে লাভ না থাকা স্বত্বে ও নীলকর প্রজাদিগের প্রতি অন্যান্য প্রকার উপকার করাতে তাহারা অর্থাৎ প্রজারা সুখে আছে এবং স্বেচ্ছাপূর্ব্বক চুক্তি অনুসারে প্রতি বৎসর নীলের চাস করিতেছে এবং অসুবিদা থাকাতে ও অনেক প্রজা যথার্থরূপে কর্ম্ম করিয়া তাহাদের দাদনের ঋণ পরিশোধ করিয়া অনেক টাকা ফাজিল লভ্য করিয়াছে—প্রজারা যে কেহ২ ফাজিল পায় তাহা সত্য কিন্তু কোন২ কুঠিতে প্রজাদিগের ফাজিল পাওয়ানা হইলে ফাজিল দ্বারা পূর্ব্ব দাদনের দেনা পরিশোধ না করিয়া ফাজিলের টাকা নগদ প্রজাকে দিয়া দাদনের দেনা হিসাবে পূর্ব্বমত লিখিয়া রাখে এই প্রনালীসুদ্ধ কুঠির হিসাবে প্রজাকে ঋণগ্রস্থ রাখিবার জন্য প্রচলিত আছে—প্রায় সকল কুঠির হিসাবে অধিকাংশ প্রজা বহুকাল পর্য্যন্ত ঋণগ্রস্থ আছে—এবং প্রজাও বহুকাল পর্য্যন্ত নীলে লাভ না থাকা স্বত্বে প্রতি বৎসর তাহার চাস করিয়া আসিতেছে বিশেষ দেখা যাইতেছে এবং নীলকরেরা স্বীকার করেন যে তাহারা তদারক না করিলে চাস চলে না এবং প্রজারা ঐ তদারকের প্রতি অত্যন্ত নারাজ এমত স্থলে স্পষ্ট এবং নির্ব্বিরোধীয় একটি কথা বিবেচনা ভিন্ন অন্য কিছু উদয় হয় না ?

৬২ দফা।—নীল এবং অন্যান্য ফসলের চাস করিতে কত খরচ হয় এবং কি লাভ নোকসান হয় তদ্বিষয়ে অনেক দলীল ও কাগজ দাখিল হইয়াছে তদ্দৃষ্টে এবং নীলকরেরা আপনারা যে সকল কাগজ দাখিল করিয়াছেন তাহাতে প্রকাশ হইয়াছে যে ধান এবং অন্যান্য ফসল অপেক্ষা নীলেতে লাভ হয় না অথবা অতি অল্প হয়—বঙ্গদেশে যে সকল দ্রব্য প্রচলিত আছে তাহার মূল্যের যে হিসাব পাওয়াগিয়াছে তাহাতে উল্লিখিত কথা প্রমাণ হইয়াছে।

৬৩ দফা।—এমন হইতে পারে যে কতক প্রজার সহিত আপস নিষ্পত্তি হইয়া তাহারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সুখে নীল বুনানি করিয়াছে এবং কেহ২ বা ইতিপূর্ব্বে তাহাদের ঋণ পরিশোধ করিয়াছে—কিন্তু এই প্রকারের প্রজা অতি অল্প এবং যে স্থলে দেখা যাইতেছে যে বাঙ্গাল ইণ্ডিগো কোম্পানির এলাকার মধ্যেও বহুকাল পর্য্যন্ত প্রজাদিগের এত অধিক ঋণ হইয়াছে যে তাহা আর আদায় হওনের সম্ভাবনা নাই সে স্থলে নীলের চাসের লাভালাভের বিষয় তর্ক করিবার আর আবশ্যক রাখে না।

৬৪ দফা।—কিন্তু নীলকরের পক্ষের লোকেরা কহিয়া থাকেন যে প্রজা নীলকরের আশ্রয়ের অধীনে এক বার আসিলে তাহারা অন্যান্যরূপে বিস্তর উপকার প্রাপ্ত হয়—যে পর্য্যন্ত আমাদের তদারক হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ হইয়াছে যে মোল্লাহাটির এলাকার সমুদয় কুঠিতে কেবল একটি দাওয়াইখানা আছে এবং কএকটি বাঙ্গালা পাঠসালা আছে—মফঃসল স্থানে যে সকল ইংরাজ অবস্থিতি করেন তাহাদের সহিত আপন ও পরিবারের ব্যবহারের জন্য ঔষধি থাকে ইহাতে আশ্চর্য্য নহে যে প্রজারা পীড়িত হইলে মধে২ সাহেবের কাছে ঔষধ চাহিলে পায়—আমরা ইহা ও অবিশ্বাস করিতে পারি না যে কখনো২ গরু ক্রয় করিতে অথবা বাটী মেরামত করিবার জন্য দাদন সেওয়ায় নীলকরের নিকট বিনা সুদে প্রজারা টাকা কর্জ্জ পায়—এবং বিপদগ্রস্ত হইয়া এই প্রকারের সহায় অনত্র কোন স্থানে পাইতে পারে কি না তাহা আমরা জানি না।

৬৫ দফা—কম খাজানা লওয়ার বিশয় আমরা এমন বুঝি না

যে নিলকর জমীদার হইতে অল্প খাজানা আদায় করে বরং এমন হইতে পারে যে ইজারাও পত্তনি লইয়া আইনের ক্ষমতানুসারে জরিপজমাবন্দি করিয়া খাজানা বৃদ্ধি করেন না অথবা কোন২ বাঙ্গালী জমীদারের ন্যায় অন্নপ্রাসন বিবাহ পূজা ইত্যাদি উপলক্ষে বাজে আদায় লএন না—ওআইজ সাহেব কহিয়াছেন যে তিনি মনে করিলে তাহার প্রজাদিগের নিকট হইতে দ্বিগুণ খাজানা আদায় করিতে পারিতেন এক ফারলাং সাহেব প্রকাশ করিয়াছেন যে খাজানার বিষয়ে তাহার প্রজারা স্বচ্ছন্দে আছে—লারমোর সাহেব সাক্ষ্য দিয়াছেন কে সুদ্ধ মোল্লাহাটির এলাকায় কালেক্টর সাহেবের দস্তখতী তায়দাদ দৃষ্টে তিনি শতের হাজার বিঘা নিষ্কর ভূমি খালাস দিয়াছেন।

৬৬ দফা।—অনেক বাঙ্গালি জমীদারেরা যে প্রজাদিগের নিকট বাজে আদায় করে, তাহা সকলে জানে আমরা বিশ্বাস করিতে পারি যে নীলকরের তালুকে এই প্রথা এক কালে প্রচলিত নাই কিন্তু তাহারা যে তালুকের জরীপ জমাবন্দী করিয়া খাজানা বৃদ্ধি করেন না এ কথা কিঞ্চিৎ বাদ দিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে কারণ লারমোর সাহেব স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি ইজারদারি হার আদায় করিয়াছেন এবং তাহার পত্তনি তালুক জরীপ করিয়া সালিয়ানা ১০০০০ হাজার টাকা জমা বৃদ্ধি করিয়াছেন-এবং-ইহা কখনো বিশ্বাস করা যাইতে পারে না যে সাহেবেরা পত্তনি তালুক ক্রয় করিলে তদ্দ্বারা যে স্বত্বাধিকারী হএন তাহা জারী এবং তাহার ফল ভোগ করিতে ক্ষন্ত থাকিবেন——বিশেষ নীলকরের সর্ব্বদা টাকার আবশ্যক এবং টাকার বাজার ও ইদানি স্বচ্ছল নহে—যদ্যপি ও মহাজনের, প্রজার নিকট অধিক সুদ লয় তথাপি নীলকরের বিরুদ্ধে প্রজারা যে প্রাকার নালিশ করে তদ্রূপ মহাজনের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে আমরা সুনিনাই—য়দ্যপি ইহা প্রকাশ, হইয়াছে যে প্রায় মহাজনের চাশের প্রতি কিঞ্চিৎ তদারক করিয়া থাকে কিন্তু সে তদারুকে ব্যাঘাৎ জম্মেনা—জমিদার অপেক্ষা, কিঞ্চিৎ নরম হইয়া ক্ষমতা জারি করেন তজ্জন্য আমরা নিলকর সাহেবদিগকে প্রসংশা করিতে পারেনা—ভারতবর্ষের ইতিহাশে পুর্ব্বাপর দেখা যাইতেছে যে দেশেস্থ নিচ জাতিরা

বিদেশি লোকের দসগুণ অপেক্ষা স্বদেশি এবং আপন জাতিয় লোকের অত্যাচার অনায়াশে সহ্য করিয়া থাকে—যদ্যপি ও প্রজাদিগের মধ্যে কোন বিরোধ উপস্থিত হইলে নিলকরেরা তাহা শিঘ্র বিচার করিয়া নিষ্পত্তি করেন কিন্তু তাহা জমীদারেরা ও করিয়া থাকে অতএব নিলকরেরা যে কহিয়া থাকেন যে তাহারা প্রজার অন্যান্যরূপে অনেক উপকার করিয়া থাকেন তাহা জমীদার ও নীলকরের ব্যবহার মিলাইয়া দেখিলে এই মাত্র প্রকাশ হইবে যে নীলকরেরা কিঞ্চিৎ মাধর্য্যরূপে জরিপ জমাবন্দী করেন ও কখনো দুই এক প্রজাকে বিনা সুদে টাকা কর্জ্জ দেন এবং আবশ্যক হইলে কাহাকে ও বা ঔষধ প্রভৃতি দান করিয়া অনুগ্রহ প্রকাশ করেন—আমরা নিলকর দিগের নিন্দা করিতে ইচ্ছা করিনা কিন্তু প্রজারা চিরকাল পর্য্যন্ত কুঠির দ্বারে বদ্ধ থাকিয়া এবং তাহার কর্ম্ম চারিদিগের অপমান ও অত্যাচার শহ্য করিয়া এবং চাষ আবাদে লোকশান দিয়া তাহারা যে প্রকার বিরক্ত ও জ্বালাতন হয় তাহা উল্লিখিত কিঞ্চিৎ উপকারে পরিসোধ ও ক্ষমা হয় না—আমাদের শহকারি পাদরি মে সেল সাহেব কহেন যে ভয় দর্শাইয়া অথবা উপকারের লোভ দেখাইয়া যে কর্ম্ম সমাধা হয় কোন দেশের লোকে সে প্রণালীকে ভাল কহিবে না।

৬৭ দফা।—যদ্যপি আমরা স্বীকার করি যে ভাল কুঠিতে এই সকল উপকার প্রজাদিগের প্রতি বিলক্ষণরূপে বিতরণ হয় কিন্তু সেই কুঠিতে নীল কর্ম্মের গতিকে প্রজার অনেক নোকসান ও ক্লেশ হয় যাহা অন্য কোন কর্ম্মের প্রণালিতে নাই— আমরা অতি স্পষ্ট করিয়া নীলের চুক্তি বিষয় বর্ণনা করিলাম —এই চুক্তিতে প্রজার কর্ম্মের উপর তাহার শারীরিক স্বাধীনতা থাকে না এবং সেই চুক্তির জন্য তাহাকে প্রত্যেক বৎসর ৵৹ দুই আনা করিয়া দিতে হয়—যদ্যপি দুই আনা অতি অল্প বটে তথাপি তাহা দেওনের কোন আবশ্যক নাই এবং তাহাতে লোকেরা অত্যন্ত রাগান্ধ হয়।

৬৮ দফা।—প্রজার যে সকল জমী আছে তন্মধ্যে নীলকর যাহা পছন্দ করিবেন তাহাই লইবেন—তজ্জন্য মূল্যের কোন বন্দোবস্ত করেন না—অথবা প্রজারা আপনারা নীলের

জন্য যে জমী নিদ্ধার্য্য করিয়া রাখে তাহা নীলকরেরা লএন না এবং ঐ সকল জমী তাহারা জমীদারী রসি হইতে বিভিন্ন রসির দ্বারা মাপ করিয়া লইয়া থাকেন—নীলকরের রসি জমীদারী রসি হইতে কোন স্থানে সিকি এবং অন্য স্থানে অর্দ্ধেক পরিমানে বড়—নিলকরেরা কহেন যে এরসির মাপের প্রথা বহুকালাবধি চলিয়া আসিতেছে এবং নদিয়া জেলার সমস্ত স্থানে এই রসির কম বেশি নাই—কিন্তু এই রশির মাপের দ্বারা প্রজাদিগের যে ক্ষতি হয় তদপ্রতি আমাদের কোন সন্দেহ নাই—এবং যত অত্যাচারের বিষয়ে আমাদের নিকট নালিষ করিয়াছে তন্মধ্যে এই রসির কথা তাহারা নিতান্ত অশন্তোষ ও বিরক্ত হইয়া জানাইয়াছে—প্রজা-দিগের জমীতে যে নিলের বিচ জন্মে তাহা বাজারে ৩০ টাকা মোন দরে বিক্রয় হইলেও নিলকরেরা সেই বিচ প্রজার নিকঠ চারি টাকার হিসাবে ক্রয় করিবেন। আমরা বোধ করি যে যখন নিলের বিচের দর পুর্ব্বে কম ছিলো সেই কালে এই চারি টাকার দর ধার্য্য হইয়াছিল।

৩৯ দফা—অতএব উপরোক্ত কারনে দেখা যাইতেছে যে নিলকরের প্রজারা স্বাধীন থাকিতে পারে না এবং কখনো২ নীলকর তাহার প্রজাদিগকে আশ্রয় ও পরামর্শ দেয়—যদ্যপি ও নীলকর এই আশ্রয়ের পরিবর্ত্তে কখনো প্রজাদিগের প্রতি অত্যাচার না করেন তথাপি চাসির সহিত বাণিজ্যকারিদিগের যে স্বাধীন ও শত ব্যবহার করা উচিত তাহা এস্থানে নাই—কারণ সকল উচ্চ আদালতের বিচারে দেখা যাইতেছে যে নিলকর ও প্রজার মধ্যে বিবাদ হইলে জমীর ফসল প্রজা পাই-য়াছে—নিজাবাদের চাসে যে নীল জন্মে তাহাতে অদ্যপি কুঠি শেওয়ায় অন্য কাহারো স্বত্ব না থাকে তবে ইহা পষ্ট দেখা যাই-তেছে যে প্রজার নিজের জমীর উপরে প্রজা সেওয়ায় অন্য কাহারো স্বত্ব নাই অতএব সেই জমীতে তদারক অথবা অন্য প্রকারে হস্তক্ষেপন করা নিলকরের কোন ক্ষমতা নাই—নিল-জন্মিলে প্রজা এই নিল চুক্তি অনুসারে কুঠিতে দাখিল করিয়া দিবে—যাদিতে তাঁহার নামে দেওয়ানী নালিশ হইতে পারিবে—কেহ কহেন যে চাশ করিতে প্রজার কিছু মাত্র ব্যয় হয়না কিন্তু আমরা একথা স্বিকার করিনা যে হেতুক প্রজা আপন বলে আপন গরুর পশ্চাতে থাকিয়া তাহার আপন দখলের জমীর উপরে

আপন লাঙ্গল চালায়—সারিরীক পরিশ্রম গরু ও যন্ত্র এবং সময় এই প্রজার ধন এবং বঙ্গ দেশের প্রায় যাবত স্থানে পরিশ্রমের মুল্য আছে—নীলের জমী চাশ না করিতে হইলে প্রজা তাহার আপন অথবা অন্য এক জনের জন্য চাশ করিতে পারে এবং সাহেবদের কেনা লাঙ্গলের চাশে নিজাবাদের নীল যে খরচে উৎপত্তি হয় তাহা হইতে প্রজারা অনেক কম দামে আপনার জন্য নিলের আবাদ করিতে পারে—অতএব শ্রীযুত গবর্ণর সাহেবকে আমরা দেখাইতে চাহি যে যে পর্য্যন্ত নীলের চারা কুঠির হাওজ বোঝাই না হয় সে পর্য্যন্ত নিল জন্মাইবার পরিশ্রম প্রাজা ব্যতিরেকে আর কেহ করেনা—নিল কুঠির সাহেবরা কেবল দাদন ও বিচ দেন তদশেওায় জমি পরিশ্রম এবং নিলের জন্মা অজন্মা প্রভৃতি সকল দায় প্রজার।

৭০ দফা—নিলের চাশি প্রজাদের যে দুর্দ্দশা অবস্থা তাহা গবর্ণর সাহেবকে জ্ঞাত করা আমরা কর্ত্তব্য কর্ম্ম জানিয়াছি কারণ এ বিষয়ে একাল পর্য্যন্ত দৃষ্টিপাত হয় নাই মিথ্যা করিয়া বর্ণন হইয়াছে এবং বোধগম্য হয়নাই—এদেশস্থ চাশি প্রজা দিগের অবস্থা তদারক করণ জন্য সরকার হইতে যে কমিসান নিযুক্ত হইবে তাহা প্রজারা বহুকাল অবধি আশা করিয়া রহিয়াছে এবং তন্মধ্যে যাহারা বুদ্ধিমান তাহারা আমারা কি জন্য নিযুক্ত হইয়াছি এবং আমরা কিকর্ম্ম করিবো বিলক্ষণ অবগত আছ—এবং আমরা প্রকাশ করিয়া কহিতেছি যে তদারক করিয়া দেখিলাম যে প্রজা আপন স্বেচ্ছাপুর্ব্বক কর্ম্ম করিতে পারে না এবং বিনা লাভে নিলের চাশ করিতে বাধ্য হয় এবং যদ্যপি স্বেচ্ছাপুর্ব্বক তাহা করে না তথাপি নালিষ না করিয়া সহ্য করিয়া থাকে—নিলকরেরা শুদ্ধ প্রজাদিগকে যথার্থ মূল্য না দেওার হেতুতে বর্ত্তমান নিলের চাশাবাদের প্রণালির যে কিছু দোশ আছে তাহা উৎপন্ন হইয়াছে—ঐ জন্যে ব্যাপক নিলের চাশ করিতে হইলে জমীদারি ক্ষমতা পাইবার জন্য জমীদারি ক্রয় করিতে হয় এই জন্য প্রজারা সুন্দর রূপে চাশ ও বুনানি ও ও নিড়ানি ও কাটাই করিলেক কি না তাহা তাহাদের সঙ্গে থাকিয়া তদারক করিতে হয় এই জন্যে বাঙ্গালিদের স্বভাব সিদ্ধ আলশ্য ও কর্ম্মে বিলম্ব করা এবং সত্য কথা গোপণ করা

এই সকল দোষ প্রকাশ করে এবং এই জন্যে প্রজা এবং নীলকরেরসহিত অবিচ্ছেদ-বিবাদ ঘটনা হইয়া আসিতেছে।

৭১ দফা—কিন্তু এপর্য্যন্ত প্রজাদিগের পক্ষে আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাধা করিয়া এই ক্ষণে তাহাদের বিপক্ষের যথার্থ কথা কহিতে হইবে

৭২ দফা—ইহা সকলে জানেন যে এদেশ হইতে যে সকল দ্রব্য রপ্তানি হয় তন্মধ্যে বিলাতে এবং অন্যান্য দেশে নিল বহু মূল্যে বিক্রয় হয়—ভারতবর্ষের পূর্ব্ব অঞ্চলের নিল অতি উত্তম বিশেষ নদিয়া ও যশোহর জেলাতে যে নিল জন্ম তাহা পৃথিবীর মধ্যে উৎকৃষ্ট।

৭৩ দফা—প্রতি বৎসর এদেশে ন্যূনাধিক এক লক্ষ পাঁচ হাজার মোন নীল জন্মে এবং তাহা দুইক্রোর টাকায় বিক্রয় হয়।

৭৪ দফা—এই দ্রব্যের রপ্তানি যদ্যপি এক কালে স্থগিদ কিম্বা কম হয় তবে রাজকীয় অথবা শভ্যতার বিবচনা দুর করিয়া কেবল বানিজ্যের বিষয় বিবেচনা করিলে ভারতবর্ষ ও বিলাতের অনেক ক্ষতি হইবে।

৭৫ দফা—তদসেওায় দেসেতে নিলকর সাহেবেরা না থাকিলে ভ তাহাদের দ্বারা যে সকল উপকার ও টাকা ব্যয় হইতেছে তাহা হইবেনা—

৭৬ দফা—রাজকীয় ব্যাপারে বিবেচনা করিতে হইলে বহু সাহেব লোক মফঃস্বলে বিস্তীর্ণ হইয়া বশতি করিলে সরকারের পক্ষে অনেক উপকার আছে—রাজ বিদ্রোহিতা অথবা অন্য কোন বিপদ উপস্থিত হইলে তাহাদের দ্বারা দেশের শান্তি রক্ষা হয় এবং গর সাষণ ও গোলযোগ ক্ষস্ত থাকিতে পারে—সরকারের রাজশাষণের প্রণালিতে কোন অন্যায় কর্ম্ম অথবা অত্যাচার হইলে তাহারা প্রথমে তাহা ভোগ করিবে অতএব তাহা দূরীকরণ জন্য তাহারাই অগ্রে নালিশও চেষ্টা করিবে—যদ্যপি কোন কর্ম্মচারি কুকর্ম্মান্বিত ও অথবা অলশযুক্ত অথবা অযোগ্য হয় তবে তাহাকে কর্ম্মশ্চ্যুত করিবার উপায় করিবে—সাহেবেরা কখনো২ অন্যায় নালিশ করিয়া থাকেন কিন্তু তথাপি সুচারু রূপে কর্ম্ম আমাদের পক্ষে জবরদস্ত নালিশের অপেক্ষা করে।

৭৭ দফা।—মোরান সাহেব ও অন্যান্য ব্যক্তির জবানবন্দীতে প্রকাশ হইয়াছে যে বহু অংশ নীলকুঠি কর্জ্জ করা ধনের দ্বারায় চলিতেছে এবং সেই ধনের জন্য অনেক সুদ দিতে হয় —অতএব নীলকরেরা তাহাদের চাসি প্রজাদিগকে অধিক মূল্য দেওয়া এবং আপনারা লাভ করিবার পূর্ব্বে প্রতি বৎসর তাহাদের ঋণ মায় সুদ পরিশোধ করিতে হইবে।

৭৮ দফা।—এইক্ষণে সাধারণ সুদের দর ১০ টাকার হিসাবে আছে অতএব সুদ্ধ দাদন ও মোট খরচের উপর এই সুদ দিতে হইলে নীলের খরচা অনেক বৃদ্ধি হয় কিন্তু প্রত্যেক কানসারাণে যে সকল বহু মূল্যের তালুক আছে তাহা সমেত কুঠি ক্রয় করা মধ্যবর্ত্তি ধনিব্যক্তির কর্ম্ম নহে—নীলকুঠির শংখ্যা ও তাহাতে প্রতি বৎসর যে পরিমানে টাকা ব্যয় হয় তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে ঐ কারণেনফঃসলে অনেক টাকা প্রচলিত হয়—যে স্থানে কুঠির মেনেজর এবং ছোট সাহেবেরা অবস্থিতি করেন সে সকল স্থানে অবশ্যই টাকা ব্যয় হয়—পশ্চিম অঞ্চলে এবং এ দেশে নীল বিচ খরীদ উপলক্ষে বিস্তর টাকা ব্যয় হয়—জেলার এবং কুঠির নিকটস্থ স্থানের অনেক বাসিন্দা লোকেরা নিয়মিত বেতনভোগী হইয়া কুঠি সকলের কর্ম্মচারিপদে নিযুক্ত আছে এবং তদ্দারা আপন জাতির মধ্যে মানবিশিষ্ট হইয়া আছে—নীল তৈয়ারির সময় মজুর প্রভৃতির জন্য অনেক টাকা ব্যয় হয় এবং এ সকল খরচ নির্ব্বাহ হইয়াও আমরা বিশ্বাস করি যে প্রজারা তাহাদের দাদন ও নীলের মূল্য পায়—নদিয়া জেলাতে নীলের জন্য প্রতি বৎসর ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয় অর্থাৎ কালেক্টরি খাজানা অপেক্ষা ৬ লক্ষ টাকা বেসি—ইহা অবশ্য মানিতে হইবে যে এই টাকা ব্যয় হওয়াতে সরকারী খাজানা আদায়ের অনেক সুবিদা হয় এবং অনেক গ্রামে টাকা প্রচলিত হয়—ওয়াটসন কোম্পানি অর্থাৎ যাহাকে বাঙ্গালিরা ওয়াষ্টীন সাহেব বলিয়া জানেন তাহারা নীলকর্ম্মের সময় মজুরের বেতন হিসাবে বহু টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন—তাহার বিষয় অত্যন্ত বৃহৎ এবং রাজসাহি প্রভৃতি তিন চারি জেলায় বিস্তীর্ণ —বাঙ্গাল ইণ্ডিগো কোম্পানিদিগের নদিয়া ও বারাসতে বহু

মল্যের কুটী ও জমীদারি আছে একত্র করিলে ৫ লক্ষ মুদ্রার ন্যূন মূল্য হইবে না।

৭৯ দফা।—নাবালচরের জমী অর্থাৎ যে সকল জমী আষাঢ় মাসে নদির প্রথম জলে ডুবিয়া যায় তাহাতে নীল ভিন্ন বৎসরের অন্য কোন প্রথম ফসল হইতে পারে না—এমন সকল স্থানে আগাড়ি ধান বুনিলে ও নদির জল বৃদ্ধি হওয়ার পূর্ব্বে তাহা পাকিতে পারে না—উচ্চ চর জমী যাহাতে শীঘ্র নদী জলেপ্লাবিত করে না তাহাতে আউষ ধান জন্মিতে পারে কিন্তু চাসারা চর জমী অপেক্ষা উচ্চ মাঠান জমীতে ধানের চাস করিতে যত্ন করে—উচ্চ মাঠান জমী অতিরিক্ত বুরুণা না হইলে কখন ডুবে না এই জন্যে চাসারা তাহাতে অন্য জমী অপেক্ষা ধান বুনিতে বিশেষ চেষ্টা করে—তথাপি কোন কানসারাণে প্রত্যেক গ্রামের সমুদায় জমী হিসাব করিলে তাহার ২০ অথবা ১৬ অংশের এক অংশ জমীতে নীল আবাদ হয় না—আমরা বোধ করি যে নীলের চাসে জমীর উর্ব্বরা গুণের কোন হানি হয় না এবং জমীতে নানাপ্রকার ফসল জন্মিলে তাহার অনেক উপকার সম্ভাবনা হয়—চাস আবাদের প্রস্তাবে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে জমীতে কেবল ধান বুনানি না করিয়া তামাকু ও ইক্ষু প্রভৃতির ন্যায় নীল বুনানি করাতে উপকার আছে—যদ্যপি নীলের চাসে প্রজার লাভ হয় তবে এইক্ষণে যশোহর ও নদিয়ার কোন২ স্থানে প্রজারা দাদন না লইয়া যে প্রকার নীল বিচ উৎপত্তি করে সেই প্রকার প্রজারা অন্য২ লাভের ফসলের ন্যায় অবশ্য আপন লাভের জন্য নীল চাস করিতে প্রবর্ত্ত হইবে—এপ্রকার বিবেচনা করিলে কোন জেলাতে একবালে নীলের চাস রহিত হইলে আমাদের অত্যন্ত দুঃখ হইবে কারণ অন্যান্য ফসলের ন্যায় নীলে প্রজার উপকার হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

৮০ দফা।—রিলি ও টেসশ্চি ও ফারলাং সাহেবদিগের জবানবন্দী দ্বারা আমরা ধার্য্য করিয়াছি যে নীলকর সাহেবেরা এদেশের অনেক জঙ্গল পরিষ্কার করিয়াছেন—এবং তাহাতে সুদ্ধ নিজ আবাদ চাসের উপকার হইয়াছে এমন নহে অনেক নুতন প্রজাও বৃদ্ধি হইয়াছে—প্রথমে এই সকল স্থানে কুঠির

চাকর লোকেরা আবাদ করিয়াছে কিন্তু ক্রমে তথায় প্রজা পত্তন হইয়াছে বিশেষ নীলকর সাহেবেরা প্রজার দ্বারা নীলের চাস চালাইতে অধিক ইচ্ছুক অতএব প্রজা পত্তনের প্রতি বিশেষ যত্নবান হইয়াছেন।

৮১ দফা।—যেসকল স্থানে নীল জন্মে না সে স্থানের প্রজা অপেক্ষা নীল দাদনের প্রজার অবস্থা ভাল কি মন্দ তদ্বিষয়ে অনেক অনৈক্য সাক্ষ্য বাক্য প্রাপ্ত হইয়াছি—কিন্তু যে স্থলে ইহা প্রকাশ হইতেছে যে নীল চাসে প্রজারা লভ্য পায় না এবং হুগলি ও বারাশত এবং বাকরগঞ্জে মোরেল সাহেবের জমীদারীতে প্রজারা নীল না বুনানি করিয়া ধনি ও সুখি হইয়া আছে তাহাতে এই সকল প্রজা অপেক্ষা কিসে নীল দাদনের প্রজারা সুখে আছে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

৮২ দফা।—আমরা এই চাহি যে নীলকর ও প্রজার মধ্যে অন্যান্য ব্যবসার ন্যায় উভয়ের সম্বন্ধে উভয়ের লাভ হইবে এবং কেহ কাহারো অধিন হইবে না—সাহেবেরা মফঃসলে উপস্থিত থাকিলে তাহারা জঙ্গল পরিষ্কার ও রাস্তা তৈয়ারি এবং কোন অত্যাচার ও অপহুবের কর্ম্ম ঘটনা হইলে তাহা নিবারণ করিবার চেষ্টা এবং তাহাদের ব্যবসার জন্য প্রতি বৎসর অনেক ধন ব্যয় করেন এই সকল কর্ম্ম আমাদের অবশ্যই প্রসংশা করিতে হইবে কিন্তু তাহাদের নীল আবাদের বর্ত্তমান প্রথা সমুদয় বদল না করিলে প্রজারা বর্ত্তমান বৎসরের ন্যায় নীল বিদ্রোহি হইয়া কখনো নীল কর্ম্ম করিবে না এবং উপরোক্ত উপকার স্বীকার করিবে না।

৮৩ দাফা—নীলকরেরা আমাদের তদারকের প্রতি কোন ব্যাঘাতে করেননাই বরং তাহারা খাতা ও কাগজ পত্রাদি দাখিল করিয়া এবং আপনারা সকলে স্বয়ং আসিয়া জবানবন্দী দিয়া আমাদের পরিশ্রমের অনেক লাঘব করিয়াছেন।

৮৪ দফা—নীলকরের বিরুদ্ধে যে সকল অত্যাচারের কথা প্রকাশ হইয়াছে তাহা এই ক্ষণে বিবচনা করিতে হইবে।

৮৫ দফা—মনুষ্য হত্যা পূর্ব্ব অপেক্ষায় ইদানিন্তন অনেক কম হইয়াছে—যদ্যপিও আমরা ৪৯টা ভারি২ আপরাধের কদ্দ পাইয়াছি কিন্তু সে সকল কর্ম্ম নানা স্থানে এবং ত্রিশ বৎসরের কালে হইয়াছিলো—যাহা হউক সঙ্গিন দাঙ্গা হেঙ্গাম

যাহাতে খুন ও জখম হয় তাহা এইক্ষণে অধিক ঘটেনা বিশেষ এই সকল ঘটনা যে শুদ্ধ নীলকরের এলাকায় উপস্থিত হয় এমত নহে—কারণ যে স্থানে নীলের চাস নাই সে সকল স্থানে ও ঘটিয়া থাকে।

৮৬ দফা—জেলার মেজেষ্ট্রর সাহেবদের চিটিতে প্রকাশ হইতেছে যে অনেক জেলার পাঁচ সাত বৎসরের মধ্যে এই রূপ ফেসাদে এক কালে ঘটনা হয় নাই অতএব আমরা পষ্ট দেখিতেছি যেপূর্ব্বেজমীদার ও নীলকরের মধ্যে যে সকল বৃহৎ দাঙ্গা ও লড়াই হইয়া এক২ বারে ১০।১২ খানা গ্রাম নষ্ট হইয়া হইয়া যাইত তাহা আর এই ক্ষণে উপস্থিত হয়না—নদিয়া জেলাতে ও ১৮৫৯ ও ১৮৬০সালের কএক বৎসর পুর্ব্বে এরূপ ঘটনা অতি অল্প হুইয়াছে—স্থানে২ ফৌজদারি মহকুমা স্থাপন হওয়াতে ও ১৮৪৮ সালের ৫ আইনের মর্ম্ম অনুসারে দাঙ্গা হেঙ্গাম ঘটিবার উযোগ হইলে তাহা না হইবার জন্য উভয় পক্ষের নিকট মুচলেকা ও জামিন লওয়াতে ও ১৮৪০সালের ৪ আইনমতে বিরোধীর জমীতে তৎকালে এক ব্যক্তিকে দাখিলকার রাখাতে দাঙ্গা হৈঙ্গাম নিবারণের এক উত্তম উপায় হইয়াছে—বিশেষ ইদানিং নীলকরেরা জমীদারী ও তালুক ক্রয় করাতে বিবাদের কারণ দুর হইয়াছে এবং অনেক বড়২ নীলকর সাহেবের বুদ্ধি ও কৌশলের জন্য বিবাদ হয়না।

৮৭ দফা।—এইক্ষণে কোন২ জেলায় পূর্ব্বাহ্নে যোগাড় করিয়া এবং অস্ত্রধারী লোক দিগকে ঠিকা বেতন দিয়া বৃহৎ দাঙ্গা করার প্রথা অতি অল্প হইয়াছে এবং অন্যান্য স্থানে এক কালে উঠিয়া গিয়াছে।

৮৮ দফা।—এক জন ভদ্র সাক্ষি যাহার চরিত্র আমরা অত্যন্ত মান্য এবং কথায় বিশ্বাস করি জবানবন্দীতে প্রকাশ করিয়াছেন যে তিনি অবগত আছেন যে নীলকরের দ্বারা বাজার হাট ও বাটী অগ্নির দ্বারা জ্বালাইয়া দেওয়া হইয়াছে কিন্তু অন্য কোন সাক্ষি দ্বারা এ বিষয় আমাদের নিকট উত্তমরূপে প্রমাণ হয় নাই—এই প্রকারের দুই এক বিষয় আমাদের নিকট কথিত হইয়াছে কিন্তু সে অগ্নি দৈবাৎ কি নীলকরের দ্বারা দেওয়া হইয়াছিল তাহা নিশ্চয় হয় নাই এবং যদ্যপিও আমরা নীলকর বর্গকে এ দোষে দোষী করি না তথাপি এ প্রদেশে

নীল সম্বন্ধের বিবাদে যে ঘর জ্বালানি হয় না তাহা আমরা বলিতে পারি না—এই প্রকার ঘটনা হইলে প্রায় আদালতে উত্তমরূপে প্রমাণ হইতে পারে।

৮৯ দফা।—নীলকরের সহিত প্রজার মনান্তর হইলে সেই সকল বাটী ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া ভিটাতে নীলকরেরা নীল বুনানি করেন—পাদরি বোমেচ সাহেব এবং অন্যান্য অতি ভদ্র এবং বিশ্বাসি লোকেরা এই প্রকার দৌরাত্ম্য এবং ভিটার উপরে নীল হইতে দেখিয়াছেন—কি জন্যে প্রজারা আপন ঘর বাটী পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে তাহা না জানিতে পারিলে আমরা নিশ্চয় কহিতে পারি না যে প্রজাদিগকে শাসন ও ভয় দর্শাইবার মানসে নষ্টামি করিয়া প্রজার বাটী ঘর ভাঙ্গিয়া ভিটাতে নীল বুনানি করে কি না—বাঙ্গাল ইণ্ডিগো কোম্পানি মেনেজর লারমোর সাহেব কহিয়াছেন যে তিনি এক জন প্রজার বাটী ভাঙ্গিয়া ফেলেন নাই—প্রজা আপন বাটী ত্যাগ করিয়া অন্য গ্রামে বাস করিতে গেলে তাহার পূর্ব্ব বাটী ও জমী আইনের প্রথানুসারে জমীদারের বিষয় হয় অতএব কোন ভিটার উপরে নীল দেখিলে ইহা নিশ্চয় করা যায় না যে ঐ ভিটাতে যে বাটী ছিল তাহা নীলকর নষ্টামি করিয়া ভাঙ্গিয়াছে কি না।

৯০ দাফা—আমরা বিবেচনা করি যে নীলকর সাহেবদিগের জানিত অথবা অজ্ঞাত সারে হউক বাটী ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলার প্রথা আছে এবং আমরা নিশ্চয় জানিয়াছি যে গুয়াতলি গ্রামের চারি জন গাঁতিদারের মধ্যে তিন জনের বাড়ি ঘর ন্যায় আসবাব ও জিনিস পত্র বিনষ্ট হইয়াছে এবং তাবত চারি জনের বহু মুল্যের গাঁতি জমা কাড়িয়া লইয়াছে বলিয়া তাহারা সর্ব্বদা নালিশ করিতেছে এবং কুঠির মেনেজের সাহেব অস্বিকার করিতে পারেন নাই যে গাঁতিদারেরা তাহাদের গাঁতি হইতে বেদখল হয়নাই।

৯১ দফা—স্ত্রীলোকের আবরুর বিষয়ে এদেসস্থ লোকেরা অত্যন্ত যত্নবান এবং অন্য কোন কর্ম্মে তাহারা এতো অপমাণ বোধ করেনা অথবা রাগান্ধ হয়না যদ্রূপ তাহাদের স্ত্রীলোকদিগকে অপমাণ করিলে হয় কিন্তু আমরা অত্যন্ত সুক্ষ্ম তদারক করিয়া দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে এ বিষয়ে আমরা

এই একটা নালিশ শেওয়ায় অন্য কোন ঘটনার কথা সুনিলামনা—এবং নালিসের বিসয় আমরা যত্ন পূর্ব্বক অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম যে এ স্ত্রীলোকের সতীত্ব ধর্ম্মের উপর ব্যাঘাত হয় নাই।

৯২ দফা।—নদিয়া জেলার মেজেষ্টর সাহেবের সম্মুখে এই মোকদ্দমা উপস্থিত হয় এবং তদ্বিষয়ে তাহার রিপোর্ট আমরা অবগত হইয়াছি।

৯৩ দফা।—কুঠির চাকর লোকেরা এই স্ত্রীলোককে যে বলপূর্ব্বক কুঠিতে লইয়া গিয়াছিল তদপ্রতি কোন সন্দেহ নাই কিন্তু মেজেষ্টর সাহেব কহেন যে বলপূর্ব্বক কুঠিতে লইয়া যাওয়া ভিন্ন তাহার শরীরের প্রতি আর কোন অত্যাচার হয় নাই—এবং ঐকুঠির সাহেব আমাদের বিশ্বাস জন্মাইয়াছেন যে সেই দিনপর্য্যন্ত তিনি আপন বাটীতে অনুপস্থিত ছিলেন কিন্তু ঐ স্ত্রীলোককে কুঠিতে আনিয়াছে জ্ঞাত হইবার মাত্র তিনি তাহাকে আপন বাটীতে পুনরায় পাঠাইয়া দিতে তৎক্ষনাৎ হুকুম দিয়াছেন—পরে তাহার শ্বশুরের সহিত কুঠিতে তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল কিন্তু সে ব্যক্তি তাহার নিকট ঐ বিষয়ের আর কোন কথা উপস্থিত করেনাই—অতএব আমরা বিবেচনা করি যে এবিশয়ে সাহেবের কোন দোষনাই—তথাপি দিবস কালে প্রকাশ্য রূপে যে কুঠির লোকেরা একটি গৃহস্ত স্ত্রীলোককে এই প্রকার বল পূর্ব্বক কুঠিতে আনিতে ক্ষমবান হইয়াছিল ইহাতে তাহারা রাজ শাষনের যে কিছু মাত্র ভয় করেনা এবং তাহারা অত্যন্ত দৌরাত্ম সালী তাহা বিলক্ষণ রূপে প্রকাস হইতেছে।

৯৪ দফা।—প্রজারা কুঠির হুকুম অমান্য করিলে কুঠির লোকেরা ঐ সকল অবাধ্য প্রজার বাস উচ্ছেদ করে গরু প্রভৃতি লুঠ করে এবং তাহাদের কএদ করিয়া রাখে—আমরা তদারক করিয়া দেখিলাম এবং অত্যন্ত দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছে যে প্রজা দিগকে নীলকরের দ্বারা তাহাদের কুঠি এবং গুদাম ঘরে কএদ রাখার প্রথা যে অত্যন্ত প্রচলিত আছে তদ্বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ পাওা গিয়াছে—গরু লুঠকরিয়া লওা সর্ব্বদা ঘটেনা কিন্তু সেজ সাহেব যিনি স্বয়ং নীলকর ছিলেন এবং

তৎসম্বন্ধে সকল বিষয় উত্তম রূপে অবগত আছেন কহেন যে নীলকরের মধ্যে একর্ম্ম সাধারণে ব্যবহার করে।

৯৫ দফা—নীল বুনিবার জন্য নীলকরেরা প্রজাদিগের খাজুরের বাগান ও চারা কাটিয়া জমী পরিষ্কার করে তদ্বিষয়ে অনেক নালিশ হইয়াছে এবং আমরা বোধ করি এই প্রকার দৌরাত্ম্য ও সর্ব্বদা ঘটিয়া থাকে।

৯৬ দফা—জনরব ও সুনা কথা অথবা অবিশ্বাসি সাক্ষিদিগের সাক্ষ্য বাক্য আমরা বিশ্বাস করিনা কিন্তু নিচের লিখিত অতি ভদ্র সাক্ষি ও অত্যাচার গ্রহস্থ ব্যক্তিদিগের জবাণবন্দীতে নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে গরু লুঠ করা ও কয়েদ রাখা এই দুই অত্যাচার সর্ব্বদা ঘটিয়া থাকে—পাদরি স্নুর সাহেব তিন দফা গরু লুটের বিষয় অবগত আছেন তন্মধ্যে দুই দফা তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন—মান্যবর ইডীন সাহেব নিজে ২০০।৩০০ গরু খালাস করিয়া দিয়াছেন—পাদরি লিঙ্কি ও বোমেচ সাহেব দুইব্যক্তির কএদ ও গোমের বিষয় ব্যক্ত করিয়াছেন এবং ঐ দুই ব্যক্তির মধ্যে এক ব্যক্তি আমাদের নিকট তাহার কএদি অবস্থায় যে আঘাত পাইয়াছিল তাহার দাগ তাহার শরীরে এবং মস্তকে আছে আমাদের দৃষ্ট করাইলেক এবং বোমেচ সাহেব আর এক ব্যক্তির গোমের কথা কহিয়াছেন—আর তাঁহার বাড়ির নিকটে এক প্রজার কলার বাগান ছিল সেই জমীতে নিলকর নীলবুনিবার জন্য বৃক্ষাদি সকল কাটিয়া নষ্ট করিয়াছিল—গনি দফাদার ও তাহার পিতাকে জখম করিয়া লইয়া কয়েক মাস পর্য্যন্ত কয়েদ করিয়া রাখিয়াছিল কিন্তু অনেক অনুরোধে তাহারা রাজিনামা দাখিল করিয়াছিল—কুঠির হুকুম অনুযাইক কর্ম্ম না করাতে গত বৎসর মহাম্মুদ ৮দিবসের জন্য কুঠির গুদামে কয়েদ ছিল—ঈশ্বরচন্দ্র চৌধুরি নামক এক ব্যক্তি মান্য ওধনাড্য গাতিদার তিন দিন পর্য্যন্ত ঐ প্রকার কয়েদ ছিলো কিন্তু তাহার রক্ষক দিগকে ঘুস দিয়া পলায়ণ করে—সধির বিশ্বাস আদন মণ্ডল ও ভবতারন হালদার ইহারা ও কয়েদ ছিল—মেজেষ্টর হারসেল সাহেবের জবানবন্দীতে প্রকাশ যে মুরসি দাবাদ হইতে এক ব্যক্তিকে ধরিয়া লইয়া গিয়া মুল্লদহতে কএদ করিয়া রাখিয়াছিলো ঐ ব্যক্তিতে তিনি খালাস করিয়াছিলেন—ইডিন সাহেব কয়েক মোকদ্দমার

কথা প্রকাশ করিয়াছেন—প্রথম শ্রেণীর দারোগা গিরিশচন্দ্র বসুর জবানবন্দীতে প্রকাশ যে টুপ ও লেডলি সাহেব উভয়ে এই প্রকার বেআইন কয়েদ করিয়া রাখিবার অপরাধে তাহারা শাস্তি পাইয়াছিল—জজ লেটোর সাহেবের জবানবন্দীতে টেসর্ণিও ও ফোর্ড সাহেব এই দুষ্কর্ম্মের জন্য শাস্তি পাইয়াছে প্রকাশ হইয়াছে—হাঁসখালির সিতল তরফদার ও ঐ প্রকারে গুম হইয়াছিল—মেজেষ্টর বেনব্রজের চালাকিতে কুঠির গুদামে এক কএদি ব্যক্তি খালাশ হইয়াছে—এবং সম্প্রতি আরমান নামক এক ছোকরা এই প্রকার কয়েদ হইয়াছিলো কিন্তু সে মোকর্দ্দমা পাবনার মেজেষ্টর সাহেবের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে তথাকার ডিপুটি মেজেষ্টর রফা করিয়া আপসে নিষ্পত্তি করিয়াছেন।

৯৭ দফা—যত প্রকার কুকর্ম্ম আছে তন্মধ্যে বল পূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া কএদ রাখা এদেশে গ্রেপ্তার করা অত্যন্ত কঠিন —কিন্তু উল্লেখিত অনেক মোকদ্দমার অসামিরা শাস্তি পাইয়াছে—কেবল আবাদি মণ্ডলের মোকর্দ্দমার সাক্ষি সাবুদ ও আবশ্যকির জোগাড় থাকিতে ও বিচার হয়নাই—যদ্যপিও যে সময় আবাদি কএদ হইয়াছিল সে সময় কুঠির আসল মালিক বিলাতে. ছিলেন এখানে ছিলেন না তথাপি এমন একটি বৃহৎ অত্যাচার ঘটিত কুকর্ম্ম উপস্থিত হইলে দেশাবচ্ছিন্ন লোকেরা ভীত হয় রাজ শাষণের প্রতি প্রজার অশ্রেদ্ধা জন্মে এবং সাহেবদিগের শততা ও ধর্ম্ম জ্ঞানের উপর লোকের বিশ্বাসের খর্ব্বতা হয়।

৯৮ দফা।—গাঁতিদার ও খোরদা তালুকদারের দ্বারা দেশের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে—অতএব ঈশ্বরচন্দ্র চৌধুরীর ন্যায় এক জন মান্য গাঁতিদারকে তিন দিবস পর্য্যন্ত কএদ করিয়া রাখা সামান্য অত্যাচারের বিষয় হয় নাই।

৯৯ দফা।—চৌধুরী মজকুর জবানবন্দীতে তাহার দুঃখের কথা মিথ্যা ব্যাপক করিয়া কহে নাই—সে ব্যক্তি অতি মান্য বংশোদ্ভব এবং পৈতৃক ধার্য্য জমা বদ্ধ তালুকের মালিক—কুঠিয়াল সাহেবেরা তাহার উক্ত গাঁতি জমা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করায় সে ব্যক্তি নারাজ হইয়াছিল এবং সেই অপরাধের প্রতিফলে কএদ হইয়াছিল।

১০০ দফা।—মফঃসলে নীলকর অথবা জমীদারদিগের

প্রজা অথবা অন্য কোন ব্যক্তি কথার অবাধ্য হইলে অথবা অন্য কোন বিপক্ষ আচরণ করিলে সেই ব্যক্তিকে কএদ করিয়া রাখার প্রথা এমন প্রচলিত আছে যে তদ্বিষয় প্রকাশ্যরূপে ব্যক্ত করার কোন শঙ্কা নাই—এক জন অতি মান্য শাক্ষিকে জিজ্ঞাসা করা গেল যে যদ্যপি কোন এক রেসমের চুক্তি করণীয় ব্যক্তি দাদন লইতে অস্বীকার করে তবে তাঁহারা কি করিয়া থাকেন তদুত্তরে তিনি স্পষ্ট কহিলেন যে তাহা হইলে তাহার বকেয়া দেনা তদ্দণ্ডে তাহাকে পরিশোধ করিতে কহিতাম এবং আদালতে বিচার শীঘ্র হইবার সম্ভাবনা না থাকিলে তাহাকে আমরা নিঃসন্দেহ আমাদের একটা গুদামে কএদ করিয়া রাখিতাম।

১০১ দফা—আমরা বিলক্ষণ অবগত আছি যে আইন অনুশারে নালিশ ও কর্ম্ম করিতে হইলে অনেক বিলম্ব ও ব্যঘাত হয়; দেশের পুলিসের কর্ম্ম চারিরা দুষ্কর্ম্মশালি এবং আদালতের বাঙ্গালি আমলারা অশত ও ঘুশখোর এই সকল কারণের জন্য সাহেবরা আইনের ক্ষমতা আপন হস্তে লত্রণ অর্থাৎ বেআইনী কর্ম্ম করেন—কিন্তু যে অপরাধে সাহেবরা তাহাদের প্রজাদিগকে কয়েদ করিয়া সাস্তি দিয় থাকেন সে আপরাধে এমন কোন দেশের আইন নাই যদ্দারা বিচার হইলে সেই সকল ব্যক্তি ঐ শাস্তি পাইত অর্থাৎ কয়েদ হইত—কএক বিঘার ফসল লইয়া দুই জমীদারে বিবাদ অথবা আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিলে ডিক্রী পাইবার আশায় এবং ভুমিতে ফসল পড়িয়া থাকিলে নষ্ট হইয়া যাইবে এই আশঙ্কায় কেহ কখন জবরদস্তিদ্বারা বিপক্ষকে বেদখল করিয়া স্বয়ং ফসল কাটিয়া লইয়া যায় এমন ব্যাপার ঘটিলে ঘটিতে পারে কারণ সেব্যক্তি ইহা কহিতে পারে যে তৎকালে ফসল নাউঠাইয়া লইলে তাহার সমূহ লোকশান হইবে—কিন্তু সুর সাহেব এবং ইডিন সাহেব যে সংখ্যার গরু লুঠ হইতে দেখিয়াছেন এ বং যে পর্য্যন্ত নীলকরের কথার বাধ্য না হইবে সে পর্য্যন্ত নিরাশ্রয়ী ব্যক্তিদিগকে সে জবরদস্তি দ্বারা গুদমে কএদ করা প্রভৃতি কুকর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইবার কি বিশিষ্ট ছাপাই যে হ- দেখইতে পারিবেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিনা—কথিত ইয়াছে যে শুদ্ধ নীলকরের নামে নালিশ করিতেনা পারেঅথবা

তাহার কোন কর্ম্মের ব্যাঘাত করিতে না পারে এবং তাহার শত্রুকে সহায়তা না দিতে পারে এমন ব্যক্তিকে আপন কর্ম্ম সামাধা পর্য্যন্ত কয়েদ রাখিয়া স্থানান্তর করে—এই কথায় দুষ্কর্ম্মের সাফাই হয় না বরং এই প্রথা যে প্রচলিত আছে তাহাই ব্যক্ত হইতেছে—কেহ২ কহিয়াছেন যে সুদ্ধ নীল-করেরা এ কর্ম্ম করে এমত নহে অন্যান্য ব্যক্তিরা ও গুম ওকয়েদ করে এবং এদেশে বহু কাল পর্য্যন্ত এ প্রথা প্রচলিত আছে; কিন্তু আমরা বিবেচনা করি যে অন্যান্য লোকে এবং বাঙ্গালিতে দুষ্কর্ম্ম করে বলিয়া যে সাহেবেরা তাহা করিবেন এমন কোন কারণ দৃষ্ট হয় না বরং সাহেবদিগকে অত্যন্ত ধর্ম্মশালি হইয়া শৎপথে থাকিয়া কর্ম্ম করা উচিত হয়—ইহা আরো কথিত হইয়াছে যে সকল নীলকরে এ কর্ম্ম করে না কিন্তু সে যাহা হউক এই ঘটনা এত্তো সর্ব্বদা হইয়া থাকে যে নীলকর বর্গকে এ দোশে দোশী বলিতে আমরা বাধ্য হইলাম।

১০২ দফা—প্রজাদিগকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া গিয়া কয়েদ করিয়া রাখা যে প্রকার প্রচলিত আছে তাহাতে আমরা বোধ করি যে এই প্রকার ঘটনা অনেক হইয়া থাকে এবং তাহা হাকীমদের গোচর হয় না—সুদ্ধ গোয়াঁর ব্যক্তিরা আপন জেদ রক্ষা করিবার জন্য এমন দুস্কর্ম্ম করিতে প্রবর্ত্ত হয়।

১০৩ দফা।—দুই বিপক্ষ তুল্য ধনি জমীদার টাকা ব্যয় করিয়া অস্ত্রধারী লোক নিযুক্ত রাখিলে উভয় অস্ত্রধারী দলে পরস্পর সাক্ষাত হইলে দাঙ্গা হইবার সম্ভাবনা থাকে এবং অনেক কারণের জন্য তাহা বড় নিন্দা ও করা যায় না যে হেতুক।

১০৪ দফা।—কোন এক বিষয় লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে এমন অবস্থা হইতে পারে যে তাহা রক্ষা না করিলে এক পক্ষের বিপুল হানি ও সর্ব্বনাশ হইতে পারে কারণ আদালতের স্থান দূরে স্থাপিত আছে এবং পুলিস আমলা হীন বল তাহারা সম্পুর্ণরূপে যথা বিহিত সহায় দিতে পারে না এমন স্থলে বল প্রকাশ করিয়া বিষয় রক্ষা না করিলে চলে না—কিন্তু একটি নিরাশ্রয়ী গরীব প্রজাকে বলপুর্ব্বক ধরিলে এবং কখনো সাঙ্ঘাতিক যখম করিয়া পুলিসের ও তাহার বন্ধুবর্গের অনুসন্ধান বিফল করিবার মানসে স্থানে ২ গোপন

করিয়া রাখার যে প্রথা চলিতেছে তাহা করিবার কোন আবশ্যক ও কারণ নাই এবং তাহা আমরা নিন্দা ভিন্ন করিতে পারি না।

১০৫ দফা—আমরা ভরসা করি যে ভবিশ্যত কালে সাহেবরা স্বয়ং এপ্রকার অত্যাচার করিতে ক্ষন্ত থাকিবেন এবং তাহাদের চাকর লোকেদের ও করিতে দিবেননা বরং অপর কোন ব্যক্তি এমন কর্ম্ম করিতে চেষ্টা করিলে তাহা নিবারণ করিতে ত্রুটি করিবেননা আর গবরর্ণমেন্টের কর্ম্মচারিদিগের উচিত হইবে যে যাহাতে এ প্রথা এদেশে আর ঘটনা না হইতে পারে তদপ্রতি বিশেস মনযোগ ও শাবধানী হইবেন কারণ অন্যান্য অত্যাচার অপেক্ষা বলপূর্ব্বক কয়েদ করিয়া রাখিতে ক্ষমবান হইলে অত্যাচার গ্রস্ত প্রজারা বিচার পাইবার নিরাশ্বাস হইয়া নালিষ করিতে অনিচ্ছুক হয় এবং তাহাদের শঙ্কা জম্মে যে সাহেবরা দোশ করিলে আইন মত তাহাদের শাস্তি হয়না।।

১০৬ দফা—কুঠির চাকর লোক ও আমলা দ্বারা অত্যাচার ও বলপূর্ব্বক টাকা আদায় করার বিষয় এই স্থানে বিচার করিতে হইবে কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাসানতে প্রায় তাবত নীলকর প্রকাশ করিয়াছেন যে নীলকর সাহেবদিগের সম্মুখে প্রজাদিগকে টাকা দেওা হয়।

১০৭ দফা—সাহেবেদের সাক্ষাতে প্রজাদিগকে টাকা দেওা হয় একথার প্রতি আমরা কিছু মাত্র সন্দেহ করিনা তথাপি আমলাদের অত্যাচারের বিষয় প্রজারা বারম্বার আমাদের নিকট নালিস করিয়াছে অতএব আমরা বিবেচনা করি যে সাহেবদিগের অমনযোগে এবং কর্ম্ম দক্ষতার অপটুতা অথবা বাঙ্গলাভাষা সুন্দর রূপে জ্ঞাত না থাকাতে এই ব্যাপার ঘটনা হইয়া থাকে—কেহ অঙ্গীকার করিতে পারেননাই যে সাহেবদিগের অসাক্ষাতে আমলারা দস্তরি টাকা লয় কিন্তু ইহাও আমরা জানি যে বাঙ্গলাদিগের হস্তে নগদ টাকার দেনা পাওনার তাঁর থাকিলে সকল স্থানেতে দস্তুরি লওার প্রথা আছে—কুঠির চাকর লোকেদের অল্প বেতনের প্রতি দৃষ্টি করিলে এবং প্রজারা দেওান গোমাস্তা ও আমিন ও তাকিদগির দ্বারা সেং রকমে টাকা আদায় হয় তাহা বিবেচনা করিলে

আমাদের বোধ হয় যে নীলকরেরা আমলাদিগকে উপযুক্ত শাষণে রাখেননা এবং প্রজারা ও শহসা আমলাদিগের বিরুদ্ধে সাহেবের নিকটে নালিস করিতে ভরসা করেনা যেহেতুক নালিস করিবার কিছু কাল পরে আমলা ঐ প্রজার নামে কর্ম্মের গফলত অথবা তছরুপাতি আদি মিথ্যা অভিযোগ করিয়া নীলকরের বিশ্বাস জম্মাইয়া তাহার গরু বাছুর ধরিয়া আনিয়া জরিমানা করাইতে পারে—আমরা শুনিয়াছি যে কুঠির কর্ম্ম করিয়া চাকর লোকেরা পাকা বাড়ি করিয়াছে এবং ইহা প্রকাস হইয়াছে যে কুঠির সাহেবের কর্ম্মের নিমিত্ত বিনা মুল্যে জেলার প্রজাদিগের নদিয়াবিস্তর অম্ব ও বাঁ-বশা গাচ এবং খড় প্রভৃতি কটিয়া লইয়া যায় এই বিষয় যদ্যপি ও আমরা সমুদায় বিশ্বাষ করিনা তথাপি অল্প বেতনের চাকর লোকেরা যাহারা কেবল আপ্নান মনিব ভিন্ন অন্য কাহাকে ভয় ক-রেনা এবং পুলিস ও আদালতের ক্ষমতার দুরে থাকে এমন সকল ব্যক্তিরা স্বাবকাশ পাইলে যে বিনা মুল্যে দ্রব্যাদি বলপুর্ব্বক লয় তদ্বিষয়ে আমাদের কিছু সন্দেহ নাই—সরকারি অনেক ছোট আমলাদিগের বিরুদ্ধে ও এই প্রকার নালিস হইয়া থাকে—যদ্যপি ও নীলকর সাহেব চেষ্টা করিলে এই প্রকার উপদ্রব অনেক নিবারণ হইতে পারে কিন্তু প্রজারা যে প্রকার রাগান্ধ এবং বিরক্ত হইয়াছে তাহাতে আমাদের বিবেচনা হইতেছে যে কোন২ স্থানে তাহাদের অনেক লোকসান হইয়াছে

১০৮ দফা—আমাদের স্থুল এই বিবেচনা হইতেছে যে জমী-দারের প্রতি নীলকরের যে ব্যাবহার তাহা অপেক্ষা প্রাজার প্রতি ব্যবহার অতি অশন্তোষজনক—জমীদারের ধন এবং পরাক্রম আছে এবং এক বিষয়ে তাহার কিঞ্চিৎ হানি হইলে ও তাহার পরিবর্ত্তে অন্য প্রকারের লাভ হইয়াছে।

১০৯ দফা—প্রথমে প্রজা স্বেচ্ছাপুর্ব্বক কি অনিচ্ছায় দাদন লইয়াছিল তাহা বিবেচনা করিবার কোন আবশ্যকনাই কারণ উভয় প্রকারে ফল তুল্য হইয়াছে অর্থাৎ দাদন লইলে পরে প্রজা চীর কাল নীলকরের অধিন হইয়া রহিয়াছে—যত প্রজা আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল তন্মধ্যে কেবল দুই জন প্রজা এই সনের প্রথমে নীলের দেনা পরিশোধ করিয়া খালাস হইয়াছে—কিন্তু এমন কোন ব্যক্তিকে

কেহ আমাদের নিকট উপস্থিত করিতে পারেনাই যে নীলের চাস করিয়া আপনাকে খালাস করিয়া পরে আর কখন নীল করিতে পুনরায় প্রবর্ত্ত হয়নাই—কুঠির হিসাবে প্রজাদিগের নিকট যে টাকা পাওনা আছে তাহা পরিষ্কার করিবার জন্য কোন উপায় করা হয়না অথবা টাকা আদায় করিবার মানষে আদালতে কখন নালিশ রুজু হয়না প্রজারা ও দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ঋণ গ্রহস্ত হইয়া আছে ও নীলকর সাহেবরা কহিয়া থাকেন যে প্রজাদিগেকে তাহাদের দেনা পরিষোধ করিতে দিলে কুঠি বন্ধ হইয়া যাইবে এবং নীল চাসের প্রতি সাহেবদিগের অনেক তদারক করিতে এবং আপ্ত রক্ষার জন্য নানা প্রকারে সাবধান হইতে হয়—নীলের বাণ্ডিল যথার্থ রূপে মাপ হয়না এবং নীলের জমী মাপের রসি অন্যান্য রসি হইতে অতিরিক্ত এবং কুঠিতে অনেক চাকর লোক নিযুক্ত আছে কিন্তু তাহাদের চরিত্র ভালনা এবং অল্প বেতন পায় তাহাদের অত্যাচার করিবার অনেক স্বাবকাশ আছে ধনবান প্রজা না হইলে অন্যান্য গরিব প্রজায় অতি অল্প নগদ মুল্য পাইয়া থাকে এবং চুক্তি নামা যেপ্রকার লিখিত হয় তাহা সকল বিবেচনা করিয়া দেখিলে যদ্যপি ও নীলকরেরা কহেন যে প্রজাদিগের নীলের চাস করিতে যে কিছু কষ্ট হয় তাহার পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে বিনা শুদে টাক কর্জ্জ দিয়া থাকেন এবং অন্যান্য দোরাত্ম হইতে রক্ষা করেন এবং গত ছয় বৎসর পর্য্যন্ত নীল উত্তম রূপে জন্মেনাই বিশেষ বাঙ্গালিদিগের চরিত্র ভালনা এবং আইনের দ্বারা সকল বিশয়ে উপকার প্রাপ্ত হয়না তথাপি এঅবস্থাকে অত্যন্ত মন্দ বলিতে হইবে এবং যত শীঘ্র বর্ত্তমান নীল চাসের প্রথা উত্তম রূপে পরিবর্ত্তণ হয় তাহা চেষ্টা করা কর্ত্তব্য হইবে—ফলিতার্থে গোঁয়ার লোকেরা এই প্রথা অনুসারে কর্ম্ম করিতে গেলে অত্যাচার এবং জবরদস্তি করে এবং ভদ্র ও ধীর ব্যক্তিরা এই রূপে কর্ম্ম চালাইতে পারেন যে প্রজারা প্রকাশ্য রূপে তাহার বিরুদ্ধে নালিশ করেনা।

১১০দফা—নীলকরেরা কহেন যে ক্রমশ কএক অজন্মা বৎসরে তাহাদের লাভ না হওাতে প্রজাদিগকে তাহারা লাভ দেইখতে পারেননাই এবং আদালতে বিচার ও উত্তম রূপে হয়না

১১১ দফা—শুদ্ধ নীলের জন্য যে দাদন দেওা হয় এমত

নহে অন্যান্য ব্যাবসা ও চাসাবাদে ও অনেক টাকার দাদন দেওা লওার প্রথা আছে এবং আফিম ও নমক পোক্তানে অতি অল্প বেতন ভোগী কর্ম্ম চারিদিগের দ্বারা প্রজাদিগের কর্ম্মের প্রতি তদারক হইয়া থাকে—যদ্যপি ও তদ্বিষয়ে আমরা বিশেষ কোন প্রমাণ পাইনাই তথাপি বাঙ্গালিদিগের চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি করিলে আমরা বিবেচনা করি যে উপযুক্ত তদারক হইলে ও আফিমের চাসি ও নমক পোক্তাণের প্রাজাদিগের প্রতি ও কিঞ্চিৎ অত্যাচার হওনের সম্ভাবনা থাকিতে পারে—কিন্তু আফিম ও নমক তৈয়ারির প্রথা হইতে নীলের চাসের প্রথা অনেক বিভিন্ন, আফিমে নিয়মিত সময়ে হিসাব নিকাশ হইয়া যায় এবং চাসি লোকের নামে অধিক দেনা হইতে পারে না এবং যে ব্যক্তি আপন কর্ম্ম সুন্দর রূপে করেনা অথবা চাস করিতে গফলত করে তাহার নাম খাতা হইতে তৎক্ষণাৎ উঠাইয়া দেয়, চাসি ব্যক্তি আপন স্বেচ্ছাপুর্ব্বক দাদন লয় এবং ইচ্ছা করিলে তাহার পর চাস ছাড়িয়া দেয়, এপ্রথা নীলের চাসে নাই—কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত কাশী ও বাহার অঞ্চলে অন্যান্য ফশল অপেক্ষায় আফিমের চাসে প্রজার অনেক লভ্য হইত, নীলের চাসে অতি উত্তম জন্মা বৎসরে যে লাভ করে তদপেক্ষাও আফিমের চাসিরা আফিমের অজন্মা বৎসরে লাভ করিত, কিন্তু ক্রমশ অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হওাতে আফিমের চাসের লাভ হ্রাস হইতে আরম্ভ হইলো এবং আফিমের চাসে প্রজারা এমন স্বাধীন যে কয়েক বৎসরের মধ্যে ৩০ হাজার প্রজা এক কালে আফিমের চাস উঠাইয়া দিলে সরকারের পক্ষে আফিমের চাসের যে অধক্ষ্য সাহেবরা আছেন তাহারা এই সকল প্রজাদিগের একটা কথা ও জিজ্ঞাসা করিলেন না যে কি জন্যে তাহারা চাস করিতে ক্ষ্যন্ত হইল—আফিমের চাসে প্রজাদিগের যথেষ্ট লাভ হয়না দেখিয়া সরকার হইতে গত বৎসর প্রজাদিগের দাদন অনেক বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন—বাহার অঞ্চলে যে প্রকার দ্রব্যের মুল্য বৃদ্ধি হইয়াছে তদ্রূপ কি এ দেশে জিনিস পত্রাদি মাহার্গ হয়নাই, কিন্তু কয় ব্যক্তি নীলের চাস করিতে ক্ষন্ত হইয়াছে এবং কয় ব্যক্তিকে নীলকরেরা চাস উঠাইয়া দিতে অনুমতি দিয়াছেন—এক ব্যক্তি ও না—ইহার কারণ পষ্ট রহিয়াছে, কাশী ও বাহার প্রদেশের আসা

মিরা স্বাধিন ও অনায়াশে আপন ইচ্ছাঅনুযায়ীক কর্ম্ম করিতে ক্ষমবাণ আছে কিন্তু পুর্ব্বোক্ত কারণে বঙ্গ দেশীয় প্রজারা নীলকরের অধীন এবং আপনারা যাহা মনে করে তাহা করিতে পারেনা।

১১২ দফা—অধিকাংস পুলিস আমলারা যে ঘুশ লয় এবং অশত তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেনা এবং ইহা অবশ্য বলিতে হইবে যে উত্তম পুলিসের অভাবে সকল ব্যবসা এবং চাস কর্ম্মের অনেক ব্যাঘাত হয়—নীলকর এবং প্রজার সাধারণ কর্ম্মের প্রতি পুলিসের হস্থ ক্ষেপন করিবার কোন ক্ষমতা নাই এবং তাহারা করেও না—নীলকরেরা যখন প্রজাদিগকে দাদন দেয় অথবা তাহার জমী তদারক করিতে যায় তাহাদিগকে পুলিস আমলারা কোন বাধা দেয়না কেবল বলপূর্ব্বক কোন এক জমী দখল এবং বুনানি করিতে গেলে পুলিসের সহায়তা আবশ্যক করে, এমত স্থলে কোন্ পক্ষকে পুলিস আমলারা অধিক শহায়তা দেয় তাহা সকলে বুঝিতে পারিবেন—নীলকরেরা প্রকাশ করিতে গোপন করেন নাই যে তাহাদের বিরূদ্ধে মন্দ ও মিথ্যা এতলা না করে এবং যথার্থ কর্ম্ম হয় এজন্য তাহারা পুলিস আমলাকে ঘুস দিয়া থাকেন—এমন অবস্থায় অর্থাৎ যখন অন্যান্য বাজারের দ্রব্যের ন্যায় পুলিশের শহায়তা ক্রয় করা যায় তখন যে ব্যক্তিরা অধিক টাকা ব্যয় করিতে পারে সেই ব্যক্তি পুলিসের দ্বারা লাভ করিতে পারে এবং নীলকরেরা ইহা অস্বীকার করেননা যে তাহাদের সহিত প্রজার বিবাদ হইলে পুলিস কর্তৃক তা-হারা কোন ব্যাঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১১৩ দফা—পুলিস দারোগাদিগের মধ্যে সকল ব্যক্তি অশত এমত নহে—ডিপুটি মাজিস্ট্রেট পদ পাইবার আশয়ে অনেক দারোগারা শত হইয়া কর্ম্ম করিতেছে এবং অনেক শাক্ষিরা প্রকাশ করিয়াছে যে এখন অনেক বুদ্ধিবান ও অপক্ষ পাতি দারোগা আছে—বিশেষ অতি অল্প দিবস হইল পুলিস আমলাদের বেতন বৃদ্ধি হওাতে অনেক ভদ্র বাঙ্গালিরা ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া পুলিস উৎকৃষ্ট হইবে।

১১৪ দফা—আমরা এমন কোন প্রমাণ পাইলামনা যাহাতে আমাদের সন্দেহ জন্মিতে পারে যে পুলিস আমলারা নীল

ও নীলকরদিগকে পছন্দ করেনা—কেহ২ কহিয়া থাকেন সরকারি কর্ম্মচারিরা নীলকরদিগকে দেখিতে পারেনা এবং তাহাদের এদেশ হইতে বহিস্কৃত করিবার চেষ্টাকরেন।

১১৫ দফা—আমরা যথাবিহিত তদারক করিয়া দেখিলাম যে ঐ অপবাদ কোন প্রকারে সত্য নহে—এক বার এক জমীদারের সহিত নীলকরের বিবাদ হওয়াতে সেই জেলার মেজেষ্টর সাহেব ঐ জমীদারকে ভয় দেখাইয়া লিখিয়াছিলেন যে সে ব্যক্তি শীঘ্র নীলকরের সহিত রফা না করিলে তিনি তাহাকে শাস্তি দিবেন—লারমোর সাহেব কহিয়াছেন যে দুই বিষয় শেওয়ায় সিঁবিল কর্ম্ম চারিদিগের হস্তে তিনি পূর্ব্বাপর শৎপরামর্শ ও শহায় প্রাপ্ত হইয়াছেন—ক্লার্ক সাহেব বর্ত্তমাণ সনে ও কোন বিষয়ে অশন্তোষ হন নাই—ফারলাং সাহেব কহিয়াছেন যে মেজেষ্টর সাহেবরা সঙ্গত রূপে যত দুঃর বন্ধুত্ব ব্যবহার এবং সহায়তা করিতে পারেন তাহা করিয়াছেন—ডন্বল সাহেব এক জন ডিপুটি মেজেষ্টরের কর্ম্মের বিষয়ে নালিশ করিয়াছিলেন কিন্তু উপরওয়লা তদ্বিষয়ে বিচার করিয়াছিলেন এবং সে পর্য্যন্ত তাহার প্রতি আর কোন উপদ্রব হয়নাই—অন্যান্য নীলকরেরা ও সরকারি কর্ম্ম চারিদিগের নিকট কোন কুব্যাবহার প্রাপ্ত হয়েন নাই —অতএব আমরা কোন প্রমাণ দেখিতে পাইলামনা যাহাতে বিবেচনা করিতে পারি যে সরকারি কর্ম্ম চারিরা নীল অথবা নীলকরের প্রতি বিরূদ্ধাচরণ করিয়া থাকেন।

১১৬ দফা—নীলকর ও প্রজার সহিত বিবাদ উপস্থিত হইলে পুলিশ ও সিবিল কর্ম্ম চারিরা কি প্রথানুসারে কর্ম্ম করিয়া থাকেন তদ্বিষয়ে বাঙ্গাল গবর্ণমেন্টের যে সকল কাগজ পত্রাদি পাঠাইয়াছেন তাহা আমরা পাঠ করিয়া দেখিলাম।

১১৭ দফা—যে হুকুমের প্রতি নীলকরেরা অত্যন্ত আপত্য করিয়াছেন এবং যাহা তাহারা কহেন যে নীলের চুক্তির বিষয় কিছু বিবেচনা না করিয়া কেবল প্রজার হীত জন্য প্রচার হইয়াছিল তাহা বারাশত জেলার মেজেষ্টর মাণব্যর শ্রীযুত ইডিন সাহেবের রোবকারীতে এই রূপ প্রকাশ আছে "যে হেতুক প্রজারা আপন জমীতে যে ফসল ইচ্ছা তাহা বুনিতে "পারে কেহ তাহাদের নারাজ করিয়া জবরদস্তী দ্বারা তাহাতে

"অন্য ফসল বুনানি করিতে পারিবে না অতএব হুকুম হইল যে "বজনিশ দরখাস্ত মিত্রহাটের শ্রীযুত ডিপুটি মেজেষ্টর মহাশয়ের "নিকট এই মানসে পাঠান যায় যে প্রজার জমীতে জবরদস্তি "দ্বারা বুনানি করণ উপলক্ষে কেসাদ না হইতে পারে তদ্বিষয় "খবরদারী করণজন্য প্রজার জমীতে পুলিশ আমলা মোতায়েন "করেন এবং সেই পুলিশ আমলাদিগকে এই হুকুম দেন যে ঐ "জমীতে অন্যায়রূপে অন্য কেহ হস্তার্পণ না করে "যদ্যপি রাইয়তেরা নীল কিম্বা অন্য কিছু বুনিতে চাহে পুলিশের "আমলারা এই মাত্র দেখিবে যে কোন গোলমাল না হয়।"

১১৮।—এই সকল হুকুম ইত্যাদি আইনের অনুযায়ী বটে এবং তাহা লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর সাহেব কর্তৃক বহাল হইয়াছিল এবং সময়ের গতিকে এই সকল হুকুম অন্যায় বোধ হওয়াতে আমরা স্বভাবত ইহাও বিশ্বাস করিতে পারি যেনীল-কর সাহেবদের উপকারার্থে অন্যান্য মাজিস্ট্রেট সাহেবানেরা বিপরিত হুকুম প্রচার করিয়াছেন আর আমরা ইহাও দেখি-তেছি যে মেষ্টর গ্রোট নামক একজন পারদর্শি কমিস্যনর সাহেব ঐ উপরোক্ত হুকুম অগ্রাহ্য করিয়া অন্য একটা হুকুম এই হেতুতে প্রচার করিয়াছেন যে" ঐ হুকুমের এমত কোন অর্থ নয় "যে যে সকল প্রজা নীলের কুঠির সঙ্গে কারবার করিতে "আরম্ভ করিয়া কোন ছলনার দ্বারা কর্ম্ম হইতে ক্ষ্যান্ত রহিয়াছে "সেই সকল প্রজাদিগকে পুলীস হইতে আশ্রয় দেওয়া যায়"। যে হেতুক এই সকল ঘটনা যথার্থ হইয়া ছিল; যে হেতুক নীলকর সাহেব প্রজারা আপন২ দাদন অনুসারে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করে কি না ইহা দেখিবার নিমিত্ত নীলের বিচ সহিত আপনার লোক সমুদায় স্থানে পাঠাইয়া থাকেন যে হেতুক কোন প্রজা কোন ছলনাবশতঃ (যে ছলনা বিচারে যথার্থ ছলনা বোধ হইত) নীল না বুনাতে পুলীশের আমলা কর্তৃক আশ্রয় পাওয়ার অযোগ্য বোধ হইয়াছিল, এমত স্থলে ঐ সকল হুকুম যে নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধ হইয়াছিল তাহা কোন প্রকারেই প্রমাণ হইতেছে না।

১১৯।—নীলকর সাহেবদের প্রতি যে অনাদর কিম্বা অন্যায় আচরণ হইয়াছে তাহা সত্য বোধ না করিয়া আমরা এই বিবেচনা করি যে মাজিস্ট্রের সাহেবানেরা প্রজাদের

অবস্থার প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি করেন নাই এবং তাহাদের আবশ্যকমতে কোন আশ্রয় কিম্বা সাহায্য প্রদান করেন নাই। আর আমরা ইহা কহিতেছি যে যদ্যপি মাজিষ্ট্রেট সাহেবানেরা উভয় নীলকর এবং প্রজার প্রতি সমানভাবে দৃষ্টি করিতেন তাহা হইলে কাহার কি প্রকার অভাব শীঘ্রই বিবেচনা করিতে পারিতেন। আমরা এই যথার্থ বিবেচনা করি যে ইংরাজী মাজিষ্ট্রেট সাহেবানেরা আপন২ স্বজাতীয় এবং স্বদেশীয় বন্ধুদিগের প্রতি বিশেষ আদর প্রকাশ করিতেন এবং তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া একত্র খানা খাইতেন এবং স্বীকারের স্থানে সাক্ষ্যাৎ করিতেন অথবা কখন২ স্বয়ং তাহাদের বাটীতে যাইতেন। এমত স্থলে নীলকর সাহেবদের প্রতি যে কোন অত্যাচার কিম্বা অন্যায় আচরন হইয়াছে তাহা তাঁহারা কোনমতেই কহিতে পারেন না।

১২০ দফা।—এইক্ষণে আমরা আমাদের শেষ বিষয়ের অর্থাৎ মিসনারি পাদরি সাহেবদিগের আচরণের বিষয় এবং গত বৎসরের ঘটনার বিষয় অনুসন্ধানে প্রবর্ত্ত হইলাম। সান্তি সাধনা ও সুনিয়ম প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত যে মিশনারি সাহেবানদিগকে দেশে২ পাঠান গিয়াছে সেই মিসনারি সাহেবদিগকে গোলমালের সূত্র বিবেচনা করিয়া তাঁহাদের প্রতি নীলকর সাহেবেরা অত্যন্ত রাগ প্রকাশ করিয়াছেন। কোন অত্যাচারের বিষয় শুনিবামাত্র তাহা অনাদর করাতে এবং নিরাশ্রিতদিগকে আশ্রয় দেওয়া উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া অগ্রসার হওয়াতে যদ্যপি কোন দেশের গোলমালের কারণ অথবা সূত্র হইয়া থাকে তবে আমরা নিশ্চিতরূপে বলিতেছি যে চার্চ মিসনারি সোসাইটির মিসনারি সাহেবানেরা এই রূপ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের নিজের কোন উপকারার্থে কিম্বা অন্য কোন ফল ভোগ করিবার নিমিত্ত যে তাঁহারা এই রূপ আচরণ করিয়াছেন তাহা নয়, কেবল চাস সম্পর্কীয় লোকের অর্থাৎ প্রজাদের সুখ ও সুনিয়মের নিমিত্ত করা হইয়াছিল।

১২১ দফা।—এই সকল ভদ্র লোক হইতে আশ্রয় এবং পরামর্শ গ্রহণ করা যে প্রজাদের প্রতি অত্যাবশ্যক তাহা আমাদিগের বিবেচনা অনুসারে যথার্থ এবং স্বভাব সিদ্ধ

বোধ হয় কারণ মিসনারি সাহেবানেরা প্রজাদের ভাষা বিশেষ-রূপে জ্ঞাত আছেন। তাঁহারা লোক সমাজে সহজে মিসিতে পারেন তাঁহারা মনুষ্যের আবশ্যকীয় প্রধান২ বিশয়ে তাহাদি-গের সহিত কথোপকথন ইত্যাদি করিয়া থাকেন এবং তাঁহারা অন্যান্য ইউরোপিয়ান সাহেবেরদের ন্যায় কোন বিশেষ কর্ম্মে অথবা বানিজ্য বিশয়ে ব্যস্থ আছেন বলিয়া লোকদিগকে সত পরামর্শইত্যাদি আবশ্যকমতে দিতে বিরক্ত প্রকাশ করেন না। মাষ্টার ব্লুমহার্ট এবং তাঁহার সঙ্গী অন্যান্য মিসনারিগণ যদ্যপি প্রজাদের নালিশের প্রতি অমনোযোগ করিতেন তাহা হইলে তাঁহারা অত্যন্ত নির্দয় বলিয়া পরিগণিত হইতেন বিশেষতঃ যখন ঐ সকল নালিশ ইত্যাদি তাঁহাদের মিসনারি সম্পর্কীয় কর্ম্মের ব্যাঘাত স্বরূপ বিবেচনা করিয়াছিলেন।

১২২ দফা।—আর এই পাদ্রিরি সাহেবগণ সম্পাষ্টরূপে অস্বীকার করিয়াছেন যে তাঁহারা কোন কথার দ্বারা কিম্বা কোন কর্ম্মের দ্বারা এই উৎসাহ প্রজ্জলিত করেন নাই বরং তাঁহারা রাইয়তদিগকে আইনের অনুবর্ত্ত হইতে ও আইনের কোন বিপরিতাচরণ না করিতে আর এই বৎসর নীল রোপন করিতে এবং যদ্যপি উপদ্রবিত হয় তবে উচ্চ আদালতে আপীল করিতে পরামর্শ দিয়াছেন এবং সহজে অন্য ধারণ করা যায় না যে খৃষ্টিনিয় কিম্বা শৎপথাবলম্বি কোন ব্যক্তি আর কি রূপে কর্ম্ম করিতে পারিতেন; বস্তুত পাদরি সাহেবদের উপদেশে যে রাইয়তগণ নীল বুনিতে অস্বীকার করিয়াছে এমত যে কথিত আছে তাহার সত্যতার বিষয় সম্পুর্ণ অমুলক।

১২৩ দফা।—পূর্ব্ব লিখিত মন্তব্য কথার দ্বারা এবং রাইয়ত ও নীলকরদের পরস্পার সম্বন্ধ জানিয়া আমাদিগের ধীর অভিপ্রায় এই হইয়াছে যে নদিয়া ও অন্যান্য প্রদেশের প্রজারা সম্প্রতি যে নীল বুনিতে অস্বীকার করিয়াছে তাহা সুযোগমতে কোন না কোন সময়ে প্রকাশ পাইত, লোকদিগের এই রূপ মনের ভাব প্রকাশ হওয়ার পক্ষে সকল মুল বস্তু প্রস্তুত ছিল; ঐ চাস বলপূর্ব্বক হইত তাহাতে কোন রাইয়ত অব্যাহতি পাইত না; সকল শৌভাগ্য বৃদ্ধির সময়ের উপযুক্ত লভ্য গ্রহণ করিতে না পাইয়া হটাৎ এই অভিপ্রায়

প্রকাশ করিয়াছে যে, গবর্ণমেণ্টের নীল চাসের যে স্বত্ব আছে বলিয়া লোকে কহিয়া থাকে তাহা অমুলক, যে তাবত ব্যক্তি ইচ্ছানুসারে দাদন লইতে কিম্বা অস্বীকার করিতে পারে, যে তাহারা স্বাধীন কর্ম্মকারক, যে বলপূর্ব্বক একর্ম্ম আর করা হইবে না, এবং যে এই সকল বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট ন্যায্য সাহায্য করিতে স্থির করিয়াছেন, যদি এই প্রকাশিত অভিপ্রায়ের প্রতি নির্ভর করিয়া তাহারা কর্ম্ম করে তাহাতে আমরা আশ্চার্য্য হইব না কিম্বা যদি জন সমাজে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইবার ইচ্ছায় তাহারা কখন কোন হুকুমের এবং ইস্তাহারের এমত সার ভাগ গ্রহণ করে যাহাতে তাহাদিগের মৎলবের সহিত ঐক্য হয় কিম্বা কখন২ ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহার মতলব ভুল বুঝে এবং মিথ্যা ব্যাখ্যা করে কিম্বা পূর্ব্বের পরস্পর সাহার্য্যের অক্ষমতা কিম্বা স্থিরতার সহিত তুল্য করিয়া প্রতিবন্ধকতার তেজ দৃঢ়তা এবং একত্রে কার্য্য করার ক্ষমতা প্রকাশ করে তাহাতে আশ্চার্য্য হইবার প্রয়োজন নাই।

১২৪ দফা।—নীলকরদিগের প্রতি প্রজা কর্ত্তৃক বিরুদ্ধাচরণ করায় ঐ স্থান বাসী জমীদারদিগের দ্বারা কিম্বা কলিকাতা হইতে কোন প্রেরিত দুতের দ্বারা ঘটনা হইয়াছিল তাহা আমাদের বিশ্বাষ করিবার কোন কারণ নাই; ফারলং সাহেব নিশ্চিত বিবেচনা করিয়াছিলেন যে তাঁহার এই ক্লেশ দুই জন জমীদারের দ্বারা হইয়াছিল. কিন্তু তাহাদের ক্ষমতা কেবল আপন২ এলাকার মধ্যেই সম্পূর্ণরূপে ছিল এবং ব্যক্ত যে বৃন্দাবন সরকার প্রতিবন্ধক হইয়াছিলেন, সে যাহা হউক কতকগুলীন জমীদার রাইয়তদিগকে কুমন্ত্রনা দেওয়া অস্বীকার করিয়াছেন, বরং এক জন কি দুই জন জমীদারে নীলকরের ন্যায় অল্প পরিমানে নোকসান সহ্য করিয়াছেন—জেলা যশোহরের নড়াইল নিবাসী শ্রীহরনাথ রায় তাহার নায়েবদের প্রতি এই রূপ হুকুম দেওয়াইয়াছিলেন যাহাতে নীলকুঠির অসুবিদা না হয়—হিল স্যাহেব আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে হরনাথ রায় ও আরএক ব্যক্তি জমীদারের নিকট অনেক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন।—প্রজারা এই প্রকার আচরণ ও স্বাধীনতা প্রকাশ করিতে গেল্লে সকল জমীদারের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা অতএব

জমীদারেরা প্রজাদিগকে এই কর্ম্ম করিতে উৎসাহ দিবে আমরা তাহা বিশ্বাস করিব না।

১২৫ দফা।—হিন্দুপেটরিয়ট নামক খবরের কাগজের সম্পাদক যিনি এই নীল বিবাদ সম্বন্ধে অনেক প্রকারে আকিঞ্চন জানাইয়াছেন ইতিপূর্ব্বে তাহার বিরুদ্ধে এমন এক জনরব উঠিয়াছিল যে তিনি মফঃসলে দুত প্রেরণ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি যে সাক্ষ দিয়াছেন তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে সে জনরব মিথ্যা এবং নূতন ১১ আইনের মোকর্দ্দমা সংক্রান্ত যে সকল মোক্তারেরা প্রজাদিগের পক্ষে আদালতে জওয়াব সওয়াল করিয়াছিল তাহাদের সহিত ভূম্যাধিকারির সভার কোন সম্বন্ধ ছিল না।

১২৬ দফা।—এই সকল মোক্তারদিগের মধ্যে কেহ রাইয়তদিগের সম্বন্ধে মোকদ্দমার তদ্বির করিতে নদিয়ায় গিয়া আইনমত প্রকাশ্যরূপে এবং উচিতমত কর্ম্ম করিয়াছিল, এবং তাহারা বিরোধের কর্ত্তা নহে।

১২৭ দফা।—যে সকল ব্যক্তিরা দুত প্রেরণের বিষয় অস্বীকার করে তাহাদের বক্তব্য এই যে নদিয়ার কোন হাকীমানের নিকট দুত প্রেরণের বিশয় দস্তুরমত কোন নালিশ উপস্থিত হয় নাই এবং কলিকাতা হইতে দুত হইয়া আসিয়াছে বলিয়া যাহাদের প্রতি সন্দেহ করিয়াছিলেন নীলকরেরা আমাদের নিকট তাহার এক ব্যক্তিরও নাম প্রকাশ করিতে পারেন নাই কেবল লারমোর সাহেব শুনিয়াছিলেন যে এক ব্যক্তি কলিকাতা হইতে আসিয়া তাহারি কোন গ্রামে বাস করিতেছে কিন্তু এ সম্বাদ শঠিক নহে এবং ঐ ব্যক্তির নাম যে রামধন বিসাস তাহা লারমোর সাহেবে তাহার জবানবন্দী দেওয়া হইলে পর অবগত হইয়াছিলেন—মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামক এক জন ধনি ব্যক্তি যাহার প্রতি কুমন্ত্রনার তহমৎআনা হইয়াছিল তিনি আমাদের নিকট প্রমান করিয়াছেন যে তিনি ইস্তক মার্চ লাগাইদ জুলাই মাহা পর্য্যন্ত কলিকাতায় ছিলেন, বস্তুত এমত কোন যথার্থ প্রমাণ নাই যে কোন ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির আজ্ঞানুসারে রাইয়তেরা কর্ম্ম করিতেছে এবং আপন২ স্বত্ব রক্ষা করা ভিন্ন অন্য কোন রাজকীয় মতলব সম্বন্ধে আপন২ গ্রামের মণ্ডল সেওয়ায় অন্য ব্যক্তির অধীনে

থাকিয়া নিজ২ গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া জোটবদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু ইহা আমরা সত্য বলিয়া জানিয়াছি যে সর্ব্বসাধারণের উৎসাহ ভঙ্গ না হয় তজ্জন্য এক গ্রামের প্রজা অন্য গ্রামে যাতায়াত করিত।

১২৮ দফা।—গ্রাম্য চৌকীদার সকল আপন২ গ্রামের প্রজাদিগকে এই গোলমালের সময় শহকারিতা করিয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই কিন্তু চৌকীদারেরা যথার্থ পুলীশের কোন অংশ নয়, আর ঐ সহকারিতা সম্পুর্ণ স্বাভাবিক, কারণ তাহারা প্রজার দলের লোক—নদিয়ার হাকীমানের বিবেচনায় নীল রোপনের বিপরিতে পুলিশ দারোগাদিগের কোন কর্ম্ম দেখিতে পান নাই, দামুড় হুদার শ্রীযুক্ত জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব অশন্তব বিবেচনা করিয়া তাহাদের আচরণের বিষয় সম্পুর্ণ শন্তুষ্ট হন নাই কিন্তু দারোগাদিগকে মাজিষ্ট্রেট সাহেব পক্ষপাতিত্ব অপরাধে যৎকিঞ্চিৎ সাজা দিয়াছিলেন।

১৩০ দফা।—পাদরি সাহেবেরা ও গবর্ণমেন্টের কর্ম্মচারিরা প্রজাদিগকে এই মাত্র কহিয়া দিয়াছিলেন যে প্রজারা স্বাধীন ব্যক্তি এবং কাহারো গোলাম নহে, এই কথা কহাতে নীল আবাদের প্রতি যে হানিকর হইয়াছে তাহা আমরা বিশ্বাস করি না, নীল আবাদের বর্ত্তমান প্রথার প্রতি প্রজাদিগের মনে বহুকালাবধি বৈরক্তিতা জন্মিয়াছে, এবং এইক্ষণে তাহারা ইচ্ছা করিলে নীল বুনিবে এবং ইচ্ছা না হইলে বুনিতে হইবে না জানিতে পারিয়া কাজেই এক কালে নীল করিব না প্রতিজ্ঞা করিলেক অতএব ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে প্রজাদিগের মনের বিরক্ত এই গোলমালের প্রধান কারণ এবং তাহারা যে স্বাধীন ব্যক্তি তাহা জ্ঞাত হওয়া কেবল উপলক্ষ মাত্র হইয়াছে।

১৩১ দফা।—নীল আবাদের প্রতি প্রজাদিগের আন্তরিক ঘৃণা জন্মিয়াছে—যে ব্যক্তি তাহাদের সহিত কথোপকথন করে নাই এবং তাহাদের ভাব ভক্তি দৃষ্ট করে নাই, প্রজাদিগের মনে নীল আবাদের পক্ষে যে কত দূর অনিচ্ছা তাহা তাহারা বুঝিতে পারেন না—ভিন্ন২ স্থানের প্রজারা আমাদের জানাইয়াছে যে সাঁপগ্রস্ত হইলে মনুষ্যের যে প্রকার কষ্ট

পাইতে হয় সেই প্রকার জীবনাবধি নীল কর্ম্ম তাহাদের পক্ষে তাহারা জ্ঞান করিয়াছে, এবং এই সকল কথা তাহারা এমন প্রকারে প্রকাশ করিয়াছে যে চাসি ব্যক্তির নিকট তাহা শুনিবার কোন সম্ভাবনা নাই—কিন্তু নীলের অত্যাচার ভিন্ন তাহারা গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে অথবা সাধারণ ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে কোন বিষয়ের নালিশ জানায় নাই—অতএব আমরা বিলক্ষণরূপে বিবেচনা করিতেছি যে এই ১৮৬০ সালে নীলেরবিরুদ্ধে যে গোলমাল উপস্থিত হইয়াছে তাহা কখন না কখন অবশ্যই ঘটিত।

১৩২ দফা।—আমরা একাল পর্য্যন্ত অত্যন্ত সাবধান হইয়া বিচার করিয়া দেখিলাম এবং তদ্বিষয়ে আমাদের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলাম, কারণ এই গোলমালের সুত্রের বিষয়ে অনেক ব্যক্তির অনেক ভ্রান্তি হইয়াছিল—এইক্ষণে কি প্রকারে পুনরায় বিরক্ত প্রজাদিগের নীল আবাদ করিতে স্বীকার করান যায় এবং একাল পর্য্যন্ত যে২ স্থানে এই প্রকার গোলমাল উপস্থিত হয় নাই এবং প্রজারা নীল আবাদ করিতেছে তথায় কোন বিবাদ উপস্থিত না হয় তাহারকি উপায় আছে তদ্বিষয় আমরা বিবেচনা করিব।

১২৯ দফা।—মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা তাঁহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে ও তাঁহাদের এলাকা শৃঙ্খলাপূর্ব্বক রাখিতে পরিশ্রমের ত্রুটি করেন নাই, যদ্যপিও নীল রোপনের কালে তাহাদের চেষ্টা সম্পুর্ণরূপে সফল হয় নাই; তথাচ তাহা ধর্ত্তব্য নহে কারণ এই বৎসরের প্রথমে ও গত বৎসরের শেষেতে প্রধান মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বদলি হইয়াছিল এবং ফেব্রুয়ারি মাসে যখন রাইয়তদের কষ্ট হইয়াছিল তখন এক জন নূতন হাকীম জেলাতে আসিয়াছিলেন—যদ্যপি রাইয়তেরা প্রফুল্লিত হইয়া তাহাদের অবস্থার এবং সত্বের নূতন ভাবে রাগান্ধ থাকে কিম্বা ভবিষ্যৎ বিবেচনা না করিয়া কোন কার্য্য করিয়া থাকে তাহা অসম্ভব নহে যেমন জ্ঞানি এবং উৎসাহান্বিত ব্যক্তিরা অচেতন অবস্থা হইতে বিমুক্ত হইয়া সহসা কোন কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়।

১৩৩ দফা।—আমাদের অনুসন্ধানে আমরা যে সমস্ত বিষয় অবগত হইয়াছি তন্মধ্যে দ্বিতীয় প্রধান বিষয়টী এই দফায় কলম বদ্ধ করা গেল, আমাদের প্রথমে অবশ্য বলা

উচিত যে আমরা যে কিছু কহিতে উদ্যত হইলাম তাহা শুদ্ধ উপায় স্বরূপ ও পরামর্শ বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে, ক্রেতা কি বিক্রেতা নীলকর কি প্রজা ইহাদের মধ্যে চুক্তির মেয়াদ নিধার্য্য করা যদিও গবর্ণমেন্টের ক্ষমতাধীন হইতে পারিত তথাপি এতদ্রূপ ক্ষমতা কোন ক্রমে বাঞ্ছনীয় নহে, যাহাতে অনেক বহুদর্শী নীলকর সাহেবানের অভিমত থাকে বা যাহা বিবেচনামাত্র যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা হয়, এমত কোন পরিবর্ত্তনের উপায় যদি আমরা নিধার্য্য করিয়া দিই আর তাহা যদি গবর্ণমেন্টের বা অত্রস্থ কি ইংলণ্ডস্থ সভ্য ব্যক্তিরদের গ্রাহ্য হয় তবে কোন প্রথা সর্ব্বসাধারণের বিরক্তিজনক হইলে বা তৎপ্রথা প্রচালনের জন্য অকস্মাৎ কোন নুতন নিয়ম প্রচলিত হইলে যে সমস্ত বিপদ্ উপস্থিত হইবার সম্ভব তৎসমুদায় নিবারণ হইতে পারে।

১৩৪ দফা।—ব্যবসা মাত্রেই এই এক সাধারণ নিয়ম যে ব্যবসার দ্রব্যের অভাব হইলেই আমদানী হয়, আর এতদ্রূপ ব্যবসায়ী ব্যক্তিরা আপন ব্যবসায় দ্রব্যাদীর জন্য যথোচিত মুল্য দিতে কাতর হয় না এবং চাসি লোকেরাও যে আপনাদের আর্জ্জিত দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া তাহারা যে মূল্য পায় তদ্বারা তাহারদের ঐ ব্যবসার দ্রব্যাদি উৎপন্ন করা পোষাইতে পারে কি না তাহা তাহারা বিবেচনা করিতে পারে আর যে ব্যবসায় এতদ্রূপ প্রথা থাকে সে ব্যবসায় চাসি ও ক্রেতার উভয়েরই অবস্থা তুল্য, উভয়েই লাভ নোক্‌সানের সমান ভাগি—এতদ্রূপ প্রথায় চাসি বহু সময় ব্যয়ে ও বহু কষ্টে দ্রব্য উৎপাদন করিয়া অতি যৎকিঞ্চিৎ লাভ করে ও তজ্জন্য তাহাকে সময়ে২ তাহার খরচ পোষাইয়া দেওয়া উচিত এমত সব কথা উল্লেখ হয় না, এই সমস্ত বিবেচনায় এই নিয়ম করা উচিত যে কোন ব্যবসাতেই দাদন দেওয়া উচিত নহে, কেবল নগদ টাকা দ্বারা ক্রয় বিক্রয় হয়, অতএব জে ও. বি সণ্ডার্স সাহেব যে নিয়মের কথা কহিয়াছেন অথবা রেবারেণ্ড হিল সাহেব রেসমের কুঠী প্রভৃতির জন্য পাইকারের দ্বারা কোয়া ক্রয় করার নিয়মের বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন কিম্বা গবর্ণমেন্টের জন্য মাতব্বর২ খাতাদারেরা যে নিয়মে পোস্তা উৎপাদন করে ঐ রূপ কোন নিয়ম বাঙ্গালাদেশে নীল বুনান

করার জন্য সংস্থাপন করা উচিত, এমন অনেককুঠী আছে যে এক কুটী আর এক কুঠীকে হিংসা করে এমন অবস্থায় বা চাসিব্যক্তিদের যে রূপ চরিত্র তদ্বিধায় যে সমস্ত চাসিরা ব্যবসার জন্য নীল বোনে তাহারদের নিকট নীলের গাছ ক্রয় করা অসম্ভব কিন্তু নীলকর সাহেবান বেহারস্থ পোত্তার খাতা-দারদের মত মাতবর গাতিদার বা প্রধান২ রাইয়তদের সহিত এমত চুক্তি করিতে পারেন যে তাহারা তাহাদের জন্য এত বাণ্ডিল নীল বুনিবে এতদ্রূপ নিয়ম করিলে ঐ সমস্ত ব্যক্তিরা তাহারদের যে খানে ইচ্ছাও যে প্রকারে নীল বুনুগ না কেন বাজার মুল্যে উভয়পক্ষ রাজি হইলে চুক্তিতে যত বাণ্ডিল নীল দিবার কথা থাকে তত বাণ্ডিল নীল চুক্তির মিয়াদের মধ্যে কুঠীতে হাজির করিয়া দিবে। এক্ষনে রাইয়তি নিয়মে নীলকর আপনার জমীতে জেয়াদা নীল উৎপন্ন করাই-বার ইচ্ছায় চাসির প্রতি পুঙ্খানুরূপ তত্ত্বাবধারণ করায় যে সমস্ত অপকার ঘটে, উপরের লিখিতমত নিয়ম অবলম্বন করিলে সে সমস্ত অপকার ঘটিবার সম্ভব থাকিবে না।

১৩৫ দফা।—উপরের লিখিত উপায় সমস্তের মধ্যে যে উপায় হউক না কেন এক উপায় অবলম্বন করিলেই আর কোন গোলযোগ উপস্থিত হইবার সম্ভব থাকিবে না, যদি এ সমস্ত উপায় অবলম্বন করা একেবারেই অসম্ভব বোধ হয় বা বিশেষত সম্প্রতি দুরূহ বিবেচনা হয় তবে আমরা এই বলি যে তিরহুতে জমীতে উপস্থিত থাকিয়া নীলের চারা দৃষ্টে তাহার মূল্য অবধার্য্য করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার মুল্য দেওয়ার যে প্রথা আছে নীলকর সাহেবেরা ঐ রূপ প্রথা অনুযায়ী চলুন।

১৩৬ দফা।—তিরহুতে যে প্রথা আছে সে প্রথায় যে প্রজাদের খুব লাভ হয়, কি ঐ প্রথা আর সংশোধন হইতে পারে না আমরা এমত বলি না, তিরহুতের প্রথার এই এক গুণ আছে যে তত্রস্থ নীলকরেরা এক বৎসরের লহনা পর বৎসরে হিসাব হইতে বাদ দেয়, তত্রস্থ নীলকরেরা সকল চারার জন্য এক রূপ মুল্য দিয়া থাকেন না, তাহারা দুই তিন রকম মুল্য দিয়া থাকে যে চারা যে রূপ উৎপন্ন হয় তাহার তদ্রূপ মুল্য দেয়, বাঙ্গালার প্রজারা যাহারা দুই টাকা করিয়া

দাদন পাইয়া আসিয়াছে এরূপ প্রথা প্রচলিত হইলে তাহাদের বসিয়া কাল কাটাইবার বিলক্ষণ সুবিদা হইতে পারে অথবা নীল না বুনিয়া ধান্য চাস করিবার পক্ষে তাহাদের উত্তম উপায় হইতে পারে। কিন্তু উত্তমরূপ নীল উৎপন্ন করার জন্য যথোচিত মুল্য দিলে অর্থাৎ প্রজাদের যাহাতে লাভ হয় তাহারা এমত মুল্য পাইলে এ সমস্ত ঘটনা ঘটিবার সম্ভব থাকে না।

১৩৭ দফা।—উপরের লিখিত তিন প্রথার মধ্যে যদি কোন প্রথাই অবলম্বন করা শ্রেয় বোধ না হয় তবে বাঙ্গালা প্রদেশে এক্ষণে যে প্রথা প্রচলিত আছে তাহা উত্তমরূপ চলিবার জন্য কোন উপায় নির্দ্ধার্য্য করিয়া দেওয়া সুদ্ধ বাকী থাকে।

১৩৮ দফা।—অতএব প্রথমে আমার এই বলি যে চুক্তির ফারম যত শহজ হইতে পারে তত সোজা করা উচিত, আর চুক্তির নিয়ম সমুদায় যথোচিত স্পষ্ট করিয়া লেখা উচিত, অধিক দিবসের চুক্তি লওয়ার পদ্ধতি উঠাইয়া দিতে হইবে এবং প্রতিবৎসরান্তে পুঙ্খানুপুঙ্খ করিয়া হিসাব পরিষ্কার করা আবশ্যক, এসমস্ত বিষয় তাচ্ছল্য করিলেই প্রজাকে লহনায় আবদ্ধ হইতে হইবে এবং নীল বুনানির প্রতি ঘৃনা জন্মিবে, হিসাব যে পর্য্যন্ত কুটকচালে হউক না কেন তাহা যে সুন্দররূপ পরিষ্কার করা যাইতে পারে, আর লহনা বাকী পড়িবার সম্ভব থাকেনা, এবিষয় মে হলিং সাহেবের সাক্ষতার ও গাজিপুর ও পাটনা এজেন্ট কর্ত্তৃক প্রেনীত সাব ডিপুটী এজেন্ট মে কিং, মে পিউ ও মে উইলসন সাহেবানের চিটিতে এবং নিমকের ব্যবসা সম্বন্ধে মে সি চেপমান সাহেব যাহা কহিয়াছেন তাহাতে স্পষ্ট প্রতীত আছে—দাদন দিবার সময় খুব সাবধান হইতে হইবে, কোন পরবের সময় যদি কোন দৈন্য চাসি বিনা সুদে যৎকিঞ্চিৎ পাইয়া খুব সন্তুষ্ট হয় এবং নীল বুনিতে স্বীকার করিয়া পরে যদি অস্বীকার করে তাহা হইলে এ বিষয়ে নীলকরের নালিশ্র করিবার কোন অধিকার নাই। চুক্তি বারো মাসের জন্য গ্রহণ করিতে হইবে কিন্তু চাসি অপারগ হইলে যে পর্য্যন্ত চুক্তির মেয়াদ পুর্ণ না হয় সে পর্য্যন্ত তাহাকে চাস করিতে বাধ্য করা অনুচিত বা মেয়াদ পুর্ণ হইলে পুনরায়

তাহার নিকট চুক্তি গ্রহণ করা যুক্তিসিদ্ধ নহে, যদি কোন চাসিকে ভাল চাসি বোধ না হয় এবং এমত বোধ হয় যে সে লহনায় পড়িতে পারে তবে তাহাকে একেবারে ছাড়িয়া দেওয়াই উচিত আর তাহার সহিত চুক্তি করা বৈধ নহে, যদি তাহার নিকট কিছু লহনা বাকী থাকে তবে তাহা আদালতে নালিশ করিয়া আদায় করা উচিত, বেহারে আফিমের এজেন্সিতে এই রূপ প্রথা প্রচলিত আছে। পোস্তার চাস কর্ম্মে তিনবার দাদন দিয়া থাকে, এবং প্রথম বারের দাদন শোধ না হইলে দ্বিতীয়বার কি তৃতীয়বার দাদণ দেয় না, যদি কোন চাসি চাস করিতে গফলত করে এমত বোধ হয় তবে তৎক্ষণাৎ দাদন বন্ধ করে এবং যে দাদন দেওয়া গিয়াছে তৎসমুদয় আদায় করিবার উপায় চেষ্টা করে।

২।—ইষ্টাম্প কাগজ কুঠিয়ালেরা দিবে এবং তাহার মুল্য ও দিবে, ইহা হইলে প্রজারদের প্রতি বৎসর ইষ্টাম্পের জন্য খরচ লাগিবে না, এবং প্রজারদের যদি ভয় দেখাইবার প্রয়োজন না থাকে তবে সুদ্ধ নাম দস্তখৎ করাইয়া লইবার জন্য ও পরে আপন অভিপ্রায়মত চুক্তি প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত কুঠিয়ালদের আর সাদা কাগজ কিনিয়া রাখিতে হইবে না, কোন কুঠিতে ইষ্টাম্প কাগজের দরকার যদি না হয় কুঠিয়াল ও প্রজা যদি উভয়েই উভয়কে বিশ্বাস করিয়া মুখে২ চুক্তির কর্ম্ম সামাধা করে এমত হইলে আমাদের কোন খেদের কারণ থাকে না।

৩।—উভয়পক্ষের সম্মতিতে যে রূপ জমী পছন্দ করা যাইবে তদ্বিষয় চুক্তিতে লিখিত থাকিবে, আর জমী পছন্দ করিয়া লইবার বিষয় কুঠিয়াল যদি প্রজার প্রতি ভার না দেয় তবে যে জমী পছন্দ করা যাইবে তাহা স্পষ্ট করিয়া চুক্তিতে লিখিতে হইবে, নীলকরেরা জমী মাপিয়া লইবার সময় ১৪৪০০ ইস্কুয়ার ফিটে এক বিঘা এই নিরিখে মাপিতে হইবে অথবা সে স্থানের জমীদারির নিরিখে মাপ করিতে হইবে, নীল বুনানি করিবার জন্য যে জমী লওয়া হয় তাহা মাপিবার এক্ষণ যে প্রথা চলিত আছে তাহা প্রজারদের অসন্তোষজনক ও তাহারদের অভিপ্রায়মত নহে, প্রজারা আপনারদের লাভালাভ বিলক্ষণ জানে যদি লাভের জন্য

নীল বুনানি করে তবে যে দায় হউক না কেন যদি তাহাতে লাভ হয় তবে অবশ্যই নীল উত্তম জমীতে চাস করিবে নীলের বিঘার নিরিখ গবর্ণমেণ্টের ও সচরাচর বিঘার নিরিখ হইতে বড় নীলকরের বিঘার প্রতি প্রজারা নিতান্ত নারাজ এবং তদ্বিষয়ে তাহারা সর্ব্বদা নালিশ করিয়া থাকে, এই মাপ বহু কালাবধি প্রচলিত আছে বলিয়া ভাল বলা যায় না—এক মাপে জমীর খাজানা দিয়া অন্য এবং তদপেক্ষা অধিক মাপে ফসল দিতে কেহ রাজি হইবে না।

এই রূপ বিঘার মাপের পরিবর্ত্তন করা বড় কঠিন কর্ম্ম নহে—কেহ২ কহিয়া থাকেন যে কোন কানসারাণের এলাকা তিন চারি পরগণার মধ্যে আছে এবং প্রত্যেক পরগণায় জমিদারী রসি সতন্ত্র২ মাপ হইয়া থাকে—এই কথায় আমরা এই উত্তর দিতে পারি যে প্রজারা যে মাপে জমীর খাজানা আদায় করে সেই মাপে নীল দিতে অস্বীকার হইবে না, নারাজির আসল কারণ এই যে প্রজারা এক গ্রামে দুই প্রকার মাপে কারবার করিতে ত্যক্ত বোধ করে—সরকারের মঞ্জুরী যে মাপ প্রচলিত আছে সেই মাপে অথবা পরগণা দস্তুরের মাপে নীলকরেরা নীল মাপ করিয়া লইলে কোন আপত্য হইবে না।

৪।—নীল ঢোলাইয়ের খরচ প্রজার প্রতি বার না করিয়া নীলকরদিগের নিজের করা উচিত—অনেক কুঠিতে এই প্রথা প্রচলিত আছে কিন্তু যে স্থানে ঢোলাই খরচ প্রজার নামে বার হয় তথায় প্রতি বৎসর প্রজার ঋণ বৃদ্ধি হইতেছে—যদ্যপি ঢোলাইয়ের কর্ম্ম আঞ্জাম করিবার জন্য কুঠিতে যথেষ্ট লোক না থাকে তবে নগদ টাকা খরচ করিয়া প্রজার দ্বারা নির্ব্বাহ হইতে পারে।

৫।—নীলের বাণ্ডিল যাহাতে যথার্থ মাপ হয় তাহার কোন উপায় করা আবশ্যক—পশ্চিম অঞ্চলে নীলের গাচ ওজন হয় যদ্যপি এখানে সে প্রথা প্রচলিত না হয় তবে বাণ্ডিল মাপ করিবার জন্য এমন কোন উপায় করা উচিত যাহাতে নীল তৈয়ারির গোলমালের কালে অনায়াসে শীঘ্র এবং যথার্থ রূপে মাপ হইতে পারে অর্থাৎ যাহাতে উভয় পক্ষের কোন ক্ষতি না হয়।

৬।—প্রজার নিকট নীলের বিচের দাম লওয়া উচিত হইবে না—আমাদের ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে নীলের বিচের ৪ টাকা অবধি ৪০ টাকা পর্য্যন্ত দর হওয়াতেও নীলকরেরা প্রজার নিকট ।০ আনা অথবা ।।০ আনা অধিক দাম লএন নাই তথাপি প্রজার হিসাবে এই প্রকার খুচরা খরচ বার হওয়া আমরা এক কালে উঠাইয়া দিতে ইচ্ছা করি, কারণ ইহার দ্বারা প্রজার অনেক ঋণ বৃদ্ধি হয়, হিসাবের গোলমাল হয় এবং তদ্দ্বারা কুঠির চাকরেরা প্রজার প্রতি অনেক অত্যাচার করিতে পারে না, আমরা এই মাত্র দেখিতে চাহি যে প্রজা উচিত দাম পাইয়া চাস আবাদের এবং জম্মা অজন্মার ভার গ্রহণ করিবে এবং নীলকর অন্যান্য সকল খরচ নিজ হইতে করিবে।

৭।—নীলকাটা সমাপ্ত হইলে পর সেই জমীতে শীতকালের কোন ফসল আবাদ অথবা নীলের বীচের জন্য কাটা নীলের গাছের গোড়া নষ্ট না করিয়া তদ্দ্বারা নীল বীচ উৎপন্ন করিবে এইক্ষণে ঐ বীচ ফি মন ৪ টাকার হিসাবে কুঠিতে বিক্রয় করিতে বাধ্য হয় কিন্তু আমাদের অভিপ্রায় যে আগামী কালে প্রজায় বাজার দরে এবং যাহার নিকট ইচ্ছা বিক্রয় করিতে পারিবে—যদ্যপি পূর্ব্বে নীলের বীচের দর কম থাকাতে উক্ত প্রথানুসারে নীলের বীচে প্রজার কিঞ্চিৎ মুনফা থাকিত কিন্তু গত তিন বৎসর পর্য্যন্ত দর বৃদ্ধি হওয়াতে ঐ দ্রব্যে প্রজার তিন অবধি দশগুণ পরিমাণে লোকসান হইতেছে—নীলের পাতি এবং নীলের বীচ যদ্যপিও এক গাছ হইতে উৎপন্ন হয় তথাপি এই দুই কর্ম্মকে নীল আবাদের চাসের চুক্তির মধ্যে এক বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না।

৮।—যে২ স্থানে কুঠির এলাকায় জমিদারী অথবা তালুক আছে তথায় প্রজাদিগের সম্বন্ধে খাজানা ও নীলের হিসাব স্বতন্ত্র রাখা অত্যন্ত আবশ্যক হইবে—মোল্লাহাটী কানসারানের ঐ প্রথা চলিত আছে—এবং যদ্যপি এই প্রথা চালাইতে কিঞ্চিৎ বাহুল্য ব্যয় হয় তথাপি ইহাতে যে উপকার আছে—তদৃষ্টে ব্যয়াধিক্য সামান্য বোধ হইবে।

১৩৯ দফা।—উপরোক্ত প্রস্তাব আমরা কেবল আন্দাজে ব্যক্ত করি নাই, এই বিষয়ে অনেক ভাল নীলকরের অভিপ্রায়

দওয়া হইয়াছে এবং তজ্জন্য আমরা সকলে ঐক্য বাক্যে সরকার বাহাদুরের গ্রহণের জন্য সুপারিশ করিতেছি কারণ যে কোন নিয়ম পরিবর্ত্তন করা হউক যদ্যপি তাহাতে সরকারের সম্মতি থাকে তবে যে সকল নীলকরেরা দেশের উন্নতি বৃদ্ধি করিতে প্রস্তুত আছেন৹ তাহাদের দ্বারা অনায়াসে নূতন প্রথা প্রচলিত হইতে পারে।

১৪০ দফা।—নীলের বাণ্ডিলের দর ধার্য্য করিবার বিষয় আমরা কোন অভিপ্রায় করিতে পারি না—কেবল সাধারণ দোশের প্রতি দৃষ্ট করিয়া আমরা উল্লিখিত কয়েক দফা প্রস্তাব করিয়াছি—চাসের দ্বারা যে সকল দ্রব্য উৎপন্ন হইবে তাহার মুল্য নীলকর এবং প্রজাতে আপন২ লাভ লোকসানের এবং বাজার দরের প্রতি দৃষ্ট রাখিয়া ধার্য্য করিবে।

১৪১ দফা।—সাধারণ পক্ষে নীলকরেরা আপন২ চাকর লোকের কর্ম্ম ও চরিত্রের প্রতি প্রকৃত প্রস্তাবে দৃষ্ট রাখিতে আমরা তাহাদের পরামর্শ দিতেছি এবং চাকরলোকেদের লোভ নষ্ট করিবার জন্য সাধ্যানুসারে তাহাদের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া উচিত হইবে কারণ তাহা হইলে তাহারা প্রজাদিগের প্রতি অত্যাচার করিতে ক্ষ্যান্ত হইবে, তৎশেওয়ায় প্রজারা এবং মজুরেরা নীলকরের নিকট তাহার কোন কর্ম্মচারির বিরুদ্ধে অত্যাচার অথবা অন্য কোন বিষয়ের নালিশ করিলে যাহাতে তাহারা শীঘ্র সন্তোষ জনক বিচার প্রাপ্ত হয় তাহা নীলকরের করা উচিত হইবে—আমরা বিবেচনা করি যে নীলকরদিগের দ্বারা এই বিষয়ের গফলতের হেতুতে প্রজারা নীলকরের প্রতি এত বিরক্ত ও নারাজ হইয়া বর্ত্তমান সনের গোলমাল উপস্থিত করিয়াছে।

১৪২ দফা।—নীলকর ও প্রজার মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে তৎসংক্রান্তে সরকার হইতে কি প্রকার ব্যবহার করা উচিত হইবে তাহা আমরা এইক্ষণে বিবেচনা করিব—নীচের লিখিত কয়েক দফা প্রস্তাব উত্থাপন হইয়াছে এবং তদ্বিষয় আমরা সুন্দররূপে বিবেচনা করিয়া প্রত্যেক দফার প্রতি আমাদের যে অভিপ্রায় তাহা লিখিতেছি।

১।—নীলকর এবং জমীদারদিগকে বিনা বেতনে আপনং এলাকার মধ্যে মেজেষ্টরি ক্ষমতার্পণ করার বিষয়।

২।—ফৌজদারী মহকুমার সংখ্যা বৃদ্ধি করার বিষয়।

৩।—পুলিশ সংক্রান্ত কর্ম্ম এবং কর্ম্মচারিদিগকে উৎকৃষ্ট করা এবং যাহাতে প্রজার বিষয় রক্ষা হয় তাহার বিষয়।

৪।—দেওয়ানী আদালতের কর্ম্মের প্রথার বিষয়।

৫।—১৮৫৯ সালের ১০ আইনের বিষয়।

৬।—এক জন স্পীসিয়াল অর্থাৎ বিশেষ ক্ষমতাপন্ন কমিস্যনর নিযুক্ত করার বিষয়।

৭।—চুক্তি ভঙ্গকরণ বিষয়ের আইন।

১৪৩ দফা।—ইতিপুর্ব্বে কয়েক জন নীলকুঠির অধ্যক্ষ সাহেবেরা বিনা বেতনে মেজেষ্টরী ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাহারা যে রূপ কর্ম্ম করিয়াছিলেন তাহাতে আমাদের বোধ হয় না যে তৎকালে তাহারা কোন অন্যায় অথবা বিশ্বাসঘাতক কর্ম্ম করিয়াছিলেন কেবল গুয়াতলি গ্রামের মিত্রদিগের এবং আমীর মল্লিকের মোকদ্দমায় নীলকর আপন স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য অসন্তোষজনক বিচার করিয়াছিলেন—গুয়াতলির মিত্রদিগের মোকর্দ্দমার বিষয় পুর্ব্বে লেখা গিয়াছে—আমির মল্লিক নীলকর মেজেষ্টর সাহেবের দ্বারা এবং তাহার বিচারে অত্যাচারগ্রস্ত হইয়াছে বলিয়া জেলার মেজেষ্টর সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিয়াছিল কিন্তু মেজেষ্টর সাহেব বিচার না করিয়া সেই নীলকরকে ঐ দরখাস্তের বিষয়ে শরেওয়ার হাল লিখিয়া পাঠাইতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন—এই বিষয়ে যথার্থ অবিচার হইয়াছিল কি না তাহা আমরা বলিতে পারি না কিন্তু আমির মল্লিক যে সুবিচার পাওয়ার আসা পরিত্যাগ করিয়াছিল তৎপ্রতি কোন সন্দেহ নাই—বিশেষ নীলকরদিগকে মেজেষ্টরি ক্ষমতা দেওয়ার পক্ষে এদেশস্থ সাধারণ লোকে অত্যন্ত নারাজ—বাঙ্গালা প্রদেশে হাকীমানদিগকে বানিজ্য অথবা চাস কর্ম্ম করিতে নিষেধ আছে, অতএব নীলকরদিগকে হাকিমী পদ অর্পণ করা এই নিয়মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ হইবে—মেজেষ্টর এবং জজ্ সাহেবদিগের প্রতি আপনং জেলাতে কোন ভূমি সম্পত্তি এবং বাণিজ্য এবং আপন প্রজার নিকট খাজানা আদায় করিতে নিষেধ আছে ..এবং

১৮৫৭ সালের পূর্ব্বে যে সকল ব্যক্তিরা এমন ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন তাহাদের প্রতি বিচারের ক্ষমতা প্রদান হইত না।

১৪৪ দফা।—রাজ শাসন সম্পর্কীয় কোন বিশেষ কারণ জন্য ১৮৫৭ সালে নীলকরদিগকে এই প্রকার বিনা বেতনে মাজিষ্ট্রেটি ক্ষমতার্পণ করা হইয়াছিল এবং এইক্ষণে ও ভারতবর্ষের অন্যান্য কএক স্থানে তাহা প্রচলিত করা যাইতেছে—কিন্তু বঙ্গদেশের যে অবস্থা তাহাতে এই প্রথা চলিলে ভাল হইবার সম্ভাবনার প্রতি আমরা অত্যন্ত সন্দেহ করি—যদ্যপি পূর্ব্বকাল এবং অন্যান্য দেশের লোক অপেক্ষা বঙ্গদেশের প্রজারা অনেক সভ্য ও বুদ্ধিমান তথাপি বিলাতস্থদেশের তুল্য নহে এবং কাজেই বিলাতে জমীদার প্রভৃতির হস্তে ফৌজদারী ক্ষমতা থাকাতে তথায় যে প্রকার উপকার হইতেছে তাহা এখানে হইবার সম্ভবনা নাই—পাদরি সাহেবদিগের নিকট আমরা শুনিয়াছি যে নীলকরদিগের প্রতি ফৌজদারী ক্ষমতা হওয়ার কালে প্রজারা অত্যন্ত ভীত হইয়াছিল এবং এই ক্ষমতার প্রভাবে তাহাদের সহিত কারবারি প্রজাদিগের প্রতি নীলকরেরা যে চিরকালের জন্য প্রজাদিগকে হস্তগত করিয়া রাখিবে তাহা তাহারা বুঝিয়াছিল—ইহা অনেকে কহিয়া থাকেন যে আইনের অনুমতি না থাকাতেও নীলকরেরা সকলেতে আপন২ কুঠিতে কাছারী করিয়া প্রজাদিগের মামলা মোকদ্দমা বিচার ও বিবাদ নিষ্পত্ত করিয়া থাকেন, এবং ঐ সকল কাছারিতে বহু লোকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নালিশ উপস্থিত করে —ইহা সত্য বটে—কিন্তু এই সকল কাছারীতে সুদ্ধ তুচ্ছ বিষয়ের অথবা কুঠির চাকর লোকেরা কাহারো প্রতি অত্যাচার এবং অন্যায় আচরণ করিলে তাহার বিরুদ্ধে নালিশ করিতে যায়—আমরা ইহা স্বীকার করি যে এই প্রকার কাছারি ও বিচার করা অনেক বিষয়ের জন্য উপকারি ও প্রসংসনীয় যে হেতুক প্রজারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তথায় যাইয়া নালিশ উপস্থিত করে; কিন্তু সরকারের জানিত হইলে নীলকরেরা ও তাহাদের চাকর লোকেরা এই উপলক্ষে প্রজার উপরে অত্যাচার করিবে এবং সকলকে তাহাদের নিকট নালিশ করিতে বাধ্য করিবে—এইক্ষণে নীলকরের সহিত প্রজার শতভাব নাই কিন্তু তদপেক্ষাও অধিক

শঙ্কতা জন্মিত যদ্যপি এখনো নীলকরের হস্তে ফৌজদারী কর্ম্ম অর্পণ থাকিত।

১৪৫ দফা।—যে জন্যে কিয়ৎকাল পূর্ব্বে বিনা বেতনে কয়েক জন জমীদার ও নীলকরদিগের হস্তে ফৌজদারী ক্ষমতা অর্পণ হইয়াছিল এইক্ষণে অনায়াসে গবর্ণমেণ্টের বিবেচনা অনুসারে শান্তিপুর ও মাগুরা প্রভৃতির ন্যায় স্থানে২ ফৌজদারী মহকুমা বৃদ্ধি করিলে সে দোষ সংশোধন হইতে পারে—আপন বাড়ি ছাড়িয়া দূরে যাইতে হইবে এই আশঙ্কায় প্রজারা অত্যাচারগ্রস্ত হইলে ও পারক পক্ষে আদালতে নালিশ করিতে আইসে না এবং তজ্জন্য আপন২ এলাকার মধ্যে প্রজায় প্রজায় বিবাদ উপস্থিত হইলে নীলকরেরা স্বয়ং বিচার করিয়া বিবাদ নিষ্পত্ত করে—আমরা স্বীকার করি যে ইদানিন্তন ফৌজদারী মহকুমার শংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে এবং ইডিন সাহেব বিবেচনা করেন যে জেলা বারাশতে অনেক ফৌজদারী মহকুমা থাকাতে তথাকার প্রজারা পরাক্রমের সহিত আপন২ স্বত্ব সাব্যস্ত করিয়াছে এবং কি নীলকর কি জমীদার তাহাদের প্রতি অত্যাচার করিতে পাবে নাই—সম্প্রতি দামুড় হুদা ও বনগ্রামে যে প্রকার মহকমা স্থাপন হইয়াছে, আমাদের ইচ্ছা যে২ স্থানে আবশ্যক হইলে সেই২ স্থানে এই প্রকার মহকুমা স্থাপন হয় এবং ইংরাজ ও বাঙ্গালি উভয় প্রকারের হাকীম তথাকার কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন—মহকমা স্থাপন হওয়াতে নীলকরের কোন ক্ষতি হইবে এমন বোধ হয় না কারণ কর্ম্মক্ষম এবং বিবেচক নীলকরেরা জানেন যে প্রজাদিগের সহিত তাহাদের যে সম্বন্ধ তাহাতে তাহাদের কুঠির নিকটাবর্ত্তি মহকুমা স্থাপন হইলে তাহাদের বরং লভ্য হওনের সম্ভাবনা।

১৪৬ দফা।—আমরা পূর্ব্বে যাহা উল্লেখ করিয়াছে তদতিরিক্ত এইক্ষণে পুলিশের বিষয় আমরা নুতন কোন প্রস্তাব করিব না—বিত্ত বিষয় এবং প্রাণ রক্ষার বিষয়ে আমরা যে জবানবন্দী গৃহণ করিয়াছি তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে একাল পর্য্যন্ত সাহেব লোকেদের প্রাণ ও কুঠি বাটী ও ধন ও জিনিষপত্র এবং ফসলের প্রতি ব্যাঘাত ঘটে নাই—কিন্তু পুলিস আমলারা খোরাকী অথবা ঘুষ না পাইলে তাহারা

মেজেষ্টর সাহেবদিগের নিকট যে যথার্থ কথা লেখে না তদ্বিষয়ে অনেক নালিশ উপস্থিত হইয়াছে কিন্তু আমরা বিবেচনা করি যে বেতন বৃদ্ধি হইলে বিদ্যান ও ভদ্রলোকে এই সকল কর্ম্ম করিতে স্বীকার করিবে এবং সাহেব হাকীমানেরা বিশেষ তদারক করিলে পুলীসের এই দোষ খণ্ডন হইয়া যাইবে—যাহা হউক পুলীস আমলারা যে অধিক কর্ম্মক্ষম হয় এবং তাহারা প্রকৃতরূপে অত্যাচার ও অন্যায় ব্যবহার দমন করিতে ক্ষমবান হয় তাহা আমাদের সম্পুর্ণ ইচ্ছা।

১৪৭ দফা অবধি ১৫৭ পর্য্যন্ত কেবল ১৮৫৯ সালের ১০ আইন ও আদালতের বিচারের নুতন প্রনালির কথার বিচার হইয়াছে নীল সম্বন্ধে কোন কথা নাই অতএব এই স্থানে অনাবশ্যক বিবেচনা করিয়া ঐ কয় দফা তরজমা হইল না।

১৫৮ দফা।—একজন ইস্পিসিয়ল কমিস্যনর এবং তাঁহার অধীনে দুই এক জন ডিপুটি কমিস্যনর মোকর্‌রর করিবার বিষয়ে আমরা বিবেচনা করিতেছি যে যাঁহারা এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন তাহাদের মন্তব্য কথা এই যে উল্লিখিত ইস্পিসিয়ল কমিস্যনর বর্ত্তমান সনে প্রজা ও নীলকরের মধ্যে যে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে তাহা রফা করিয়া দিবেন, জেলায় জেলায় ভমন করিয়া নীলকুঠি সকলের অবস্থার উপর এত্তেলা করিবেন, কেহ কাহার প্রতি অত্যাচার করিলে আপন ক্ষমতার দ্বারা তাহা দমন করিবেন এবং সুদ্ধ সন্তোষজনক বাক্য ও পরামর্শ দ্বারা নীলকর ও প্রজার মধ্যে সদ্‌ভাব স্থাপনা করিবেন; ডিপুটী কমিস্যনরেরা নির্দ্দিষ্ট স্থানে থাকিয়া নীলকর ও জমীদার এবং প্রজা সম্বন্ধে যে সকল মাল ও ফৌজদারী এবং আদালতের মোকদ্দমা উপস্থিত হইবে তাহা তাহারা বিচার ও নিষ্পত্ত করিবেন।

১৫৯ দফা।—উল্লিখিত ডিপুটি কমিস্যনরদিগকে তিন প্রকার ক্ষমতার্পণ করিবার জন্য এই কমিসনের অধিকাংশ সভ্যগণ কোন বিশেষ আবশ্যক দর্শি করেন না—যে সকল আদালতে এইরূপে ঐ তিন প্রকার মোকদ্দমা বিচার হয় তাহাদের নিকট হইতে ক্ষমতা উঠাইয়া লইয়া এক হাকীমের হস্তে সকল অর্পণ করা বাঙ্গালাপ্রদেশের শাসনের প্রনালীর বিরুদ্ধ আচরণ করা হইবে, বিশেষ কি জন্যে এই নুতন বাব-

হারে প্রবর্ত্ত হইতে হইবে তৎপক্ষে কোন কারণ দেখান হয় নাই, এইক্ষণে ফৌজদারী মোকদ্দমা মহকুমার হাকীমানেরা ও আদালতের মোকদ্দমা মুনসেফ মহাশয়েরা ও মালের মোকদ্দমা কালেক্টর এবং ডিপুটী কালেক্টর মহাশয়েরা বিচার করিয়া থাকেন কিন্তু যে প্রস্তাব হইয়াছে তাহা গ্রাহ্য হইলে এক ব্যক্তি জজ্ মেজেষ্টর ও কালেক্টর হইবেন এবং তাহা হইলে কেবল জমীদার ও প্রজা নারাজ হইবে এমত নহে নীলকরেরা ও তাহা পচ্ছন্দ করিবে না।।

১৬০ দফা।—বিপদগ্রস্থ হইলে বাঙ্গালা প্রদেশের তাবৎ নীলকরেরা উল্লিখিত ইস্পিসিয়াল কমিস্যনর সাহেবের দ্বারা উর্দ্ধার হইতে আশা করিবে কিন্তু তিনি একাকি ব্যক্তি সকল কুঠির প্রতি সুদ্ধ দৃষ্টিপাত ভিন্ন বিশেষ মনোযোগ করিতে ক্ষমবান হইবেন না—এই ইস্পিসিয়াল কমিস্যনর সাহেবের প্রতি ছোট অপরাধে জরীমানা করিবার ক্ষমতা অর্পণ হইলে জবরদস্তী দ্বারা যদ্যপি কেহ কোন চাস করিতে ইচ্ছা করে তবে কি প্রকারে তিনি তাহা দমন করিবেন এবং এইক্ষনকার মেজেষ্টর সাহেব হইতে তিনি বিশেষ কি উপকার করিবেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না—বিশেষ এই হাকীমের নিকট নালিশ উপস্থিত করিতে ও অনেক গোলযোগ ঘটিবে—প্রজারা কোন মোকদ্দমা মেজেষ্টর সাহেবের নিকট এবং কোন মোকদ্দমা এই নুতন ত্রিবিধ ক্ষমতাপন্ন হাকীমের আদালতে উত্থাপন করিবে তাহা বুঝিতে পারিবে না—এবং যদ্যপি এই বন্দোবস্ত হয় যে তাবৎ নীল সংক্রান্ত মোকদ্দমা এই নুতন হাকীমের নিকট উপস্থিত হইবে তবে যে সকল জেলাতে অধিক নীলকুঠি আছে সে সকল স্থানে মেজেষ্টর সাহেবেরদের নিকট এইক্ষণে যে পরিমানে মোকদ্দমা রুজু হয় তাহার অর্দ্ধেক ও তাহার নিকট থাকিবে না—এইক্ষণে জেলার মেজেষ্টর ও ফৌজদারী হাকীমানদিগের হুকুম ও বিচারের বিরুদ্ধে কমিস্যনর সাহেবের নিকট আপিল হইয়া থাকে অতএব ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে যে ১২ কি ২০ জেলার উপরে এক জন ইস্পিসিয়াল কমিস্যনর মোকরর হইয়া যে প্রকার বিচার করিতে পারিবেন তাহা হইতে বর্ত্তমান দুই তিন জেলার উপরে এক২ জন পারদর্শী ও বুদ্ধিমান কমিস্যনর

বিচারের দ্বারা সকলকে সন্তোষ করিতে পারেন—ইস্পিসিয়াল কমিস্যনর সাহেব বহুকাল অন্তরে এক২ জেলাতে উপস্থিত হইবেন এবং তথায় অধিক কাল অবস্থিতি করিতে পারিবেন না কাজে কাজে প্রজারা তাহার নিকট নালিশ করিতে যথেষ্ট সময় পাইবে না।

১৬১ দফা।—অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন যে আগামী শীতকালে প্রজারা নীল বুনিতে স্বীকার করিবে না কিন্তু আমরা বিবেচনা করি যে যদ্যপি নীলকরেরা প্রজাদিগকে স্বচ্ছন্দ মুল্য দিতে স্বীকার করেন তবে তদ্বিষয়ে আশঙ্কার চিন্তা করিবার আবশ্যক থাকিবে না এবং আমরা ইহাও ভরষা করি যে আপন২ কর্ত্তব্য কর্ম্ম ক্ষতি না করিয়া গবর্ণমেন্টের কর্ম্মচারিরা এই ব্যাপারে সাধ্যানুসারে যত্ন করিবেন এবং সকলকে শৎপরামর্শ দিবেন—এই শতপরামর্শ এবং বিচার সঙ্গত যত্ন করা ভিন্ন প্রস্তাবিত ইস্পিসিয়াল কমিস্যনর সাহেব আর কি কিছু অধিক করিতে পারিবেন এমন আমরা ভরষা করি না।

১৬২ দফা।—অন্যান্য দ্রব্যযাত তৈয়ারির কুঠি অথবা কারখানার সহিত নীলকুঠির, ও অন্যান্য কুঠির মজুর লোকের সহিত নীলকুঠির নীল আবাদ করণীয় প্রজার সহিত অনেকে তুল্য করিয়া থাকেন কিন্তু তাহা অন্যায়, হেতুক অন্যান্য কর্ম্মে মজুর লোকেরা যে কোন কর্ম্ম করে তাহা সেই কুঠির উপ-কারার্থে করিয়া থাকে কিন্তু নীল আবাদের প্রজারা যে নীল তৈয়ারি করে তাহা তাহাদের আপন লাভের জন্য করে—যদ্যপি বিলাতের তুলার কল অথবা কোন ইস্কুল ও জেহেল-খানার ন্যায় নীলকুঠিতে একটা ঘেরা বাটীর মধ্যে অধিক লোক জমা হইয়া প্রত্যহ নিয়মীত সময়ের মধ্যে কর্ম্ম করিত তবে ইস্পিসিয়ল কমিস্যনর অবশ্য প্রত্যেক কুঠিতে উপস্থিত হইয়া মজুরেরা কি প্রকারে আছে, নিয়মিত সময়ে বিদায় পায় কি না যথার্থ বেতন আদায় হয় কি না ইত্যাদি বিষয় তদারক করিয়া উভয় কুঠিয়াল ও রাইয়তদিগকে উপকার করিয়া উভয়-কে সন্তোষ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা হইবে না—যথার্থ কর্ম্ম করিতে গেলেই স্পিসিয়াল কমিস্যনর সাহেব অথবা তাহার নীচের ব্যক্তিকে দাদন দেওয়ার সময় প্রত্যেক কুঠিতে উপস্থিত

থাকিতে হইবে, তাঁহাকে গ্রামে২ ভ্রমন করিতে হইবে এবং কুঠির কর্ম্মচারিরা কি প্রকারে কর্ম্ম করিতেছে এবং কাহারো প্রতি তাহারা অত্যাচার না করিতে পারে তদ্বিষয় খবরদারী করিতে হইবে ও চাসি ব্যক্তিদিগের পশ্চাত২ ভ্রমন করিয়া তাহারা কি প্রকার আবাদ করিতেছে দেখিতে হইবে এবং চাসিব্যক্তি ও তালুকদারাণের নালিশ শুনিয়া নিষ্পত্ত করিতে হইবে— এই প্রকার তদারক ও কর্ম্মে কাহারো কল হইবে না অতএব নীলকর ও প্রজায় এমন বন্ধুত্ব ব্যবহার দেখিতে ইচ্ছা করি যে কাহারো কোন কর্ম্মে কাহারো এমত পুঙ্খানুপুঙ্খ তদারক না করিতে হয়।

১৬৩ দফা।—উপরোক্ত কারণ সকলের জন্য এই সভার অধিকাংশ মহাশয়েরা অর্থাৎ সভাপতি স্টিনকার সাহেব ও পাদরি সেল সাহেব এবং বাবু চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ইম্পিসিয়াস কমিস্যণর মোকরর করিতে অভিপ্রায় করিতে পারেন না—স্থানে২ নুতন ফৌজদারী মহকুমা স্থাপন করিলে, ভাল পুলীস আমলা মোকরর করিলে এবং হাকিমানেরা ভাল হইলে ইম্পিসিয়াল কমিস্যনরের আবশ্যক হইবে না।

১৬৪ দফা।—অপর কোন বাণিজ্য এবং চাসের জন্য কোন বিশেষ আইনের আবশ্যক নাই কিন্তু নীলকরের উপকারের জন্য বিশেষ আইনের প্রয়োজন হইবে কি না তদ্বিষয় আমরা এইক্ষণে বিবেচনা করিব—নীলের বিষয়ে যে দুই আইন আছে তাহা এই স্থানে উল্লেখ করিতে হইবে।

১৬৫ দফা।—কোন নির্দ্দিষ্ট ভূমীতে নীল বুনিবার জন্য যদ্যাপি বীচ অথবা ধন দেওয়া হয় তবে ঐ জমির উপরে দত্তা-ব্যক্তির স্বত্ব হয় এবং সেই ফসল রক্ষা করিবার জন্য উপায় প্রভৃতির বিষয় ১৮২৩ সালের ৭ আইনের লিখিত আছে—যদাপি কোন নীলকর এমন বিবেচনা করেন যে প্রজায় দাদন ও বীচ গ্রহণ করিয়া ফসল হস্তান্তর করিবে তবে ঐ আইনানু-সারে নীলকর চুক্তিপত্র সম্বলিত জজ্ সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিলে জজ্ সাহেব সরাসরীরূপে প্রমান লইয়া ফরীয়াদীকে জমির খাজানার দায়ীক করিয়া তাহাকে ফসল দেওয়াইতে পারেন।

১৬৬ দফা।—এই আইনের মর্ম্মানুসারে নির্দ্দিষ্ট জমিতে

নীল বুনা না হওয়াতে অথবা যে অন্য কোন কারণবসত হউক এই আইনমতে এইক্ষণে প্রায় কেহ নালিশ করিয়া মোকদ্দমা উপস্থিত করে না।

১৬৭ দফা।—নীলসম্বন্ধে দ্বিতীয় আইন ১৮৩০ সালের ৫ আইন—এই আইনের যে সকল দফাতে কুমন্ত্রনা দিয়া চুক্তি ভঙ্গ করা এবং করান অপরাধে মেয়াদের শাস্তি পাইত তাহা ১৮৩৬ সালের ১০ আইনে রদ হইয়াছে—এই আইনের কেবল এই মাত্র এখন প্রচলিত আছে যে যদ্যপি কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক নীলের ফসল নষ্ট করে তবে সে ব্যক্তি সাস্তি পাইবে এবং কোন প্রজা চুক্তি হইতে খালাস হইবার প্রার্থনা করিলে জজ্ সাহেব দরখাস্ত লইয়া সরাসরী তদারক করিবেন।

১৬৮ দফা।—উপরোক্ত দুই বিষয়ের এক বিষয় নুতন ফসল তছ্রুপাতি আইনের দ্বারা সংশোধন হইয়াছে এবং দ্বিতীয় দফা অনুযায়ীক প্রায় কোন প্রজা দরখাস্ত করে না।

১৬৯ দফা।—ঐ অর্থাৎ ১৮৩৬ সালের ১০ আইনের রদ হওয়া দফা সকল এইক্ষণে পুনরায় উত্থাপন করিয়া তাহাদের বাহাল করার প্রস্তাব হইয়াছে এবং তদ্বিষয় আমরা বিবেচনা করিব।

১৭০ দফা।—এই বৎসর যে নুতন আইন হইয়াছে অর্থাৎ ১৮৬০ সালের ১১ আইন তাহা ফলিতার্থে ১৮৩০ সালের উক্ত আইন নুতন করিয়া উত্থাপন হইয়াছে।

১৭১ দফা।—নীলকরেরা কহিয়া থাকেন যে প্রজায় স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দাদন লইয়া থাকে কিন্তু অজন্মা বৎসরে তৃতীয় ব্যক্তির পরামর্শে এবং কখন২ তাহাদের আপন অলশ ও শটতাপ্রযুক্ত চুক্তি অনুযায়ীক কর্ম্ম করে না—বৎসরের প্রথম বৃষ্টি পতন হইলে তৎক্ষণাৎ নীল বীচ ছড়ান না হইলে সে বৎসরে আর নীল হয় না—প্রজায় চুক্তি ভঙ্গ করিলে নীলকরেরা তাহার নামে নালিশ করিলে প্রজার দ্বারা চুক্তির কর্ম্ম আঞ্জাম লইতে পারিলে তাহাদের যত উপকার হয় তৎপরিবর্ত্তে তাহার নিকট খেসারত আদায় হইলে তাহা হয় না কিন্তু এইক্ষণে আদালতের যে প্রথা চলিত আছে তাহাতে এ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায় না—নীলকরেরা দাদন স্বরূপ প্রতি বৎসর বহু ধন ব্যয় করে এবং প্রজাকে দাদন দিয়া তাহারা

অবশ্যই প্রার্থনা করিতে পারে যে সরকার বাহাদুর এমন কোন নিয়ম করেন যে প্রজায় দাদন লইয়া চুক্তির কর্ম্ম ভঙ্গ না করে—নীল তৈয়ারির জন্য নীলকরেরা বহুধন ব্যয় ও পরিশ্রম ব্যয় করে বিশেষ যে স্থলে চাসার অতি অল্প অমনযোগ ও গফলতে নীলের চাস এক কালে নষ্ট হইতে পারে এবং নীলের চাসের ক্ষতি হইলে নীলকরের বিপুল ক্ষতি হয় ও মফঃসলে ইংরাজেরা একাকী অবস্থিতি করা হেতুতে তাহারা উপায়হীন হইয়া থাকে এবং বাঙ্গালি চাসারা অত্যন্ত অশৎ সে স্থলে নীলের চুক্তি অনুযায়ীক কর্ম্ম করিবার জন্য সরকার হইতে বিশেষ ও সরাসরী আইন স্থাপন করা নিতান্ত আবশ্যক, নীলকরেরা এই প্রকার তর্ক করিতেছেন।

১৭৯ দফা।—এই প্রস্তাব ধারণ করিবার জন্য ১৮১৯ সালের ৭ আইন ও ১৮৫৯ সালের ১৩ আইন ও ১৮৬০ সালের ৯ আইনের কথা উল্লেখ হইয়াছে কিন্তু তদ্বিষয় নীলের সহিত কোন সম্বন্ধ না থাকাতে এই রিপোর্টের ১৭৩ ও ১৭৫ ও ১৭৫ দফা তরজমা হওয়া আবশ্যক বিবেচনা হইল না।

১৭৬ দফা।—আমরা স্বীকার করি যে বসন্তকালে নীল বুনানি করা না হইলে ৯০ অথবা ১০০ দিবসের মধ্যে পরিপক্ক হইতে পারেনা অতএব বুনানির সময় প্রজায় নীল বুনানি করিতে অস্বীকার করিলে নীলকরের বহু ক্ষতি হয় এবং নালিশ করিলে সুদ্ধ খেসারতের ডিক্রী পাইতে পারেন; কিন্তু এই এক হেতুবাদ ভিন্ন বিশেষ আইন চালাইবার জন্য নীলকরে আর কোন কারণ দর্শাইতে পারেন না বরং এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অনেক হেতুবাদ উল্লেখ করা যাইতে পারে—ইহা কেহ আমাদের নিকট প্রমান করিতে পারে নাই যে অন্যান্য কারবারে এদেশস্থ চাসি ব্যক্তিরা অশত ব্যবহার প্রকাশ করিয়া থাকে—রেসম চামড়া এবং পাঠ কোষ্টার জন্য প্রত্যেক বৎসর বিস্তর টাকা দাদন দেওয়ার প্রথা আছে এবং ফসলের মাতব্বরিতে মহাজনেরা প্রজাকে বহু ধন কর্জ্জ দিয়া থাকে কিন্তু এই সকল কারবারের মহাজনেরা তাহাদের কারবার চলে না বলিয়া কখন নীলকরের ন্যায় বিশেষ আইনের প্রার্থনা করে না বরং মরেল ও এস হিল ও ইডিন সাহেবান ও বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধায় ও এ ফারবস সাহেব সাক্ষ্য দিয়াছেন যে যে সকল কর্ম্মে প্রজাদিগের লাভ হয়

তাহাতে তাহারা অশত আচরণ করে না—ইহাতে আমাদের এক কথা স্পষ্ট বিবেচনা হইতেছে যে ধানের ও কোষ্টার চাসে ও চামড়া বিক্রীতে প্রজাদিগের লাভ আছে এবং মহাজনের সহিত ধানের কারবারে তাহাদের সুবিদা আছে—যদ্যপি তাহা সত্য হয় যে নীল আবাদের জন্য সরকার হইতে বিশেষ শহায়তা আবশ্যক করে তবে অন্যান্য সকল কারবারের জন্য ঐ প্রকার হইতে পারে।

১৭৭ দফা।—এদেশে যে সকল বানিজ্যের দ্রব্য জন্মে তাহার কারবারে যে প্রতি বৎসর বহু সংক্ষ টাকা ব্যয় হয় তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না কিন্তু যে স্থলে ঐ সকল করবার শংক্রান্ত ব্যক্তিরা তাহাদের কারবারের সুবিদার জন্য বিশেষ আইনের প্রার্থনা করে না এবং আবশ্যকমতে আদালতে নালিশ করিলে আদালতের বিচারকে নিন্দা করে না সে স্থলে কারবারের এক পক্ষ লোকের উপকারের জন্য বিশেষ নিয়মের আবশ্যক করে না তবে নীল আবাদের উপকারের জন্য এই প্রকার আইনের কি বিশেষ প্রয়োজন আছে তাহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

১৭৮ দফা।—নীলের উপকারের জন্য বিশেষ আইন করিবার জন্য আমাদের নিকট এত প্রার্থনা হইয়াছে যে তদ্বিষয় বিবেচনা করিবার জন্য ইতিপূর্ব্বে ঐ প্রকার যে সকল আইন চলিত হইয়াছিল তদ্বারা কি উপকার হইয়াছে তাহা দেখা কর্ত্তব্য—নীল কারবারের এক পক্ষের অর্থাৎ প্রজাদিগের প্রতি নিতান্ত অন্যায় করিয়া এবং নীলকরদিগের উপকারার্থে যে ১৮৩০ সালের ৫ আইন হইয়াছিল তাহা ১৮৩৬ সালে রদ হয় কিন্তু সে পর্য্যন্ত নীলকরেরা অধিক জমী-দারি ও ভূমি অধিকার করিয়াছেন এবং পূর্ব্ব হইতে তাহাদের মান ও ক্ষমতা অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে—লারমোর সাহেব সাক্ষি দিয়াছেন যে জমীদার হইয়া প্রজাদিগের উপর এতাধিক ক্ষমতা হয় যে দাদন না দিলে ও প্রজার দ্বারা নীল বুনানি করিয়া লওয়া যাইতে পারে—অতএব এইস্থলে এই কথা জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে যে সকল কুঠিতে জমিদারী এলাকা আছে সেং স্থানে দাদন দেওয়ার কি আবশ্যক আছে অথবা এককালে দাদনের সকল টাকা না দিয়া ক্রমশ

যে পরিমানে চাস আবাদ হইবে সেই অনুসারে দাদনের টাকা কিস্তিবন্দী করিয়া কেন দেওয়া হয় না? বিশেষ এই বৎসরের যে নুতন আইন হইয়াছিল তাহার ফল উত্তম দর্শে নাই—গবর্ণমেন্টের এমন ইচ্ছা ছিল না যে নুতন আইনে যে সকল সাজার কথা লেখা ছিল প্রজা যথার্থ সেই অনুসারে শাস্তি পায় সুদ্ধ অন্যান্য বৎসরের ন্যায় বর্ত্তমান সনে ও প্রজারা নীল আবাদ করে এই অভিপ্রায়ে আইন করা হইয়াছিল—কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে আসার ঠিক বিপরীত ঘটনা হইল—আমরা অবগত হইয়াছি যে এক জেলায় এই আইনের সহায়তাক্রমে তথাকার হাকীমানেরা এই প্রকার কর্ম্ম করিয়াছিলেন যে প্রজারা নীল বুনিতে স্বীকার হইয়াছিল কিন্তু অন্য জেলায় প্রজারা নীল আবাদ করা অপেক্ষা তাহাদের সর্ব্বনাশ ও জেহেলখানায় কয়েদ থাকা স্বীকার করিয়াছিল—ইহা সত্য বটে যে অনেক প্রজায় এই আইনের মর্ম্ম বুঝিতে পারে নাই এবং বিবেচনা করিয়াছিল যে বিচারের কালে কুঠির সহিত দেনা পাওয়ানার হিসাব হইলে তাহারা নীলকরদিগের নিকট ফাজিল টাকা পাইবে কিন্তু সে যাহা হউক নুতন আইনের দ্বারা এপ্রকার ঘটনা হইয়াছিল যে বিশেষ আইনের জন্য শুপারিস করা দুরে থাকুক ঐ আইন বাহাল রাখিবার প্রস্তাব হইলে আমাদের শরীর দ্রব হইয়া যায়—নীল আবাদ করিতে প্রজাদিগের নিতান্ত অনিচ্ছা, ও নুতন আইনের দ্বারা বহুতর প্রজা ও তাহাদের পরিবারদিগের প্রতি বিপুল ক্ষতি ও কষ্ট হইয়াছে, এবং এই আইনের দ্বারা যাহার ক্ষতি হইয়াছে এবং যাহার ক্ষতি হয় নাই উভয়ে আমাদের নিকট তাহাদের প্রতিজ্ঞা জানাইয়াছে যে তাহারা কখন নীলের চাস করিবে না এবং নীল আবাদের প্রথায় যে দোষ আছে তাহা আমরাও ব্যক্ত করিয়াছি—বিশেষ আমাদের ইচ্ছা থাকিলে ঐ আইন এবৎসর জারী করিতে আমরা শুপারিস করিতে পারি না যে হেতুক আমরা বিলক্ষণ দেখিতেছি যে বর্ত্তমান অবস্থায় যাহাদের উপকারার্থে ঐ আইন করা যাইবে তাহাদের ক্ষতি ভিন্ন হইবে না কারণ এই আইন আগামী কালের জন্য খাটাইতে হইবে এবং প্রজাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে চুক্তি করিয়া

দাদন লইয়া চুক্তি অনুসারে কর্ম্ম না করিলে তাহাদের শাস্তি হইবে—কিন্তু তাহা হইলে অর্থাৎ দাদন লইয়া চুক্তিভঙ্গ না করিলে ফৌজদারী জেহেলে কএদ হইতে হইবে জানিতে পারিলে অতি অল্পলোকে দাদন লইতে স্বীকার করিবে; যদ্যপি ঐ আইনের এমস মর্ম্মও হয় যে চুক্তি করার তারিখ হইতে ১২ মাসের মধ্যে চুক্তি ভঙ্গের নালিশ না হইলে নালিশ গ্রাহ্য হইবে না তথাপি এইক্ষণে প্রজা ও নীলকরের সম্বন্ধে যে গোলমাল উপস্থিত ও প্রজাদিগের চিত্ত যেরূপ অস্থির আছে তাহাতে আমরা ধর্ম্মত নীলের উপকারের জন্য কোন বিশেষ আইন করিবার নিমিত্ত অভিপ্রায় করিতে পারি না—বিশেষ সাধারণ বিষয়ের জন্য নালিশের যে মিয়াদ আছে তাহা এই কর্ম্মের জন্য কম করিতে আমরা পচ্ছন্দ করি না।

১৭৯ দফা।—আগামি কালে নীলকরেরা যদ্যপি যথার্থরূপে কর্ম্ম করেন তবে বিশেষ আইনের কোন আবশ্যক করিবে না—যদ্যপি আম বাজার নীলের গাছ ক্রয় করা অথবা যোত্রাপন্ন ব্যক্তিদিগের সহিত চুক্তি করা কিম্বা ফসলের জন্য উচিত মুল্য দেওয়ার প্রথা প্রচলিত হয় তবে চুক্তিকরণীয় ব্যক্তিরা সে কর্ম্মে মুনাফা দেখিলে তাহারা কখন চুক্তি ভঙ্গ করিতে চেষ্টা করিবে না—আমরা ইহাও বিবেচনা করি যে বঙ্গদেশে নীল আবাদের প্রথা এমন উৎকৃষ্ট করা যাইতে পারে যাহাতে প্রজারা নীলের চাসে অন্যান্য ফসলের তুল্য লাভ করিতে পারে—নীলকরদের বিস্তর ধন এই কারবারে আবদ্ধ আছে অতএব আমরা ভরষা করি যে তাহারা এরূপ কর্ম্ম করিবেন যাহাতে তাহাদের কোন হানি না হয়—কিন্তু এইক্ষণকার অবস্থা দৃষ্টে আমরা দেখিতেছি যে চলিত প্রথা সংশোধন করা নিতান্ত আবশ্যক এবং ভাল প্রথানুসারে কর্ম্ম করিতে গেলে বিশেষ আইনেরও দরকার হইবে না—হালিং সাহেব আমাদের জানাইয়াছেন যে আফিমের চাসি ব্যক্তিদিগের নিকট বকেয়া আদায় করণ জন্য তাহার কখন নালিশ করিতে হয় নাই।

১৮০ দফা—যদ্যপি চুক্তি করণীয় প্রজারা নীলের আবাদের মৌক্ষ সময়ে কর্ম্ম করিতে স্বীকার না করে তবে নুতন আইন প্রচলিত হইলে ও সে আইনমতে নালিস করিয়া অল্প কালের

মধ্যে তাহাদের দ্বারা আবশ্যকীয় কর্ম্ম সমাধা করিয়া লওয়া সুকঠিন হইবে—বিশেষ অথবা সরাসরী আইন হইলেও মোকদ্দমা বিচার করিতে হইবে, চুক্তিনামা দাখিল করিতে হইবে ফরীয়াদির ও আসামী উভয়ের সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে হইবে এবং সেই সকল দস্তাবেজ ও সাক্ষ্য বাক্য বিচার করিয়া হুকুম দিতে হইবে—কাজেই এই সকল কর্ম্মে যে পরিমানে হউক কালক্ষেপন করিতে হইবে।

১৮১ দফা।—কোন২ ভারি পারদর্শী ব্যক্তি অভিপ্রায় দিয়াছেন যে চুক্তিনামা পূর্ব্বে রীতিমত রেজেষ্টরী করিলে বিশেষ আইনে কোন দোষ ঘটিবে না কিন্তু আমাদের বিবেচনায় এই প্রস্তাব শুনিতে যদাপিও ভাল বোধ হয় তথাপি তদনুসারে কর্ম্ম করা সুকঠিন হইবে—কারণ রেজেষ্টরী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবার যথেষ্ট ব্যক্তি নাই এবং পরগণার কাজিদিগের হস্তে এ কর্ম্ম বিশ্বাস করা যাইতে পারে না—বিশেষ দেওয়ানী হাকীমানের দ্বারা এ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করার অনেক আপত্য আছে নীলকরেরা আপনারা প্রকাশ করিয়াছেন যে যে হাকীমের সম্মুখে রেজেষ্টরী করিতে হইবে তাহার নিকট প্রজাদিগকে দলবদ্ধ করিয়া লইয়া যাওয়া অত্যন্ত দুরূহ হইবে এবং রেজিষ্টরী করণীয় হাকীমেরও ঐ কর্ম্মের জন্য স্বয়ং প্রত্যেক কুঠিতে ভ্রমন করা নিতান্ত অপরামর্শ।

১৮২ দফা।—উভয় পক্ষ যে ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিতে পারে এমন ব্যক্তির মাতব্বরীতে রেজেষ্টরী করিলে তদ্দারা কর্ম্মের যথার্থ ফল হইতে পারে কিন্তু এমন ব্যক্তি পাওয়া সুকঠিন, এবং সন্দেহযুক্ত বিষয়ে যাহাতে পশ্চাৎ চুক্তি ভঙ্গ করার আশঙ্কা আছেতাহা রেজিষ্টরী করিতে গেলে প্রায় এক প্রকার বিচার করিয়া রেজেষ্টরী করিতে হইবে—এই সকল কর্ম্মের জন্য যে ব্যক্তির হস্তে রেজেষ্টরী করার ভার অর্পণ হইবে তাহার ধৈর্য্য, বিচারক্ষম, বিচক্ষণ, ইত্যাদি গুণ থাকা আবশ্যক করিবে এবং প্রত্যেক রেজেষ্টরের এই সকল গুণ না থাকিলে ঐ কর্ম্ম কেবল বিফল আবেদানুসারে চলিবে—যাহা হউক আমরা বিবেচনা করি যে রেজেষ্টরী করিবার স্থানের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় যে তথায় স্বেচ্ছানুসারে লোকে রেজেষ্টরী করিতে পারে।

১৮৩ দফা।—আমাদের এই বিশ্বাস আছে যে ভাল প্রথানু-সারে কর্ম্ম করিলে বিশেষ আইন এবং রেজেষ্টরির আবশ্যক হইবে না, মন্দ প্রথাকে ঢাকিয়া রাখিবার জন্য এই সমস্ত উপায় আবশ্যক করে।

১৮৪ দফা।—যাহা হউক নুতন আইন করিবার পুর্ব্বে ভাল প্রথানুসারে কিছু কাল কর্ম্ম করিয়া পরিক্ষা করা উচিত কারণ এখন পর্য্যন্ত ভাল প্রথায় কর্ম্ম করা হয় নাই।

১৮৫ দফা।—এই অভিপ্রায়ে আমরা এই এত্তেলা সমাপ্ত করিলাম, যে সকল প্রস্তাব করিয়াছি তাহা সাক্ষিগণের জবানবন্দী ও দলীল দ্বারা উত্তমরূপে প্রমান হইয়াছে অর্থাৎ।

১ প্রথম।—জমীদারের সহিত নীলকরের সম্বন্ধ অসন্তোষ-জনক নহে।

২ দ্বিতীয়।—নীলকরের সহিত প্রজার সম্বন্ধ সন্তোষ জনক নহে।

৩ তৃতীয়।—পুর্ব্বকালে যে সকল দুরহ দুষ্কর্ম্ম হইত তাহা এইক্ষণে নীলকরেরা সাধারণে করে না কিন্তু তাহারা তাবতে প্রজা এবং অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে জবরদস্তী দ্বারা ধরিয়া লইয়া বেআইনী কএদ করিয়া রাখার দোশে দোশী আছেন।

৪ চতুর্থ।—নীলকরের বিরুদ্ধে মাজিষ্ট্রেট সাহেবানেরা এবং পুলীস আমলারা কোন অন্যায় আচরণ করে নাই।

৫ পঞ্চম।—নীলের এই গোলমালের সময় পাদরি সাহেবগণ কোন নিন্দনীয় কর্ম্ম করেন নাই বরং তাহাদেরও চরিত্র প্রশংসার যোগ্য হইয়াছিল—বর্ত্তমান বৎসরে নীল সম্বন্ধে যে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে তাহার সুত্র বহুকালাবধি জন্মিয়াছে এবং কখন না কখন ঘটিত।

১৮৬ দফা।—দ্বিতীয় প্রধান বিষয়ে আমাদের অভিপ্রায় এই যে রাজশাসন ও সভ্যতার বিষয় শংক্রান্ত বিবেচনায় ইংরাজদিগকে মফঃসলে থাকিয়া বানিজ্য ও ব্যবসা করিতে সর্ব্বতোভাবে উৎসাহ করা আবশ্যক কিন্তু তাহারা যে প্রথায় এখন কর্ম্ম চালাইতেছেন তাহা পরিবর্ত্তন করা উচিত।

১৮৭ দফা।—তৃতীয় প্রধান বিষয়ে আমরা বিবেচনা করি যে

১ প্রথম।—বঙ্গদেশে বাণিজ্যকারি ও ব্যবসাই সাহেবদিগকে বিনা বেতনে ফৌজদারী ক্ষমতা অর্পণ করা কর্ত্তব্য নহে।

২ দ্বিতীয়।এবং তৃতীয়।—নীলকর ও প্রজা উভয়ের উপকারার্থে ফৌজদারী মহকুমা বৃদ্ধি ও দেওয়ানী এবং ফৌজদারী আইনের প্রথা সংক্ষেপ করা আবশ্যক।

৪ চতুর্থ।—১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৬ এবং ১১ দফার মর্ম্মের প্রতি হাকীমেরদের বিশেষ মনোযোগ করা কর্ত্তব্য।

১৮৮ দফা।—উল্লিখিত অভিপ্রায়ে এই কমিস্যানের ৪ জন সভ্য মহাশয়েরা এক মতাবলম্বি হইয়াছেন, কেবল ফরগিসন সাহেব ইহাতে নারাজ হইয়া স্বতন্ত্র রিপোর্ট লিখিয়াছেন, এবং টেম্পল সাহেব ইস্পিসিয়াল কমিস্যনর ও সরাসরী নুতন আইনের বিষয়ে অন্য মত করিয়াছেন।

৫ পঞ্চম।—এই কমিস্যানের অধিকাংশ সভ্য মহাশয়দিগের অভিপ্রায়ে ইস্পিসিয়াল কমিস্যনর মোকরর করণ জন্য কোন আবশ্যক দৃষ্ট হয় না।

৬ ষষ্ঠ।—এই কমিস্যানের অধিকাংশ সভ্য মহাশয়দিগের অভিপ্রায়ে ১৮৬০ সালের ১১ আইন বহাল রাখা অথবা ঐ প্রকার কোন নুতন সরাসরী আইন করিবার প্রয়োজন নাই এবং রেজেষ্টরি করিবার প্রথা চালান ও সঙ্গত নহে॥

১৮৯ দফা।—আমরা এই স্থানে এই রিপোর্ট অর্থাৎ এত্তেলা সমাপ্ত করিলাম যদ্যপিও সাহেবদের মফঃসলে বাস করা আমরা নিতান্ত শুভঙ্কর বোধ করি এবং এই গোলমালে অনেকের বহু ধন নষ্ট হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি কিন্তু সর্ব্বোপরি সুবিচার ও সত্যের আদর ও যত্ন করিতে হইবে—এবং প্রজারা যে নালিশ করিতেছে তাহা শুনিয়া বিচার করিতে হইবে এবং এই বিষয়ে যে২ ঘটনা হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিয়া সত্য কথা জানাইতে হইবে।